নাম তার
জুলকারনাইন

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

নাম তার

জুলকারনাইন

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

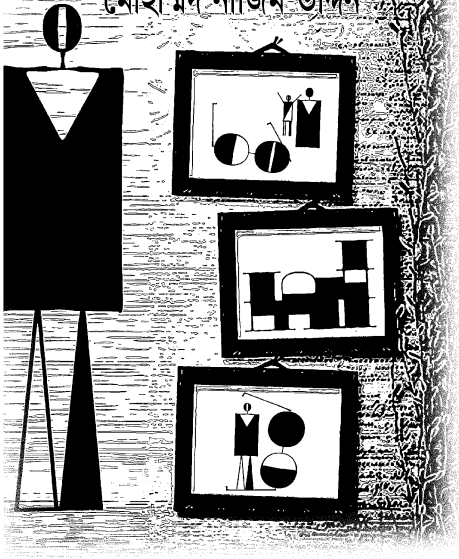

বাতিঘর প্রকাশনী

নাম তার জুলকারনাইন

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

Naam Tar Julkernine

copyright©2013 by Mohammad Nazim Uddin

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : লেখক

নাম তার জুলকারনাইন

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

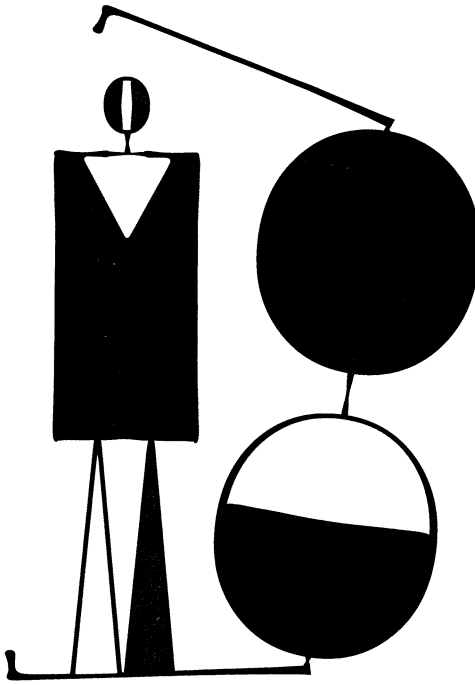

বারো মিনিট ধরে মনিটরের পর্দায় যে ভিডিওটা চলছিল, সেটা অবশেষে থেমে গেল। এ নিয়ে কতবার দেখা হয়েছে সেটা এই ঘরের একমাত্র দর্শক বলতেও পারবে না। একটা ঘোরের মধ্যে আছে সে, আর এই ঘোরের মধ্যে থাকলে গুনে রাখার মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। তার মাথায় কেবল ভিডিওটার দৃশ্যগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে বিরামহীন স্লাইড শোর মতো। একটা শব্দ তার দুই কানে যেন থাপ্পড় মারছে বারবার। মাথার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে চিনচিনে একটা ব্যথা।

প্রায় সমবয়সী দুজন ছেলে, ধানমন্ডির একটি ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও লেভেলের ছাত্র। আগ্রাসী মনোভাবের ছেলেটা উন্মাদের মতো চড়-থাপ্পড় আর

BOIGHAR.COM

কিল-ঘুষি দিয়ে যাচ্ছে ভীতসন্ত্রস্ত সহপাঠীকে। মার খাওয়া ছেলেটা ভয়ে জড়সড় হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারছে না। কী একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যত গন্ডগোল। ঘটনার সাথে একটা মেয়েও যে জড়িত আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে মারমুখী ছেলেটার কথাবার্তায়। ওই মেয়ের কাছে তার সম্পর্কে বাজে কথা বলেছে বলে নিজের সহপাঠীকে বেদম মারছে সে। সেই মারপিটের দৃশ্য ভিডিও করেছে তাদেরই আরেক সহপাঠী, আর সেই ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়েছে বীরত্ব জাহির করার জন্য।

ঘরে জানালার পর্দার ফাঁকফোকর দিয়ে কিছুটা আলো এসে পড়লেও জ্বলজ্বল করতে থাকা কম্পিউটার স্ক্রিনের আলোই ঘরটাকে বেশি আলোকিত করে রেখেছে। কান পাতলে ভিডিওর শব্দ ছাড়াও মৃদু একটা শব্দ পাওয়া যাবে বদ্ধ এই ঘরে। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে একজন, যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ছে সে। এক হাতের তালুতে অন্য হাত দিয়ে জোরে ঘুষি মারার মতো শব্দ হলো কয়েকবার। দ্রুত লয়ের নিশ্বাস আর ব্যস্ত পদক্ষেপ বলে দিচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে পায়চারি করছে ঘরের একমাত্র বাসিন্দা।

'আমি জুলকারনাইন! আমার লগে গুটিবাজি করোস!'

ভিডিওর শব্দগুলোর পর অস্পষ্ট গোঙানির মতো একটা শব্দ হলো। জোর করে বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসা আর্তনাদ নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইছে যেন। ডান হাতটা শক্ত করে মুষ্টিবদ্ধ করে নিল ঘরের একমাত্র বাসিন্দা। দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরল সেই মুষ্টি। অন্ধকার ঘরে একটা জান্তব গোঙানি উচ্চারিত হলো অবশেষে :

'আমি জুলকারনাইন!'

১

বুকটা ধড়ফড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল ওয়ালিউল্লাহ। বাজে স্বপ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও খুব দ্রুতই আবিষ্কার করল তার অদ্ভুত বন্দিদশা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের ভেতর থেকে। দুই দিন ধরে বলতে গেলে সে বন্দী। এমন নয়, ঘরের বাইরে পা ফেলা যাবে না, তবে বাড়ির বাইরে যাবার ব্যাপারে কড়া নিষেধ আছে। বাবার এমন শাস্তি মুখ বুজে মেনে নিয়ে লজ্জা আর অপমানে নিজের ঘরে বন্দী হয়ে আছে বিগত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে। তার মোবাইল ফোনটাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এটা করেও ক্ষান্ত হয়নি, বাড়ির ওয়াইফাই বন্ধ করে দিয়েছেন তার বাবা। আর শোকগ্রস্ত পরিবারে যেমন দু-এক দিন টিভি দেখা বন্ধ থাকে, তাদের বাসার অবস্থাও সে রকম। অবশ্য আশপাশের ফ্ল্যাটের মহিলাদের মতো টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখার বাতিক নেই তার মায়ের, আর ব্যবসায়ী বাবা রাত দশটার পরে বাড়ি ফিরে টিভি দেখার সময়ই পান না। জন্মের পর থেকেই দেখে আসছে, গার্মেন্টিস নিয়ে দিনরাত পড়ে থাকেন বাবা। লোকে বলে, তার বাবা বেশ পরিশ্রমী, নিজের ভাগ্য নিজের হাতে গড়েছে।

ওয়ালির কোনো ছোট ভাইবোন নেই যে একটু

চিল্লাপাল্লা করে বাড়িটাকে জীবন্ত করে রাখবে—বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান সে। কাজের মেয়েটাকে নিয়ে চারজনের ছোট্ট আর নিঃশব্দ একটি পরিবার। আঠারো শ বর্গফুটের এই ফ্ল্যাটের পাঁচটি বিশাল ঘরের সাথে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারটাকে হিসাবে ধরলে গড়ে তাদের একেকজনের ভাগে একটারও বেশি ঘর পড়ে। এসব কারণে তাদের বাড়িটা বেশ নিরিবিলি থাকে সব সময়। কিন্তু একটু আগে সেই সুনসান বাড়িটাই কোলাহলে ভরে উঠেছে। সম্ভবত তার ঘুমের ব্যাঘাতের কারণ এটাই।

কৌতূহল দমাতে না পেরে নিজের ঘরের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল ওয়ালি। তার ঘরটা এই ফ্ল্যাটের একদম শেষ মাথায়, এখান থেকে ড্রয়িংরুমটা দেখা না গেলেও আওয়াজ ঠিকই ভেসে আসছে। যে কণ্ঠটা ভেসে আসছে, সেটা তার বাবার—চড়া আর মেজাজি। রেগেমেগে গজগজ করছেন। বাবাকে বিরত রাখার দুর্বল প্রচেষ্টা হিসেবে মায়ের মিনমিনে গলাটাও শুনতে পেল ওয়ালি।

দ্বিধা আর সংকোচে দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখতে পেল কাজের মেয়ে বুচি ভয়ার্ত পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার ভাবসাব দেখেই বোঝা গেল, কোনো কিছু সম্প্রচার করার জন্য মুখিয়ে আছে সে।

'বাসায় পুলিশ আইছে, ভাইজান!'

বুচির চাপাকণ্ঠের এই একটা বাক্যই ওয়ালির কপালে ভাঁজ পড়ার জন্য যথেষ্ট। পুলিশ যে আসতে পারে, সে আশঙ্কা ছিল গত পরশু থেকে, তারপরও অবাক না হয়ে পারল না।

'খালু তো ক্ষেইপ্পা আগুন...' বুচি সম্প্রচার করতে শুরু করল। '...পারে তো পুলিশরে মাইর দেয়!'

ওয়ালি কিছু বলল না। তার বাবা কেন রাগ করছেন, সেটা বুঝতে পারছে। দরজার সামনে আর নিজেকে আটকে রাখতে পারল না, দ্বিধা ভেঙে ড্রয়িংরুমের দিকে পা বাড়াল সে।

দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ড্রয়িংরুমে, তাদের মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ্ব একজনের গায়ে পুলিশের পোশাক, হাতে একটা ডায়েরি। অন্যজন বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ, কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছেলেছোকরাদের মতো পোলো টি-শার্ট আর জিনস প্যান্ট পরে আছে। অবশ্য লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশের নিচে হবে না কোনোভাবেই। ওয়ালির বাবা পুলিশের মুখের কাছে তর্জনী উঁচিয়ে ক্ষিপ্তকণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছেন, আর স্বামীর একটা হাত ধরে আগলে রেখেছে তার শান্তশিষ্ট মা।

থমকে দাঁড়াল ওয়ালি। তার উপস্থিতি সবার আগে টের পেল পোলো শার্ট, তারপর বাবা-মা আর পুলিশের লোকটা।

'এই যে, দেখেন...বলসিলাম না!' তাকে ইঙ্গিত করে রেগেমেগে বলল তার বাবা সাদুল্লাহ। 'ওই ঘটনার পর থেইকা ও বাড়ির বাইরেই যায় নাই...আর আপনারা আসছেন...' বাবার চোখমুখ এমন তিক্ততায় ভরে উঠল, পারে তো থুতু ফেলে দেয় ড্রয়িংরুমের মসৃণ টাইলসে।

পুলিশ আর পোলো-শার্ট ওয়ালির দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

'কী হইসে?' প্রশ্নটা বাবার উদ্দেশে করলেও 'আব্বু' সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকল। বাবার ওপর রাগ হলে সে এটা করে।

'তুমি তোমার ঘরে যাও, বাবা,' তার মা উদ্বিগ্ন কিন্তু

BOIGHAR.COM

মিনমিনে কণ্ঠে বলল।

'ও ঘরে যাইব ক্যান?' চেঁচিয়ে উঠলেন ওয়ালির বাবা। 'খবরটা ওরও জানা দরকার!'

'কী হইসে, আম্মু?' এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল ওয়ালি।

বিপাকে পড়ে গেল তার মা, কিছুই বলতে পারল না। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কেবল।

'ওই বদমাইশটা খুন হইসে!' তিক্তমুখে কথাটা বললেও মনে হলো না তার বাবা এই মৃত্যুসংবাদে অখুশি।

ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইল ওয়ালি। 'ক্-কী?' ঢোঁক গিলল এবার। 'ক্-কে? কার কথা বলসেন?'

'ওই হারামজাদা! ওই শুয়োরটা!' প্রায় চেঁচিয়ে, অনেকটা তিক্ত উল্লাসে বলে উঠলেন তার বাবা।

ওয়ালি ঢোঁক গিলল আরেকবার। তার মাথা ভনভন করতে শুরু করে দিয়েছে, যদিও বাবার কথা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না। তবে 'খুন' শব্দটাই যথেষ্ট তার জন্য।

'আরে, যে ছেলে দশ-পনরো মিনিট ধইর‍্যা মাইর খাইয়া গেল...পাল্টা একটা ঘুষিও দিতে পারল না, সে কিনা...'

বাবার দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইল ওয়ালি। তারপরই বুকটা থক করে উঠল। বুঝতে পারল কে খুন হয়েছে।

'মা...?' জন্মের পর থেকে সব সময় যার প্রশ্রয় পেয়ে আসছে তার কাছেই প্রশ্নটা রাখল নিশ্চিত হবার জন্য।

কান্নাজড়িত চোখেমুখে তাকাল তার মা।

'ওই শুয়োরটা...জুলকারনাইন মরসে!' ওয়ালির বাবা মুখ বিকৃত করে জানালেন।

'খুন হইছে...' তাকে শুধরে দিয়ে আস্তে করে বলল পুলিশের পোশাক পরা লোকটি। '...গত রাইতে।'

আনমনে ঢোঁক গিলল ওয়ালি। অদ্ভুত হলেও এমন ভড়কে যাবার মুহূর্তে তার চোখজোড়া নিবদ্ধ থাকল পুলিশের বুকের ডান দিকে, যেখানে ছোট্ট নেমপ্লেটটা থাকে। বাহাদুর ব্যাপারী! এমন অদ্ভুত নাম সে জীবনেও শোনেনি।

২

দুই দিন আগে যে ছেলেটা তাকে বেদম মেরেছিল, তার চেয়েও বড় কথা, এই মারপিটের দৃশ্য ভিডিও করে তাকে চরম অপমান আর হেনস্তা করেছিল, সেই জুলকারনাইন গত রাতে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় খুন হয়েছে। তবে পুলিশ মিডিয়াকে রাতের বেলায় না জানানোয় আজ সকাল থেকে সেটা নিয়ে টিভি চ্যানেলগুলো মেতে উঠেছে। আগামীকালের পত্রিকায় এই খবরই গুরুত্ব পাবে, যদি না রাত দশটা-এগারোটার মধ্যে আর কোনো বড় ঘটনা ঘটে।

যদি ওয়ালিদের বাসার টিভিটা চালু থাকত, আর তাতে দেশীয় কোনো চ্যানেল টিউন করা থাকত তাহলে পুলিশ আসার একটু আগেই তারা সবাই এই খবরটা জানতে পারত।

'কীভাবে? কোথায়?' সব শোনার পর আরও একবার ঢোঁক গিলে শুকিয়ে যাওয়া গলাটা ভিজিয়ে ওয়ালি জানতে

চাইল।

'গত রাইতে তার এক বন্ধুর বাসায়...' জবাব দিল বাহাদুর ব্যাপারী নামের পুলিশের লোকটা, 'সেই বন্ধুও খুন হইছে। ডাবল মার্ডার।'

'আর এরা সন্দেহ করতাসে আমার এই নিরীহ ছেলেটারে!' যথারীতি তিক্তমুখে বললেন সাদুল্লাহ। তার 'ছ' বর্ণের উচ্চারণ অনেকটা 'ছ' আর 'স'-এর মাঝামাঝি।

'আমরা না, ভিকটিমের বাবা সন্দেহ করতাছে,' শুধরে দিল পুলিশ অফিসার।

'ওই কুলাঙ্গারের বাপ সন্দেহ করল আর আপনারা সঙ্গে সঙ্গে চইলা আসলেন আমার বাড়িতে!' হতাশ ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন সাদুল্লাহ। 'আরে, আমার ছেলে তো কোরবানি ঈদের সময় গরু জবাই করাও সইহ্য করতে পারে না!'

মুখের পান চিবিয়ে গেল বাহাদুর ব্যাপারী, যেন সব তর্জন-গর্জন শেষ হবার অপেক্ষা করছে সে।

'আমার ছেলেরে যখন মারা হইলো, তখন কি সঙ্গে সঙ্গে ছুইটা গেছিলেন ওগো বাড়িতে?'

'আপনেরা কেস করলে ঠিকই যাইতাম,' পুলিশের লোকটা চট করে জবাব দিল, তবে তার কথার মধ্যে একধরনের ধীরস্থিরতাও আছে।

'হুহ্!' তিক্ত মুখটা অন্য পাশে সরিয়ে নিলেন ওয়ালির বাবা। 'আপনাগোর কাজকাম আমার দেখা আছে!'

বাহাদুর ব্যাপারী বলতে লাগল, 'ছেলেটার বাবা থানায় আইসা মামলা করছে, আমাদের তো কিছু করার নাই। এখন এনকোয়্যারি করতেই হইব...এইটাই নিয়ম।'

'এনকোয়্যারি করতে আসছেন ভালো কথা...এখন তো দেখলেন, ছেলে আমার ঘরেই আছে?'

'তা তো দেখতাছিই...তয় ওর সাথে একটু কথা বলাও লাগব।'

বয়স্ক পুলিশের দিকে কটমট চোখে তাকালেন সাদুল্লাহ। 'ওর সাথে কথা বলবেন মানে?'

'আশ্চর্য, আপনি খামোখা রাইগা যাইতাছেন ক্যান বারবার,' পুলিশের কণ্ঠে কোনো উত্তাপ নেই, বরং মুখে একচিলতে প্রচ্ছন্ন হাসি লেগে আছে।

'রাগব না? আমার মাসুম ছেলেটারে জেরা করবেন...তা-ও আবার খুনখারাবির ব্যাপারে...মগের মুল্লুক নাকি!'

আক্ষেপে মাথা দোলাল পুলিশ, তবে মুখের প্রশান্ত ভাবটা ঠিকই ধরে রেখেছে। 'আপনি সামান্য ব্যাপার নিয়া এত বাড়াবাড়ি করতাছেন ক্যান? এইটা তো এমন কিছু না। এই রকম খুনখারাবির কেসে বন্ধুবান্ধবসহ অনেকেরই জিজ্ঞাসাবাদ করা লাগে। ছেলেটার বাবা যদি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ না-ও করত তারপরও আমরা ওরে একটু পুছতাছ করতাম।'

চোখেমুখে অবিশ্বাস নিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছে ওয়ালি।

'ওই ছেলের বাবা কোন আক্কেলে আমার ছেলের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করে, অ্যা?' দম ফুরিয়ে হাঁপাচ্ছেন এখন সাদুল্লাহ। 'নেশাখোর লম্পট একটা ছেলে...এইগুলার নতিজা তো এমনই হইব!'

'উনি যে আক্কেলেই করুক, সমস্যা নাই,' পুলিশ বলল, 'আমরা আমাগো আক্কেল দিয়াই তদন্ত করুম। যদি দেখি আপনের ছেলে এইসবের সাথে জড়িত না, তাইলে কেস থেইকা ওর নাম বাদ যাইব। এই নিয়া চিন্তার কিছু নাই।'

'চিন্তার কিছু নাই?' বিস্ময়মাখা প্রশ্ন নিয়ে বললেন

BOIGHAR.COM

ওয়ালির বাবা।

এরই মধ্যে মিসেস সাদুল্লাহ স্বামীকে বিরত রাখার আশা বাদ দিয়ে চুপচাপ পাশের সোফায় বসে পড়েছে কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে। মহিলাকে দেখেই বোঝা যায়, স্বভাবে তিনি বেশ নরম। আর কথাও বলেন খুব কম। দুজনের মধ্যে আরও যে অমিল রয়েছে, তা হলো মুখের ভাষা—একজন একেবারে প্রমিত ভাষায় কথা বলে, অন্যজন প্রচলিত খাইসি-গেসি টাইপের। বাপের প্রভাব পড়েছে ছেলের ওপরও।

'চিন্তার কী আছে, বলেন?' পুলিশ বলল, 'আপনার ছেলে তো ঘরেই আছিল। এই জোড়া খুনের সাথে ও জড়িত না।'

'তাইলে ওরে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ক্যান?'

মাথা দুলিয়ে প্রসন্ন হাসি দিল বাহাদুর। 'আরে, এইটা তো আপনাগো কথা...সত্যি কিনা যাচাই কইরা দেখুম না?' বাহাদুর ব্যাপারীর কণ্ঠ বেশ নিস্পৃহ। বোঝাই যায়, দীর্ঘদিন পুলিশে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সে। বহু তদন্তে, বহুবার এমন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। এসব কীভাবে সামলাতে হয়, ভালো করেই জানা আছে তার।

'আমার কথা আপনার বিশ্বাস হইতাসে না?' রেগেমেগেই বললেন ওয়ালির বাবা।

'কী যে বলেন...' পানখাওয়া দাঁত বের করে হাসল বাহাদুর। 'মানুষ কইলো আর পুলিশ যাচাই বাছাই না কইরা বিশ্বাস কইরা বইসা থাকবো...এইটা কি হয়?' মাথা দোলাল সে।

ওয়ালির বাবা কোনো কথা বললেন না, রেগেমেগে চেয়ে রইলেন পুলিশের দিকে।

'আপনে বলতাছেন আপনের ছেলে বাসাতেই আছিল...ভালা কথা, কিন্তু আপনে তো ওরে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখেন নাই...কাজে-কামে ব্যস্ত ছিলেন...অফিসে ছিলেন...তখন ছেলে কোথায় গেছে না-গেছে সেইটা তো আপনের জানোনের কথা না।'

'আশ্চর্য,' তেড়েফুঁড়ে উঠলেন সাদুল্লাহ, 'আমি না-হয় অফিসে ছিলাম কিন্তু ওর মা আছে না? ওর মা তো সারাক্ষণ ঘরেই ছিল...জিজ্ঞেস কইরা দেখেন?'

আশ্বস্ত করার হাসি দিল বাহাদুর ব্যাপারী। 'আমরা তো সেইটাই করতে চাইতাছি। একটু পুছতাছ কইরাই চইলা যামু। এইটা নিয়া আপনে খামোখা টেনশনে পইড়া গেছেন। একদম টেনশন নিয়েন না।'

ওয়ালির বাবার সমস্ত রাগ যেন মিইয়ে গেল নিমেষে। এমন নির্বিকার আর ক্রোধহীন মানুষের সাথে কতক্ষণ রেগেমেগে কথা বলা যায়!

বাহাদুর ব্যাপারী নামের পুলিশ মাথার টুপিটা খুলে পাতলা হয়ে যাওয়া কাঁচা-পাকা চুলে হাত বোলাল। আদতে তার মাথা কখনো গরম হয় না, তবে বেশ ঘেমে যায়। বিশেষ করে, পুলিশের এই টুপি পরলে। তাই কিছুক্ষণ পরপর টুপিটা খুলে মাথায় হাত বুলিয়ে নেওয়াটা তার মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে।

'ঘরে তো মনে হয় এসি আছে...আছে না?' ওয়ালির মায়ের দিকে চেয়ে বলল বাহাদুর।

মাথা নেড়ে সায় দিল মিসেস সাদুল্লাহ।

'তাইলে একটু বাড়ায়া দেন...আমার মাথা খালি ঘাইমা যায়,' কথাটা বলেই লালচে দাঁত বের করে অমায়িক হাসি দেবার চেষ্টা করল।

মিসেস সাদুল্লাহ চুপচাপ সামনের টেবিল থেকে এসির

রিমোটটা হাতে নিয়ে ঠান্ডা বাড়িয়ে দিল। ছেলের দিকে চকিতে চেয়ে আশ্বস্তও করল ভদ্রমহিলা। ওয়ালি কোনো কথা বলছে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনে কাইল কয়টার দিকে অফিস থেইকা বাসায় আসছেন?' কেউ কিছু না বললেও বাহাদুর ব্যাপারী পাশের একটা সোফায় বসে পড়ল, সেই সাথে সঙ্গে আসা সাদা পোশাকের লোকটাকেও ইশারা করল তার পাশে বসে পড়ার জন্য। এবার সঙ্গে করে নিয়ে আসা ডায়েরিটা খুলে পকেট থেকে একটা কলম বের করে নিল ইন্সপেক্টর।

ওয়ালির বাবাও বসে পড়লেন সোফায়। একটু ভেবে বললেন, 'রাত দশটার দিকে মনে হয়।'

পান চিবোতে চিবোতে বাহাদুর তথ্যটা টুকে নিল। এবার তাকাল মিসেস সাদুল্লাহর দিকে। 'আর আপনে? কাইল সারা দিন বাড়িতেই আছিলেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ওয়ালির মা।

'আপনের ছেলেও সারা দিন বাড়িতেই আছিল?'

গভীর করে দম নিয়ে নিল মহিলা। 'ওই ঘটনার পর থেকে ও আর বাড়ির বাইরে যায়নি। কালও সারা দিন নিজের ঘরেই ছিল।'

বাহাদুর ব্যাপারীর পাশে বসা পোলো শার্ট এখন পর্যন্ত কিছু বলছে না, তবে চোখেমুখে কৌতূহলের শেষ নেই।

'ঠিক আছে, আপনেরা তাইলে যান, আমি একটু ওর সাথে কথা বলব,' ওয়ালির দিকে ইঙ্গিত করল ইন্সপেক্টর।

'আমরা যাব মানে?' চটে গেলেন সাদুল্লাহ।

'যাইবেন মাইনে অন্য ঘরে যান, আমি আপনের ছেলের সাথে কথা বলব...' যথারীতি হাসি হাসি মুখে কথাটা বলল বাহাদুর।

'অসম্ভব! যা জিজ্ঞেস করার আমাদের সামনেই করতে হইব,' ওয়ালির বাবা রেগেমেগে বললেন।

কপালের বাম পাশটা চুলকে মাথা দোলাল বাহাদুর। ফিরে তাকাল পাশে বসা পোলো শার্টের দিকে। কয়েক মুহূর্ত দুজনের মধ্যে চোখে চোখে কিছু কথাও হলো।

'ঠিক আছে,' ছেলেটার বাবার সাথে অহেতুক বিতণ্ডায় জড়ানোর মতো কিছু করতে চাইল না ইন্সপেক্টর। 'আপনে কাইল সন্ধ্যার পর কই আছিলেন?' ওয়ালির দিকে তাকিয়ে বলল সে।

ঢোঁক গিলল ছেলেটা। 'আ-আমি...' একটু তোতলাল। এই জীবনে প্রথম পুলিশের মুখোমুখি হয়েছে বোঝাই গেল। '...বাড়িতেই ছিলাম...'

'আমি বলসিলাম না,' ওয়ালির বাবা বলে উঠলেন। 'দেখলেন তো এইবার!'

'হ, আপনেও এইটা বলছেন,' মুচকি হাসল বাহাদুর, 'আপনের ওয়াইফও বলছে...আপনের ছেলের মুখ থেইকাও শুনলাম।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'একটুর জন্যও বাড়ির বাইরে যাননি? মাইনে, এই বয়সের ছেলেপেলেরা তো এতক্ষণ ঘরে থাকলে দম বন্ধ হয়া যায়।'

'না। ঘরেই ছিলাম।'

ছেলেটার কথা শুনে মাথা নেড়ে সায় দিল পুলিশ। তথ্যটা টুকে নিতে নিতে বলল, 'আপনে কি সিগরেট খান?'

ওয়ালির বাবা যেন ছ্যাৎ করে উঠলেন। 'এইসব কী বলেন?'

আবারও মুচকি হেসে মাথা দোলাল বাহাদুর। 'এই জন্যেই বলছিলাম আপনেরা একটু অন্য ঘরে যান, আমি ওর সাথে একটু কথা বলি,' নিজের সঙ্গীর দিকে ফিরল

BOIGHAR.COM

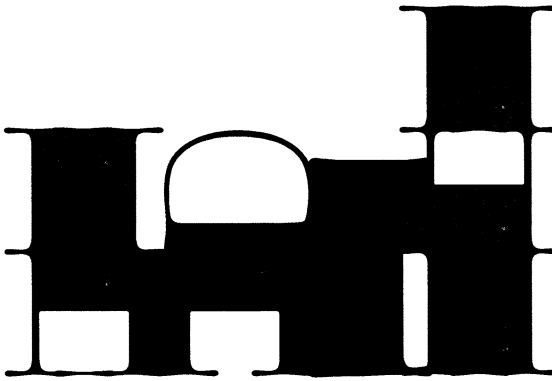

এবার, 'বাবা-মায়ের সামনে পুছতাছ করলে এই এক সমস্যা...বুঝলেন?'

পোলো শার্ট মাথা নেড়ে সায় দিল, যেন মূল্যবান কোনো সত্য জানতে পেরেছে জীবনে।

'আমার ছেলের ওসব বদভ্যাস নাই। ও এইসব জিনিস খায় না,' বেশ জোর দিয়ে বললেন সাদুল্লাহ।

'কথাটা আপনের ছেলেরেই বলতে দেন...আপনে ক্যান জবাব দিতাছেন? আপনেরে তো জিগাই নাই।'

ওয়ালির বাবা রাগ দমন করতে না পারলেও মুখে লাগাম দিলেন আপাতত।

'আপনে কি স্মোক করেন?' আবারও প্রশ্নটা করল বাহাদুর।

'না।' মিনমিনে গলায় বলল ওয়ালি।

'খুব ভালো। স্মোক করা খুব খারাপ।'

পোলো শার্ট কথাটা শুনে সামান্য মুচকি হাসল।

'জুলকারনাইনের সাথে আপনের সমস্যাটা কী ছিল?'

ওয়ালি এবার চুপ মেরে রইল, যেন কথাগুলো বাবা-মায়ের সামনে বলতে সংকোচ বোধ করছে।

'আপনেরা একটু পাশের ঘরে যান তো...' ওয়ালির বাবা-মায়ের দিকে ফিরে বলল বাহাদুর। 'ওর সাথে আমি একটু একা কথা বলমু।'

ইতস্তত করলেও ওয়ালির মায়ের কারণে তার বাবা বাধ্য হলেন পাশের ঘরে চলে যেতে।

'এইবার সব খুইলা কন,' ওয়ালির দিকে ফিরল বাহাদুর। 'কী নিয়া ঝগড়া হইছিল ওর সাথে?'

একটু ঢোঁক গিলে নিল ওয়ালি। 'তে-তেমন কিছু না।'

বাহাদুর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'মাইয়া মানুষ নিয়া কোনো ঝামেলা?'

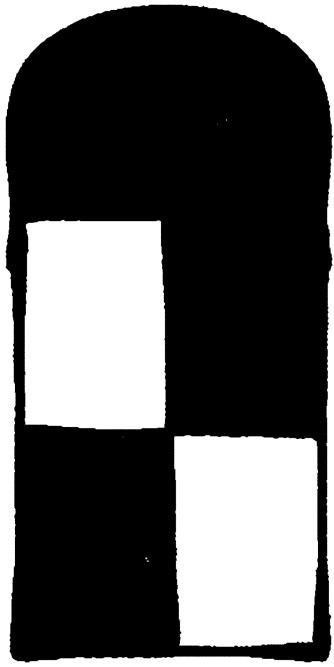

কথাটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল ছেলেটা। 'না, না...ওসব কিছু না।'

'কিন্তু ভিডিও'তে তো জুলকারনাইন একটা মাইয়ার কথা বলতাছিল বারবার...আমার তো মনে হয়, ওই মাইয়াটারে নিয়াই ঝামেলা হইছে...' এবার সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'আপনে ভিডিওটা দেখছেন না?'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট।

'সব খুইলা বলেন, বাবা...পুলিশের কাছে মিথ্যা বললে সমস্যা বাড়ব...কমব না। যা যা হইছে সব কন।'

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে, নিজেকে ধাতস্থ করে অবশেষে মুখ খুলল ওয়ালিউল্লাহ ওয়ালি : ঘটনা আসলে খুব জটিল কিছু না। তার এক ক্লাসমেট সাদিয়ার সাথে জুলকারনাইনকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখে ওয়ালি সেই মেয়েকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, জুলকারনাইন একটা নেশাখোর ছেলে, বহু মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক। ছেলেটা ভালো না। সাদিয়ার উচিত হবে না ওর সাথে মেশা। কিন্তু এই উপকার করতে গিয়েই যত বিপত্তি বাধে। মেয়েটার সাথে তত দিনে জুলকারনাইনের সখ্য অন্য পর্যায়ে চলে গেছে, ওয়ালির এই সতর্ক করে দেওয়ার কথা সে জুলকারনাইনকে বলে দেয়। সব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওয়ালিকে বেদম মারপিট করে সে। আর সেই মারপিটের দৃশ্য আরেক বন্ধুকে দিয়ে ভিডিও করে ছড়িয়ে দেয় ফেসবুকে। জুলকারনাইন চেয়েছিল ওয়ালিকে চরমভাবে অপমান করতে, কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া তার বিপক্ষে চলে যায়। পুলিশ এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠলে আত্মগোপনে চলে যায় জুলকারনাইন। আর এই আত্মগোপনে থাকা অবস্থায়ই তার এক মাদকসঙ্গীর সাথে খুন হয় সে।

BOIGHAR.COM

'এইবার আপনের ফোনটা নিয়া আসেন,' সব শোনার পর ছেলেটার উদ্দেশে বলল বাহাদুর ব্যাপারী।

ওয়ালি দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় পাশের ঘর থেকে ছেলেটার বাবা-মা দুজনই চলে এল ড্রয়িংরুমে। তারা সম্ভবত আড়াল থেকে সব কথা শুনছিল।

'ও-ওর ফোন নিয়া আসব মানে?' ওয়ালির বাবা সাদুল্লাহ ক্ষিপ্ত কণ্ঠেই জানতে চাইলেন।

'চেক কইরা দেখুম একটু,' কথাটা বাহাদুর এমনভাবে বলল, যেন এটা একদম স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিন্তু ওয়ালির বাবার কাছে বিষয়টা অত স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। 'কী শুরু করেছেন, অ্যা? আমার ছেলের ফোন ক্যান—'

হাত তুলে ছেলের বাবাকে মাঝপথেই নিবৃত্ত করল বাহাদুর ব্যাপারী। 'আপনে বারবার ভুইলা যাইতাছেন, আমরা আপনের বাড়িতে বেড়াইতে আসি নাই...একটা ডাবল মার্ডার কেসের তদন্ত করতাছি।' কোমরের বেল্টটা ঠিক করে নিয়ে আবার বলল সে, 'আপনে যদি আমারে কো-অপারেট না করেন, তাইলে কইলাম আমি কোর্টে গিয়া রিমান্ড চামু...সেইটা নিশ্চয় আপনের ভালা লাগব না?'

'রিমান্ড!?' আঁতকে উঠলেন ওয়ালির বাবা।

'যেকোনো কেসেই রিমান্ড চাওয়া যায়...আর এইটা হইলো খুন...তা-ও আবার ডাবল মার্ডার!' পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বাহাদুর চোখেমুখে গুরুগম্ভীর ভাব আনার চেষ্টা করলেও রিমান্ড শব্দটার উল্লেখেই কাজ হলো, ছেলের বাবা চুপসে গেলেন একেবারে। স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন ভয়ার্ত চোখেমুখে। ভদ্রমহিলাও কিছুটা ভড়কে গেছে এ কথা শুনে।

'আপনে দাঁড়ায়া আছেন ক্যান? যান, ফোনটা নিয়া আসেন,' ওয়ালিকে তাড়া দিল বাহাদুর।

'আমার ফোন তো ওই ঘটনার পরই নিয়া নিসে।'

ওয়ালির বাবা মাথা নেড়ে সায় দিল। 'ফোনটা আমি নিয়া নিসিলাম...ওইটা ওর মায়ের কাছে আছে।'

'আপনে তাইলে ফোনটা নিয়া আসেন,' ওয়ালির মাকে উদ্দেশ করে বলল বাহাদুর।

ছেলেটার মা চুপচাপ ভেতরের ঘরে চলে গেল।

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'মানে?' ওয়ালির বাবা বুঝতে পারলেন না।

'বাড়িতে আর কে কে থাকে?'

'এই তো...আমরা তিনজন।'

'তাইলে দরজা খুলল যে মাইয়াটা, সে কে?'

'ওহ্...ওইটা কাজের মেয়ে।'

'সে-ও তো এইখানেই থাকে, নাকি?'

'হুম। এখানেই থাকে।'

'তাইলে ওরেও ডাকেন।'

ওয়ালির বাবা চোখ গোল গোল করে চেয়ে রইলেন। 'আপনি কি ওরেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন?'

'কী যে কন, সবার সাথে কথা হইলো আর ওর সাথে কথা বলব না?' পানখাওয়া দাঁত বের করল সে। 'ও বাদ যাইব ক্যান?'

ওয়ালির মা মোবাইল ফোন নিয়ে ফিরে এল ঘরে।

'দেন, ফোনটা আমারে দেন একটু,' হাত বাড়িয়ে বলল বাহাদুর। ভদ্রমহিলা চুপচাপ ফোনটা দিয়ে দিল পুলিশের লোকটার হাতে। 'যদি কিছু মনে না করেন,' পাশে বসা পোলো শার্টকে বলল ইন্সপেক্টর, 'আপনে একটু কল লিস্টটা

চেক কইরা দেখবেন?...রিডিংগ্লাসটা বাসায় রাইখা আসছি।'

'শিওর,' পোলো শার্ট বেশ আগ্রহের সাথে বন্ধ ফোনটা হাতে নিয়ে চালু করল আগে, তারপর কল লিস্ট চেক করতে শুরু করে দিল।

ভাঁজ পড়ল ওয়ালির বাবার কপালে। সঙ্গে আসা পোলো শার্টের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল সে। বাহাদুর নামের পুলিশের লোকটা এর সাথে এভাবে কথা বলছে কেন—আর লোকটাকে দেখে পুলিশ বলেও তো মনে হচ্ছে না।

'ওই কাজের মাইয়াটারে ডাকেন...আপনের ছেলের সাথে আপাতত কথা শ্যাষ।' বাহাদুর পান চিবোতে লাগল। তবে আদৌ মুখে পানের কিছু অবশিষ্ট আছে নাকি অভ্যাসবশত চিবিয়ে যাচ্ছে, বোঝার কোনো উপায় নেই।

ওয়ালির মা তাকাল স্বামীর দিকে। ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সায় দিতেই আস্তে করে উঠে ঘর থেকে চলে গেল মহিলা। এখনো ওয়ালি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। তার মোবাইল ফোন নিয়ে কী করছে সেটা দেখছে বিরক্তি আর ভয় নিয়ে।

দাঁড়িয়ে থাকা ওয়ালিকে পাশ কাটিয়ে কাজের মেয়েটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল মিসেস সাদুল্লাহ। বাইশ-তেইশ বছরের কাজের মেয়েটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। বাহাদুর তাকে দেখেই পানখাওয়া দাঁত বের করে আবারও নিঃশব্দে হাসল।

'তোমার নাম কী?' খুব আন্তরিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'বুচি,' ওয়ালির মায়ের শরীর ঘেঁষে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে বলল মেয়েটা।

'এইটা তো তোমার ডাকনাম...আসল নাম কী?'

একটু ঢোঁক গিলল বুচি। পুলিশের এমন সহজ আর স্বাভাবিক আচরণ দেখেও ভড়কে গেছে। 'তসলিমা।'

'বাহ্, সুন্দর নাম...' বলেই পাশে বসা পোলো শার্টের দিকে তাকালে সে-ও সৌজন্যবশত মাথা নেড়ে সায় দিতে বাধ্য হলো। 'এইবার আপনেরা সবাই যান, আমি একটু তসলিমার লগে কথা বলব,' তারপর সবাইকে অনেকটা অবজ্ঞা করেই মেয়েটাকে বলল, 'আসো, এই দিকে বসো।' বাহাদুর তার পাশে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসার জন্য ইঙ্গিত করল বুচিকে।

ওয়ালি, তার বাবা আর মা যে যার জায়গায় ছিল, সেখানেই রয়ে গেল, কেউ ঘর থেকে চলে গেল না।

'আপনেরা যান...ওর লগে একটু কথা বলতে হইব,' আবারও বলল ইন্সপেক্টর। এবার তার কণ্ঠে থাকল কর্তৃত্ব আর আদেশ।

সবার আগে ওয়ালির মা উঠে চলে গেল ঘর থেকে, সঙ্গে করে ছেলেকেও নিয়ে গেল। শেষে সাদুল্লাহ গভীর করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্ত্রী আর সন্তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

'তোমারে এরা বুচি কয় ক্যান? তোমার নাক তো মাশাল্লা বেশ খাড়া?' পরম আত্মীয়ের মতো কথা বলতে শুরু করল বাহাদুর।

প্রশংসা শুনে মেয়েটা খুশি হলো। 'খালাম্মায় তসলিমা নামটা পসন্দ করে না। হে কয়, এই নামের মাইয়ারা নাকি ফাজিল হয়।' কথাটা বলেই মেয়েটা তার সমস্ত ভয় আর আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে ফিক করে হেসে ফেলল। 'এই বাসাতে আগে যে মাইয়াটা কাম করত হের নামও আছিল

BOIGHAR.COM

বুচি...তাই আমারেও বুচি কইয়া ডাকে হেরা।'

বাহাদুর পান চিবোতে চিবোতে মুচকি হেসে তাকাল পোলো শার্টের দিকে। ভদ্রলোক মুখ টিপে হাসছে। তসলিমার দিকে ফিরে বলল ইন্সপেক্টর, 'এই বাড়িতে কদ্দিন ধইরা আছ?'

মনে মনে একটু হিসাব করে নিল মেয়েটা। 'তিন-চাইর বচ্ছর তো অইবই।'

'ম্যালা দিন ধইরা আছ দেখি,' কথাটা বলে একটু বিরতি নিল বাহাদুর। 'আচ্ছা, কাইল ওয়ালি কখন বাড়ির বাইরে গেছিল কও তো?'

'ভাইজান তো সারা দিনই বাড়িতে আছিল...পরশু থিকা খালুজান অর্ডার করছে, হে যেন বাড়ির বাইরে না যায়। তারপর থিকা আর বাইরে যায় নাই।'

'সিগারেট খাইতেও বাইর হয় নাই? নিচের দারোয়ান তো কইল বাইর হইছিল?' ঢিল ছুড়ল বাহাদুর।

বুচি সামান্য একটু সংকটে পড়ে গেল যেন। ঢোঁক গিলে বলল, 'কী জানি...আমি তো দেখি নাই।'

'হুম...বুঝলাম,' মাথা দোলাতে দোলাতে বলল বাহাদুর। তার সঙ্গে থাকা পোলো শার্ট যদি দীর্ঘদিন ধরে এই ইন্সপেক্টরকে চিনত তাহলে বুঝতে পারত, সে যখন মনে করে তার সাথে কেউ মিথ্যে বলছে কেবল তখনই এমন ভঙ্গি করে থাকে।

'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। তোমার খালু আর খালাম্মারে পাঠায়া দিয়ো।'

মেয়েটা তার সমস্ত ভয় আর আড়ষ্টতা আগেই কাটিয়ে উঠেছিল, এখন রীতিমতো চপলতায় আক্রান্ত হয়ে কিশোরীদের মতো মাথা দুলিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

'বুঝলেন কিছু?' পোলো শার্টের দিকে ফিরল হাজারীবাগ থানার ওসি ইনভেস্টিগেশন বাহাদুর ব্যাপারী।

'হুম,' আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট। সে দেখতে পেল, বাহাদুর এখনো পান চিবিয়ে যাচ্ছে। এই যুগে, এ রকম একজন পুলিশ অফিসার যে পান খায়, সেটা ভেবে অবাকই হয়েছে সে।

মিস্টার ও মিসেস সাদুল্লাহকে ঘরে ঢুকতে দেখে বাহাদুর উঠে দাঁড়াল, তার দেখাদেখি পোলো শার্টও।

'আমার কাজ শ্যাষ,' বলল ইন্সপেক্টর। 'এখন তাইলে উঠি।'

'এখন আমাদের কী করতে হইব?' উদ্বিগ্নতার চেয়ে রাগটাই বেশি ভদ্রলোকের কণ্ঠে। 'মানে, আমার ছেলের নামে তো মার্ডার কেস করা হইসে...আমরা কী করব এখন?'

'আমি তো মাত্র ইনভেস্টিগেশন শুরু করলাম...এইটা শেষ হোক, তারপর ভাবা যাইব। এখন এইটা নিয়া চিন্তার কিছু নাই। তয়, আপনে চাইলে উকিলের লগে পরামর্শ করবার পারেন। এইটা আপনের ব্যাপার।'

'আমার ছেলেকে কি রিমান্ডে নেওয়া হবে?' ভয়ে ভয়ে ওয়ালির মা জানতে চাইল।

'উমম...' কোমরের মোটা বেল্টটা একটু ঠিক করে নিল বাহাদুর, 'আপনেরা সবাই যদি আমারে ঠিকমতো কো-অপারেট করেন, তাইলে এইসবের আর দরকার হইব না। আপাতত আমি রিমান্ড চাওনের কথা ভাবতাছিও না।' কথাটা শেষ করে আবারও পান চিবোতে চিবোতে হাসি দিল। 'চলেন,' তাড়া দিয়ে বলল পোলো শার্টকে।

গোটা একটা পরিবারকে সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল তারা দুজন।

৩

'আপনের এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালা লাগছে,' ওয়ালিদের ফ্ল্যাট থেকে নেমে নিচের মেইন গেটের সামনে এসে দাঁড়াতেই কথাটা বলল বাহাদুর ব্যাপারী।

'কোন ব্যাপারটা?' পোলো শার্ট যারপরনাই কৌতূহলী।

'এই যে, চুপচাপ থাকেন...মুখ বন্ধ কইরা রাখেন।'

নিঃশব্দে হাসি দিল পোলো শার্ট। 'আমার কাজ হলো আপনার ইনভেস্টিগেশনের প্রসেসটা দেখা, কথা বলার তো কোনো দরকার নেই।'

'হ, তা ঠিক, কিন্তু বাঙালি মুখ বন্ধ রাখবার পারে না। তাগোর জন্য এইটা খুবই কঠিন কাজ।'

'হা-হা-হা,' বেশ প্রাণখোলা হাসি দিল পোলো শার্ট।

'আপনের ব্যাপার অবশ্য আলাদা।'

'আলাদা কেন?'

'আপনের কাজ তো সব হাতে...' ফুচ করে শব্দ তুলে পানের পিচকিরি ফেলল বাহাদুর, '...কলমে।'

গতকাল রাতে এই ডাবল মার্ডার কেসটার তদন্তের দায়িত্ব পাবার পর আজ সকালে ওসি সাহেব যখন তাকে ডেকে উদ্ভট একটা অনুরোধ করল, তখন একটা কথাই তার মনে হয়েছিল : ল্যাঞ্জা!

তাকে নাকি সঙ্গে করে একটা ল্যাঞ্জা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রস্তাবটা দেওয়ামাত্র সে ছ্যাৎ করে উঠেছিল। কী আজব কথা, সরকারি কাজে এ রকম ল্যাঞ্জা নিয়ে কেউ ঘোরে? তা ছাড়া এটা আইনের মধ্যে পড়ে কি না...এইটুকু ভাবার পর বাহাদুর নিজের পুলিশ-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে। আইনের মানুষ হলেও পুলিশ বেশুমার বেআইনি কাজ করে ওপরওয়ালাদের নির্দেশে। সেদিক থেকে দেখলে, তদন্তকাজে একজন বহিরাগতকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি করা কী এমন বেআইনি কাজ! আর এতে যদি কোনো আইন ভঙ্গ হয়েও থাকে, তার সব দায়দায়িত্ব পুলিশের বড়কর্তার—বাহাদুরের মতো দুই দিন পর রিটায়ারমেন্টে চলে যাবে এমন পুলিশ ইন্সপেক্টরের নয়।

স্বয়ং ডিআইজি সাহেবের হুকুম, এই কেসের ইনভেস্টিগেশনের সময় তার এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে সঙ্গে রাখতে হবে। লোকটা নাকি লেখালেখি করে। লেখালেখির প্রয়োজনেই সত্যিকারের একটা কেস খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে চাইছে। বাহাদুরের কাছে পুরো বিষয়টা দুর্বোধ্য ঠেকেছে যদিও। কী এমন লেখালেখি করে যে, পুলিশের ল্যাঞ্জা হয়ে লটকে থাকতে হবে? তা ছাড়া এই লোকের নামও শোনেনি কখনো। কিন্তু এটাও তো ঠিক, মেট্রিকুলেশন পাস দেবার পর সেই যে শেষবারের মতো নীহাররঞ্জন গুপ্তের বই পড়েছিল, তারপর কি বই নামক জিনিসটা ছুঁয়ে দেখেছে? দু-একজন বাদে দেশি কোনো লেখকের নামও সে বলতে পারবে না।

যা-ই হোক, এই ল্যাঞ্জা সঙ্গে নিয়ে কাজ করার অনুরোধটি আসলে হুকুমে ঢেঁকি গেলার মতো হলেও অল্প সময়ে বুঝতে পেরেছে, এই লোককে নিয়ে তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না। একেবারেই নিপাট ভদ্রলোক।

BOIGHAR.COM

বেশ পয়সাওয়ালাও নিশ্চয়। গায়ের জামাকাপড় আর ভাবভঙ্গি তা-ই বলে। ওসি সাহেব তাকে মজা করে বলেছিল, ডিআইজির আত্মীয়ের সাথে ভাব জমিয়ে রিটায়ারমেন্টের আগেভাগে একটা প্রমোশনও বাগিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে তার। বাহাদুর অবশ্য সে রকম দুরাশা করছে না। ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে খুব বেশি পাওয়ার আশা কখনো করে না সে। এরা শুধু নিতে জানে, দেবার বেলায় কচু।

পোলো শার্ট পরা লোকটার নাম ভুলে গেছে। কী হাসান জানি! যা-ই হোক, তার বয়স হয়েছে, নামধাম ভুলে যাওয়ার এই রোগ শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগেই। তারপরও চাইলে লোকটাকে আবার জিজ্ঞেস করে নামটা জেনে নিতে পারে কিন্তু এ রকম কোনো ইচ্ছে করছে না বাহাদুরের। লোকটা হয়তো মাইন্ড করতে পারে—কয়েকবার বলার পরও তার নাম ভুলে গেল কীভাবে! তাই 'আপনি' বলে সম্বোধন করে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

পোলো শার্ট পরা ভদ্রলোক নিজে সিগারেট না খেলেও এক প্যাকেট কিনে নিয়েছে বাহাদুরের সাথে কাজে নামার আগে। পুরো প্যাকেটটা অবশ্য ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দেয়নি, আসার পথে তার দিকে একটা শলাকা বাড়িয়ে দিয়েছে হাসিমুখে। এখন আবার একই কাজ করল।

'একটু চা খেয়ে যাই, কী বলেন?' প্রস্তাব দিল পোলো শার্ট। 'আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে।'

'চলেন তাইলে, খাই...' সায় দিল বাহাদুর। তার ধারণা, পোলো শার্ট এটা করছে তার সাথে ভাব জমানোর জন্য।

'পান খাবেন?' সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল পোলো শার্ট।

'নাহ্, চা খাওনের আগে পান খাই না।'

'কী মনে হচ্ছে?'

একটু ভেবে নিল ইন্সপেক্টর। 'ঘাপলা আছে।'

'কী রকম?'

'ওয়ালি মিথ্যা বলছে,' জোর দিয়ে বলল বাহাদুর। 'তসলিমা আর ওর সাথে কথা বলার পরই বুঝবার পারছি। আমি আবার বাচ্চাকাচ্চাদের মিথ্যা কথা ধরবার পারি খুব সহজে।'

'আর বড়দের মিথ্যে?' হেসে বলল পোলো শার্ট।

বাহাদুর ব্যাপারীও হেসে ফেলল। 'ওইটা ধরন এত সহজ কাম না।'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট। 'আসলেই সহজ কাজ না।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'ওরা কী মিথ্যে বলেছে?'

'এই যে, ছেলেটা বাড়ির বাইরে যায় নাই।'

'আপনার ধারণা ওয়ালি বাড়ির বাইরে গেছিল?'

'হ। কিন্তু ওয় এই সামান্য ব্যাপারটা অস্বীকার করল ক্যান বুঝবার পারতাছি না।'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট। 'তা ঠিক। তবে ও যদি বাড়ির বাইরে গিয়ে থাকে, সেটা কিন্তু খুব সহজেই বের করা যেতে পারে।'

অবাক হয়ে তাকাল বাহাদুর। 'ক্যামনে?'

'এখানে সিসিক্যাম আছে না, ওটা চেক করলেই তো হয়?'

সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুরের নজর গেল মেইন গেটের দারোয়ানের দিকে। কাঁচুমাচু খেয়ে একটু দূর থেকে তাদের

দেখছে সে। 'অ্যাই মিয়া, এদিকে আসো তো,' লোকটাকে ডাকল বাহাদুর।

ভীতসন্ত্রস্ত দারোয়ান ঢোঁক গিলে এগিয়ে এল তাদের কাছে।

'তোমার নাম কী?'

'সোলেমান, ছার।'

'বাহ্, সুন্দর নাম। সোলেমান পয়গম্বরের নামে নাম রাখছে...সে তো জগতের সব পশু-পক্ষীর কথা বুঝত। তুমি এখন কও তো, এই বিল্ডিংয়ে ক্যামেরা আছে কি না?'

'এইহানে কুনো ক্যামেরা নাই,' জোর দিয়ে বলল দারোয়ান।

'কও কী,' অবাক হলো বাহাদুর। 'এত বড় বিল্ডিং আর কোনো ক্যামেরা ফিট করে নাই!'

'যারা থাহে তারা না বসাইলে আমি কী করমু, ছার?' অসহায় কণ্ঠে বলল দারোয়ান।

'হ, তা তো ঠিকই কইছ,' পান চিবোতে চিবোতে বলল ইন্সপেক্টর। 'কাইল বিকালে তো তুমি ডিউটি দিছ, না?'

'হ, ছার।'

'চাইর তলার সাদুল্লাহ সাবের ছেলে বিকালে কখন বাড়ি থেইকা বাইর হইছিল, কও তো?'

দারোয়ান সতর্ক হয়ে উঠল এবার। গাল চুলকাতে শুরু করল সে। 'ছার, কত মানুষজন বাইর হয় ঢোকে...আমার কি খিয়াল থাহে, কন?'

পান চিবোতে চিবোতে দারোয়ানের দিকে তাকাল বাহাদুর। 'খিয়াল তাইলে কই থাকে? তোমার কাম তো মিয়া একটাই—কে আইলো আর কে গেল—খিয়াল থাকব না ক্যান?' একটু থেমে আবার বলল, 'আর ঘটনাটা তো এক মাস আগের না...কাইলকার...এত জলদি ভুইলা গেলা?'

দারোয়ান কাঁচুমাচু খেল। তার মধ্যে ভয় আর সতর্কতা দুটোই দেখা যাচ্ছে।

বাহাদুর তাকে কিছু বলতে যাবে অমনি দেখতে পেল পোলো শার্ট রাস্তার ওপারে কী যেন খুঁজছে। 'কী দেখতাছেন?'

'আসেন আমার সাথে,' কথাটা বলে রাস্তা পার হতে উদ্যত হলো সে। 'এই বেচারা কিচ্ছু বলবে না। চাকরি হারাবার ভয় আছে।' কথাটা বলেই রাস্তা পার হয়ে গেল।

'ঘটনা কী?' বাহাদুরও রাস্তা পার হয়ে সঙ্গীর কাছে এসে জানতে চাইল। 'কই যাইতাছেন?'

বাহাদুরের কথার জবাব না দিয়ে পোলো শার্ট বলল, 'এখানে একটা সিসিক্যাম দেখা যাচ্ছে...' ওয়ালিদের বিল্ডিংটার ঠিক বিপরীতে, রাস্তার ওপারে 'মায়াকানন' নামের একটি ছয়তলার বিল্ডিংয়ের মেইন গেটের ওপরে ইঙ্গিত করল সে। যেতে যেতে বলল, 'ধানমন্ডির এই এলাকায় কদিন আগে একটা বিশাল গাছ পড়ে এক ফিল্ম ডিরেক্টর মারা যায়...পুরো দৃশ্যটা কোনো এক বাড়ির সিসিক্যামে ধরা পড়েছিল।'

বাহাদুর চোখ কুঁচকে ভালো করে তাকাল সেদিকে। সত্যি একটা সিসিক্যাম দেখা যাচ্ছে। 'কিন্তু এইটা দিয়া কি এই বাড়ির মেইন গেট দেখা যাইব?'

'মনে হচ্ছে যাবে...' পোলো শার্ট ক্যামেরার অবস্থান আর ওয়ালিদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে বলল।

'কন কী,' আনমনেই বলে উঠল ইন্সপেক্টর। 'চলেন তাইলে...দেখি কী পাওয়া যায়।'

BOIGHAR.COM

৪

বিশ মিনিট পর মায়াকানন থেকে বের হয়ে এল ইন্সপেক্টর বাহাদুর ব্যাপারী আর পোলো শার্ট। দুজনেরই চোখেমুখে একধরনের পরিতৃপ্তি।

পুলিশের পরিচয় দেওয়ামাত্রই মায়াকাননের মেইন গেটে থাকা সিসিক্যামের ফুটেজ দেখার ব্যবস্থা করে দেয় ওখানকার কেয়ারটেকার। ডিজিটাল বিষয়ে পোলো শার্টের জানাশোনায় মুগ্ধ হয়েছে বাহাদুর। খুব দ্রুত ফুটেজ ঘেঁটে গতকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যা সাতটা-আটটা পর্যন্ত ফুটেজ চেক করে দেখিয়েছে সে। আর তাতে একটা সত্য বেরিয়ে এসেছে—শুধু ওয়ালিই না, তার মা-ও মিথ্যে বলেছে।

সন্ধ্যার পরপর, সাড়ে ছয়টার দিকে ওয়ালির মা প্রথমে বাড়ি থেকে বের হয়। তার ঠিক পাঁচ-ছয় মিনিট পর বের হয় ওয়ালি। ফুটেজ বলছে, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট পরই ওয়ালি আবার বাড়িতে ফিরে আসে। তার মিনিটখানেক পর ফিরে আসে তার মা।

এটা এমন কোনো ঘটনা নয়। মানুষজন বাড়ি থেকে যেকোনো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বের হতেই পারে। কিন্তু ওয়ালি এবং তার মা এটা অস্বীকার করায় ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার তাড়না অনুভব করছে ইন্সপেক্টর।

'পুলিশের ভয়ে মিথ্যে বলেছে,' মায়াকানন থেকে বের হয়ে বলল পোলো শার্ট। 'খুনের কথা শুনে ভড়কে গেছে হয়তো।'

'হুম,' মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'এইটা যদি খালি ওই ছেলেটা কইত তাইলে ঠিক ছিল কিন্তু ওর মা ক্যান মিথ্যা বলতে যাইব?'

পোলো শার্ট কাঁধ তুলল। 'বুঝতে পারছি না।' একটু ভেবে আবার বলল সে, 'আপনি কি ওই মহিলাকে আবার জিজ্ঞেস করবেন?'

'হুম। তয় হের হাজব্যান্ডের প্রেজেন্সে না। কাইল দুপুরের দিকে আবার আসুম...তখন জিগামু।'

'এখন কেন জিজ্ঞেস করবেন না?'

পোলো শার্টের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর বাহাদুর ব্যাপারী। বললে অনেক কিছুই বলা যায়, তার দীর্ঘ পুলিশ-জীবনের অভিজ্ঞতা বলে, এ রকম সামান্য একটা কাজও পুরো পরিবারে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সূচনা করতে পারে দাবানলের ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ।

'অনেক ব্যাপার আছে...বুঝলেন। পরে বলবনে।'

পোলো শার্ট বুঝল কি বুঝল না বোঝা গেল না, শুধু মাথা নেড়ে সায় দিল আলতো করে। 'ওয়ালি আর তার মা কার সাথে দেখা করার জন্য বের হয়েছিল, এটাও কিন্তু বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে।'

বাহাদুর চেয়ে রইল পোলো শার্টের দিকে। 'এইভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়া...?'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট। 'আমরা দেখেছি ওয়ালি আর তার মা কোন রাস্তা দিয়ে চলে গেছে...আমার ধারণা, ওই রাস্তায় যতগুলো বাড়ি আছে তার অনেকগুলোতেই সিসিক্যাম আছে। ওগুলো চেক করে দেখতে পারি আমরা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাহাদুর। আজকালকার

তদন্তগুলো কেমন জানি বদলে যাচ্ছে। ফেসবুক, ইন্টারনেট, সিসিক্যাম, এসব ঢুকে পড়ছে প্রায় প্রতিটি কেসে। তার কাছে এগুলো বহু দূরের জিনিস বলে মনে হয়। এখনো এভাবে তদন্ত করতে অভ্যস্ত হতে পারেনি সে। চাকরিজীবনের শেষে এসে এইসব নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার ইচ্ছেও করে না।

'এত কিছু করনের দরকার কী,' অবশেষে বাহাদুর বলল। 'কাইল ওয়ালি আর তার মায়েরে পুছতাছ করলেই তো জানা যাইব।'

'কিন্তু তারা যদি আবার মিথ্যে বলে?'

পোলো শার্টের দিকে চেয়ে রইল ইন্সপেক্টর।

'আমার মনে হয় তাদের আবার জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে সিসিক্যামগুলো পরীক্ষা করে দেখাই ভালো হবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল বাহাদুর ব্যাপারী, 'তাইলে চলেন...'

৫

দুই ঘণ্টা ধরে প্রায় চারটা বাড়ির সিসিক্যাম ঘেঁটে যা পাওয়া গেল, সেটা তদন্তের জন্য কতটা মূল্যবান হতে পারে বাহাদুর জানে না, তবে ওয়ালির মা যে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিল, আর ওয়ালি দেখা করেছিল এক বাইকার ছেলের সাথে, সেটা স্পষ্ট।

নিজেদের ফ্ল্যাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে ওয়ালির মা ধানমন্ডির এক নির্জন রাস্তায় যে ভদ্রলোকের সাথে দেখা করেছে, তাকে দেখে সুবিধার বলে মনে হয়নি। আর বাইকার ছেলেটার ভাবসাবও ভালো না। ওয়ালির সাথে দেখা হবার পরই তাকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছিল।

মা-ছেলে দুজনই প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট পর ফ্ল্যাটে ফিরে আসে। তবে মায়ের ফিরে আসার অল্প কিছুক্ষণ আগেই বাইকে করে ফিরে আসে ওয়ালি।

'মা ছেলে দুজনই বাইরে গেছিল...আর সেইটা আমাগো কাছে লুকাইছে,' একটা টং দোকানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল বাহাদুর ব্যাপারী।

মাথা নেড়ে সায় দিলেও পোলো শার্ট একটু ভেবে বলল, 'আমার অবশ্য মনে হচ্ছে না এই ছেলে এ রকম কাজ করেছে।'

'ক্যান মনে হইতাছে না?' বাহাদুর জানতে চাইল।

'ওয়ালি বাড়ির বাইরে গেলেও বেশি সময়ের জন্য কিন্তু যায়নি...মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ মিনিটের মতো হবে।'

'পঁচিশ-ত্রিশ মিনিটে অনেক কিছু করা যায়।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল পোলো শার্ট।

'ওয়ালিদের বাসা থেইকা ক্রাইম সিন কত দূরে, জানেন?' জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল সে, 'সাত-আট মিনিটের।'

'তাহলে তো আসা-যাওয়া করতেই সময় চলে যাবে...খুন করবে কখন?'

'যদি বাইক দিয়া যায় তাইলে সময় আরও কম লাগব।'

পোলো শার্ট কথাটা শুনে অবাক হলো। 'এই সময়ের মধ্যে খুন করা কি সম্ভব? তা-ও আবার দুজন মানুষকে?'

BOIGHAR.COM

'সম্ভব কি না সেইটা আমাগো দেখতে হইব। আগে থেইকা কিছু ভাইবা বইসা থাকলে হইব?'

পোলো শার্ট চুপ মেরে গেল। এ কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার উপায় নেই।

'তা ছাড়া নিজে কাজটা করবার না পারলেও অন্য কাউরে দিয়া যে করায় নাই তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি আপনে দিবার পারেন না।'

'আপনি সন্দেহ করছেন, ছেলেটা তার বন্ধুবান্ধব দিয়েও এ কাজ করাতে পারে?'

'করাতেই পারে। আইজকাইলকার অল্প বয়সী পোলাপানগো ক্রিমিনাল রেকর্ড দেখলে আপনে তব্দা খায়া যাইবেন।'

পোলো শার্ট মাথা নেড়ে সায় দিল।

'তয় কেসের প্রাইমারি স্টেজে আমি সবতেরেই সন্দেহ করতাছি...খালি পোলাটারে না।'

'সবাইকে মানে?'

মুচকি হাসল ইন্সপেক্টর। 'ছেলেটার বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব, ভিকটিমের বন্ধুবান্ধব, ক্লাসমেট, সবতেরে।'

কাঁধ তুলল পোলো শার্ট।

'খুন হইলে ভিকটিমের চাইরপাশে যারা থাকে তাগোর সবতেরে সাসপেক্ট করা লাগে...আস্তে আস্তে একজন-দুজন কইরা বাদ দিতে দিতে শেষে গিয়া আসল ক্রিমিনাল বাইর হয়।'

'প্রসেস অব এলিমিনেশন,' আপনমনে বিড়বিড় করে মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট।

পান খাওয়া লালচে দাঁত বের করে সম্মতি দিল বাহাদুর। এসব কেতাবি কথার সাথে সে-ও পরিচিত; পার্থক্য হলো, কথায় কথায় এসব শব্দ ব্যবহার করার বাতিক তার নেই।

'তবে ছেলেটাকে দেখে আমার মনে হয়নি ওর পক্ষে এ রকম কাজ করা সম্ভব,' নিজের অভিমত আবারও জানাল পোলো শার্ট।

'আপনে পুলিশে চাকরি করলে এই কথা কইতে পারতেন না,' সদা হাস্যময় মুখেই বলল বাহাদুর, 'আপনের মন নরম, আমাগোর মতো কঠিন হয় নাই এখনো।'

'আপনার মনে হচ্ছে, ওই ছেলে এ রকম কাজ করতে পারে?'

'অনেক ডরফুক মানুষও এমন কাজ কইরা ফালায় যে আপনে বিশ্বাস করবার পারবেন না।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমার প্রথম কেসটা আছিল একটা চুরির কেস...এক পোলারে সন্দেহ করলাম, কিন্তু তারে পুছতাছ করার সময় আমার মনে হইলো বেচারা নিরীহ। এই কাজ সে করতেই পারে না। পরে দেখি চুরিটা সে-ই করছে।'

কথাটার সাথে সায় না দিয়ে পারল না পোলো শার্ট। প্রচুর গল্প-উপন্যাস আর কেস স্টাডি পড়েছে সে, সেখানে এ রকম বিস্তর ঘটনাও ছিল। তারপরও, ওয়ালি নামের ছেলেটাকে দেখে তার মনে হচ্ছে না, কাজটা সে করেছে। বারো মিনিট ধরে যে ছেলে এক মাদকাসক্ত সহপাঠীর চড়-থাপ্পড় হজম করে গেল, একটুও প্রতিরোধ করল না, তার পক্ষে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়াটা অসম্ভব। তারপরও সে জানে, বাস্তব হলো কল্পনার চেয়েও বেশি বিস্ময়কর। আসলে কী ঘটেছে, সেটা তদন্ত শেষ হলেই জানা যাবে।

পথের পাশে একটা টং দোকানের সামনে চলে এল তারা দুজন। বাহাদুরের পুলিশ ইউনিফর্ম খুব তাড়াতাড়ি দোকানির মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হলো।

'দুই কাপ চা, একটা চিনি ছাড়া,' পোলো শার্ট বলল।

'আপনের কি ডায়াবেটিস আছেনি,' বাহাদুর ব্যাপারী জানতে চাইল। তার চোখেমুখে একটু বিস্ময়ও লেগে আছে।

'আরে না, আমি এমনিই চায়ে চিনি খাই না...ভালো লাগে না,' হেসে বলল পোলো শার্ট।

'ও।' মুখ থেকে পানের অবশিষ্ট যা ছিল ফেলে দিল সে। 'আমি আগে তিন-চাইর চামচ চিনি ছাড়া চা মুখে দিতাম না। দুই বছর আগে ডায়াবেটিস ধরা পড়নের পর থেইকা চিনি কমায়া দিসি।'

'আপনার তো চিনি খাওয়াই উচিত না।'

'পাইনসা চা খাইতে ভালা লাগে না,' হেসে বলল বাহাদুর।

কথাটা শুনে মুচকি হাসল পোলো শার্ট। 'আচ্ছা, আপনি আর কাকে কাকে সন্দেহ করছেন?'

'ভিকটিমের বাবা তো ওয়ালি আর তার বাপেরে সন্দেহ করতাছে। আমি সন্দেহ করতাছি ভিকটিমের সাথে পরিচয় আছে এইরকম সব মানুষরেই...এমন কি ওয়ালির মায়েরেও।'

'বলেন কী!' অবাক হলো পোলো শার্ট। 'একজন মা এ কাজ করবে?'

'কখনো বাচ্চাওলা মুরগি দেখলে আপনে এতটা অবাক হইতেন না।'

'সেটা আবার কী?'

হেসে ফেলল বাহাদুর ব্যাপারী। 'মুরগি এমনিতে নিরীহ প্রাণী...তয় বাচ্চাগোর ব্যাপারে খুবই কঠিন। এক্কেবারে জানবাজি দিয়া দিব। কেউ যদি তার বাচ্চার কোনো ক্ষতি করবার চায়, সে আর মুরগি থাকব না...বাঘ হয়া যাইব। তহন যদি আপনি মা মুরগিরে দেখেন...অবাক হইবেন।'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট। 'বাচ্চাদের ব্যাপারে তাহলে মুরগি খুবই ওভার প্রটেক্টিভ?'

'হ।' একটু থেমে আবার বলল ইন্সপেক্টর, 'মায়ের জাত সব একরকমই হয়—মুরগিই হোক আর মানুষ...সব একরকম।'

পোলো শার্ট কিছু বলল না।

'আচ্ছা, আপনে কি ভিডিওটা দেখছেন?' ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল তাকে।

'কোন ভিডিওর কথা বলছেন? প্রথমটা, নাকি পরেরটা?'

'পরেরটা...মাফ চাইছে যেইটাতে।'

'হুম, দেখেছি।'

'আপনের কী মনে হয়?'

একটু ভেবে নিল সে। 'ছেলেটা বুজ্‌ড ছিল।' বাহাদুর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে ব্যাখ্যা করল সঙ্গে সঙ্গে, 'মানে, ড্রাগ নেওয়া ছিল।'

'হ,' মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'পোলাটা ড্রাগ নিত। ওয়ালিরে মারপিট করবার সময়ও ড্রাগ নিয়া চুর হয়া ছিল...মাফ চাওনের ভিডিওটা করার সময় তো একেবারেই বেদিশা অবস্থা।'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট।

'জুলকারনাইন পোলাটা হুট কইরা মাফটাফ চাইল ক্যান বুঝবার পারতাছি না।'

'অনুশোচনা থেকে হয়তো,' অনুমান করে বলল পোলো শার্ট। 'অ্যাডিক্টেড ছেলেপেলেরা ইমোশনালি খুব ফ্র্যাজাইল হয়। হুট করে যেমন রেগেমেগে বিশাল কিছু করে ফেলে

BOIGHAR.COM

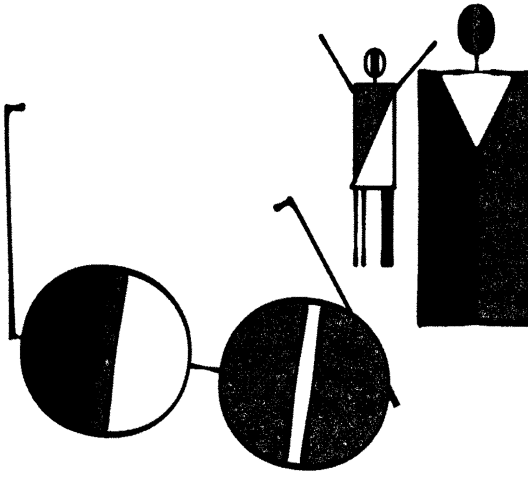

আবার ভেঙে পড়তেও সময় লাগে না ওদের।'

'আপনে বলতে চাইতাছেন, নেশাখোরগো আবেগ বেশি?' ভুরু কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাহাদুর ব্যাপারী।

'আমি সেটা বলিনি। আমি বলতে চাইছি, ওদের ইমোশনটা ওদের কন্ট্রোলে থাকে না। মানে, আনস্টেবল থাকে...এই মেঘ এই রোদ।'

'হুম,' মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'তা ঠিক কইছেন।'

এমন সময় দোকানি চা বাড়িয়ে দিলে দুজনেই নিজেদের কাপ হাতে নিয়ে নিল।

'আবার এমনও হতে পারে, খুনি ওকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে,' চায়ে চুমুক দিয়ে বলল পোলো শার্ট।

'তাইলে তো খুনি একজন হইব না...' বাহাদুরও চুমুক শেষ করে বলল। 'ঘরে দুইজন আছিল...দুইজনরে আটকায়া রাইখা জোর কইরা ভিডিও করাইতে, খুন করতে কইলাম তিন-চাইরজন মানুষ লাগনের কথা?'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট।

'তয় আমার কাছে মনে হয় না খুনি এতজন ছিল...একজনই আছিল...বুঝলেন?'

'আপনার কেন এটা মনে হলো?'

'এতগুলা পোলাপান বাড়িতে ঢুকলে অনেকেই দেখত। সেই রকম কিছু দেখে নাই কেউ।'

পোলো শার্ট চেয়ে রইল। কিছু একটা ভাবছে। 'লাশ দুটো কি একই ঘরে পাওয়া গেছে?' জানতে চাইল।

'না। দুইটা দুই ঘরে পইড়া আছিল।'

'আর তারা দুজনেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল...তাই না?'

'হ।' চায়ে চুমুক দিয়ে বলল বাহাদুর। 'ঘরে ইয়াবা খাওনের জিনিসপাতি পাওয়া গেছে। কয়েকটা ইয়াবাও

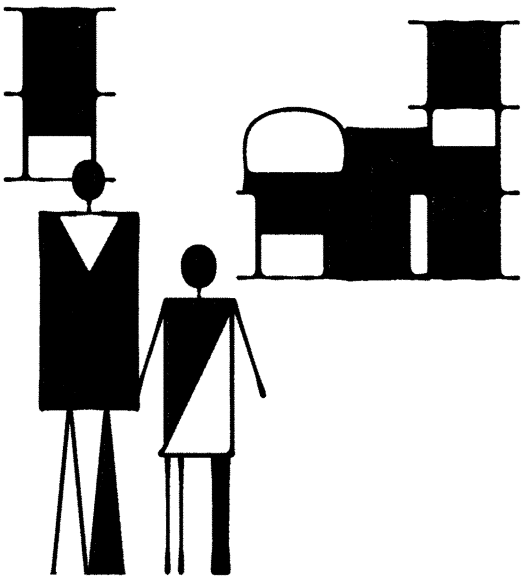

পাইছি জুলকারনাইনের পকেট থিকা।'

পোলো শার্ট একটু ভেবে চায়ে চুমুক দিল। ভালো করেই জানে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে বেশ ভালোভাবেই ইয়াবার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

'এই জন্যেই কইতাছি, খুনি একজনই আছিল। এক-এক কইরা খুন করছে। আলামত কিন্তু তা-ই কয়।'

'হুম। তাহলে একজনের পক্ষে এটা করা সম্ভব।' পোলো শার্ট একটু থেমে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, সেকেন্ড ভিডিও আপলোড হবার কতক্ষণ পর খুন হয়েছে, সেটা কি বের করতে পেরেছেন?'

মুখে চা নিয়ে মাথা দোলাল ইন্সপেক্টর। 'আমি তো আপনের মতো এইসব ইন্টারনেট-ফিন্টারনেট ভালা বুঝি না...কারোর হেল্প নিতে হইব।'

'ভিডিওটা কখন আপলোড হয়েছে সেটা বের করার জন্য?' পোলো শার্ট অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'হুম।'

'আরে, এটা তো আমি এখনই বলে দিতে পারব। এটা আর এমন কী।'

অবাক হলো পুলিশ ইন্সপেক্টর। 'কন কী! এত সহজ?'

'হ্যা।' কথাটা বলেই পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে টাচস্ক্রিনে আঙুল চালাতে শুরু করল পোলো শার্ট। তার কাজকর্ম বিস্ময়ের সাথে দেখে গেল পাশে বসে থাকা বাহাদুর ব্যাপারী। 'এটা আপলোড করা হয়েছে...' আরেকটু সময় নিল পোলো শার্ট, '...উমমম, সাতটা সাত মিনিটে।'

চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর ব্যাপারী। এই লেজটা যে তদন্তের কোনো উপকারে আসতে পারে তার ধারণাই ছিল না।

'ছেলেটা খুন হয়েছে কখন?'

BOIGHAR.COM

পোলো শার্টের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর। 'পুলিশ জানবার পারছে সাতটার পরপরই। পাশের ফ্ল্যাটের এক লোক থানায় ফোন দিয়া খবরটা দিছিল।'

'বলেন কী?' আগ্রহী হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের সঙ্গী। 'তাহলে তো সময়টা বের করা যাবে।'

অবাক হয়ে তাকাল বাহাদুর। 'কিসের সময়ের কথা বলতাছেন?'

'মানে, খুন হওয়ার একজ্যাক্ট সময়টা কিন্তু খুব সহজেই বের করা যাবে।'

কপালে ভাঁজ ফেলে সঙ্গীর দিকে চেয়ে রইল বাহাদুর।

'যে লোক পুলিশকে ফোন করে হত্যার খবরটা দিয়েছে, তার ফোন চেক করলেই জানা যাবে কখন কলটা করেছিল সে।'

বাহাদুর বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে সায় দিল। তাদের থানার যে ফোনে কল দিয়েছিল, সেটা ল্যান্ডফোন...কল লিস্টের বালাই নেই সেখানে। কিন্তু যে ফোন দিয়েছে সে মোবাইল ফোন থেকেই দিয়েছে...ওটাতে কল হিস্ট্রি থাকবে।

'পুলিশকে পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক ঠিক কখন ফোন করেছে, সেই সময়টা এখন জানা খুবই জরুরি।'

'এইটা আইজকাই বাইর করন যাইব...কঠিন কিছু না,' বাহাদুর বলল। গম্ভীর হয়ে একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। আরও একবার বুঝতে পারল, দিন দিন তদন্তের প্রক্রিয়া মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট আর ফেসবুককেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। তার মতো লোকজন এসব জিনিস অত ভালো বোঝেও না।

৬

ওয়ালিদের বাড়ির পরিবেশ গত দুই দিনে যেমনটা ছিল এখন তার চাইতেও বেশি থমথমে। দুই দিন আগে যে ছেলেটাকে হাতের কাছে পেলে খুন করবেন বলে হুংকার দিয়েছিলেন তার বাবা, দুই দিন পর সেই ছেলের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে কেমন চুপসে গেছেন ভদ্রলোক।

বাসা থেকে পুলিশ চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরও বাড়ির বাসিন্দারা কেউ কারও সাথে কথা বলেনি। ওয়ালির বাবা চুপ মেরে বসে থাকেন ড্রয়িংরুমে। ভদ্রলোককে তখন পাথরের মূর্তির মতোই লাগছিল।

ওয়ালির শান্তশিষ্ট স্বভাবের মা আরও চুপ মেরে যায়। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ওয়ালি দেখেছে, বুচিকে আলগোছে ডেকে নিয়ে তার মা যেন কী বলেছে নিচু কণ্ঠে। সেসব কথা ওয়ালি শুনতে পায়নি নিজের ঘরে বসে। তার নিজের অবস্থা এতটাই বেগতিক যে, অন্যের ফিসফিসানি নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছে না। কেন যে পুলিশকে মিথ্যে বলতে গেল—এই আক্ষেপে কাটছে তার সময়গুলো।

তার বাবার সামনে যদি পুলিশ এই প্রশ্নটা না করত, তাহলে সোজাসাপ্টা বলে দিত সত্যটা। সেই সত্য তাকে বিপদে ফেলতে পারত না, তবে তার মাকে ঝামেলায় ফেলত। রাহাত আঙ্কেলকে নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে তিক্ততা শুরু হয়ে যেত আবার।

কিন্তু নিজের ঘরের জানালা দিয়ে নিচের রাস্তায় ওই দুজন পুলিশকে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের উল্টো দিকের বাড়িতে ঢুকতে দেখার পর বুঝতে পারছে, বিরাট বড় একটা ভুল করে ফেলেছে। ওখানে ওরা কেন গিয়েছে, ওয়ালি বুঝতে পারছে। তাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে কোনো সিসিক্যাম এখনো বসানো হয়নি, তবে উল্টো দিকের ভবনের ভেতরে-বাইরে সিসিক্যাম রয়েছে। ওয়ালির ধারণা, পুলিশের লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করেনি। তারা আশপাশের সিসিক্যাম দেখে নিশ্চিত হতে চাইছে, আসলেই গতকাল ওয়ালি বাড়ির বাইরে গিয়েছিল কি না।

নিজের হৃৎস্পন্দন টের পেল সে।

৭

হাজারীবাগের গজমহল নামক ঘিঞ্জি এলাকাটি পুরান ঢাকারই অংশ, যদিও ধানমন্ডির মতো অভিজাত এলাকার সাথে গা ঘেঁষেই এর অবস্থান।

এখানকার চারতলার একটি বাড়ির দোতলার এক ফ্ল্যাটে খুন হয়েছে জুলকারনাইন আর তার মাদক ব্যবসায়ী বন্ধু।

বাহাদুর ব্যাপারীর সাথে পোলো শার্ট এখন চলে এসেছে সেই ক্রাইম সিনে। তবে তাদের উদ্দেশ্য ক্রাইম সিন দেখা নয়, পাশের ফ্ল্যাটের যে লোকটা পুলিশকে ফোন করে খবর দিয়েছিল, তার সাথে কথা বলা। ওই লোক আরও দুই বন্ধুর সাথে শেয়ার করে ফ্ল্যাটটা। তারা সবাই চাকরিজীবী। ভদ্রলোক এ সময় অফিসে থাকায় তার সাথে দেখা করা সম্ভব হলো না কিন্তু বাহাদুরদের ভাগ্য ভালো, ফ্ল্যাটের একজন বাসিন্দা আজকে অফিসে যায়নি সকাল থেকে পেট খারাপ বলে। সেই লোকই কলারের ফোন নাম্বারটা দিল ইন্সপেক্টরকে।

বাহাদুর সেই নাম্বারে ফোন দিয়ে নিজের পরিচয় দিল। ভদ্রলোককে অনুরোধ করল, সে যেন নিজের ফোনটা চেক করে দেখে ঠিক কখন পুলিশকে ফোন দিয়ে হত্যাকাণ্ডের খবরটা দিয়েছিল।

ফোনের ওপাশে থাকা ভদ্রলোকের জন্য এই তথ্যটা দিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল।

৭ : ০২!

তথ্যটা পেয়ে পোলো শার্ট আর বাহাদুর কিছুক্ষণের জন্য থ বনে গেল।

'জুলকারনাইন যদি নিজে ভিডিও করে থাকে, তাহলে ও খুন হবার পর ভিডিওটা আপলোড করল কীভাবে?'

পোলো শার্টের কথায় স্থিরচোখে চেয়ে রইল ইন্সপেক্টর বাহাদুর।

'ভিডিওটা আপলোড হয়েছে সাতটা সাতে...জুলকারনাইন তার বন্ধু...ওরা তো দুজনই খুন হয়েছে। তাহলে ভিডিওটা আপলোড করল কে?'

'হুম,' বাহাদুর ব্যাপারীকে চিন্তিত দেখাল। 'খুনি করছে তাইলে...আর কে!'

সায় না দিয়ে পারল না পোলো শার্ট।

'তাহলে ভিডিওটা কোন আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে

BOIGHAR.COM

আপলোড করা হয়েছে, সেটা বের করতে পারলে কিন্তু তদন্ত অনেক দূর এগিয়ে যাবে।'

বাহাদুর কিছু বলল না।

'আপনারা, মানে ল-ইনফোর্সমেন্ট এজেন্সি কিন্তু খুব সহজেই বের করতে পারে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল ইন্সপেক্টর। 'র‍্যাবের কাছে এই টেকনোলজি আছে। বিটিআরসিও মনে হয় খোঁজ দিবার পারব।'

'জুলকারনাইনের ফোন নাম্বারটার খোঁজ পেলেও কিন্তু কাজটা সহজ হয়ে যাবে।'

'সে আত্মগোপনে থাকনের সময় ফোন ইউজ করে নাই। অ্যালার্ট ছিল খুব।'

'হুম। আজকাল যে খুব সহজে ফোন ট্র্যাক করে আসামি ধরা যায়, এটা সে জানত।'

'তাইলে খুনি নিজের ফোন থেইকাই ভিডিওটা করছে...আপলোড দিছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট। 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আচ্ছা, অন্য ছেলেটার ফোন কি আপনারা রিকভারি করতে পেরেছিলেন?'

'হুম। ওইটা ওর পকেটেই আছিল।'

'ওই ফোন থেকে কিছু পাননি?'

ঠোঁট উল্টে মাথা দোলাল বাহাদুর। 'তেমন কিছু পাই নাই।'

তারা দুজনই কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল জুলকারনাইন যে ফ্ল্যাটে খুন হয়েছে, সেটার বন্ধ দরজার সামনে।

'আপনে কি ক্রাইম সিনটা দেখবার চান?' জানতে চাইল বাহাদুর।

কাঁধ তুলল পোলো শার্ট।

বাহাদুর পকেট থেকে চাবি বের করে সেই দরজার তালাটা খুলে ফেলল।

ফ্ল্যাটে ঢুকতেই বোঁটকা একটা গন্ধ নাকে এল পোলো শার্টের। তবে সে নিশ্চিত, এটা লাশের গন্ধ নয়। এখানে যে দুজন খুন হয়েছে, তাদের হত্যা করা হয়েছে শ্বাসরোধ করে। আর খুনের পরপরই লাশ পুলিশ নিয়ে গেছে। সুতরাং দুর্গন্ধের কারণ বাড়ির সাবেক বাসিন্দার নোংরা স্বভাব, মাদকদ্রব্য আর দুই দিন ধরে তালাবদ্ধ থাকাই দায়ী—নিজেকে প্রবোধ দিল লেখক। অথচ তার অসংখ্য লেখায় ক্রাইমসিনের বর্ণনা আছে। বাস্তবিক কোনো ক্রাইমসিনের অভিজ্ঞতা যদিও এই প্রথম।

'বাতাসে এখনো ইয়াবার গন্ধ ভাসতাছে,' বাহাদুর বলল।

সায় দিল পোলো শার্ট, 'হুম।'

'এইখানে আসলে দেখার মতো কিছু নাই,' ইন্সপেক্টর কোমরের বেল্টটা ঠিক করে নিয়ে বলল।

দুই ঘরের এই ফ্ল্যাটটা তারা দুজন আবার ঘুরে দেখল। কোনো খাট বা পালঙ্ক নেই, একটা ঘরে আছে ফ্লোর ম্যাট্রেস। সিগারেটের অ্যাশট্রে আর পানির বোতল-গ্লাস যেভাবে ছিল, সেভাবেই পড়ে আছে।

'এইখানে পাইছি জুলকারনাইনের লাশটা,' ম্যাট্রেসের দিকে ইঙ্গিত করে বলল বাহাদুর। 'আর পাশের ঘরে একটা পুরোনো সোফার ওপরে পাইছি অন্য পোলাটার লাশ।'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট। 'খুনির কোনো আলামত পাননি এখানে?'

ঠোঁট ওল্টাল বাহাদুর ব্যাপারী। 'না। তয় ফরেনসিক টিম খুঁইজা দেখব এইটা। ওগোরে রিকুয়েস্ট করছি...কাইল

হয়তো আইব...এই কাম তো থানা-পুলিশের না।'

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখল পোলো শার্ট। 'এই ফ্ল্যাটটা যে ছেলে ভাড়া নিয়েছিল, তার সম্পর্কে কতটুকু জানা গেছে?'

'বাড়িওয়ালা তেমন কিছু জানে না,' জবাব দিল বাহাদুর। 'আলতাফ বাবু নামের এক পোলা ভাড়া নিছিল। সে নাকি বলছে গার্মেন্টিসে কাজ করে...' একটু থেমে আবার বলল, 'মালিক এর বেশি কিছু জানে না।'

'বাড়ির মালিক কি এখানেই থাকে?'

মাথা দোলাল বাহাদুর। 'সে থাকে মিরপুরে।'

'খুনি যদি একজন হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে সে আগে থেকেই জানত এই বাসায় কে কে আছে...দুজন যে দুই ঘরে ছিল, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল, সেটাও জানত আগে থেকেই।'

'হুম,' বাহাদুর ব্যাপারী ঘরের আশপাশে তাকাল।

'জুলকারনাইনের সাথে যে ছেলেটা খুন হয়েছে, তার বয়স তো একটু বেশি...ইয়াবার ডিলার ছিল...তার সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোনো তথ্য নেই? অনেক ক্রিমিনালের ব্যাপারে থানা-পুলিশের কাছে তথ্য থাকে তো?'

'তা তো থাকেই। ওই পোলাটার ব্যাপারেও ইনফরমেশন আছিল...ইয়াবা ডিলার...দুবার ধরা পড়ছিল...এইটুকুই।'

'তাহলে তো খুব বেশি ইনফরমেশন নেই,' আপনমনেই বলল পোলো শার্ট।

বাহাদুর এ কথার কোনো জবাব দিল না। 'এই কেসে আমাগো আগে বাইর করতে হইব, এইটা কি প্ল্যান কইরা করা হইছে, নাকি হুটহাট কইরা করা হইছে—সেইটা।'

মাথা নেড়ে সায় দিল পোলো শার্ট।

'একজন ভিকটিম ইয়াবা ডিলার...তার লগে ড্রাগ ব্যবসায়ীদের কোনো সমস্যা আছিল কি না, এইসবও দেখা দরকার।'

'আপনি মনে করছেন, বিষয়টা ড্রাগ-সংক্রান্তও হতে পারে? ওয়ালিকে মারপিট করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই...ওই ঘটনাটা কাকতালীয় ব্যাপার?'

'এইটার চান্স তো আছেই, আছে না?'

'তা আছে,' সায় দিতে বাধ্য হলো পোলো শার্ট।

'কাইল ওয়ালি আর তার মায়েরে পুছতাছ করুম।'

'তাহলে আজকে আর কোনো কাজ নেই?'

'নাহ্, নাই।' গম্ভীর হয়ে বলল বাহাদুর।

৮

পরদিন ওয়ালিদের বাসায় দ্বিতীয়বারের মতো গেল বাহাদুর আর তার সঙ্গী। কলিংবেলে টিপ দিতেই টের পেল দরজার ওপাশে কেউ পিপহোল দিয়ে তাদের দেখছে। পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেলেও কারোর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বেল টিপেছে বাহাদুর ব্যাপারী। হয়তো ওয়ালির মা তার স্বামীকে ফোন করে জানাচ্ছে আবারও পুলিশ এসেছে বাড়িতে।

পাঁচটা মিনিট ধৈর্য ধরেই দাঁড়িয়ে থাকল বাহাদুর। তার পাশে বসা গতকালকের পোলো শার্ট আজকে সাদা শার্ট

BOIGHAR.COM

আর কালচে নীল রঙের প্যান্ট পরেছে।

অবশেষে দরজাটা যখন খুলে দিল, দেখা গেল কাজের মেয়ে বুচি না, ওয়ালির মা-ই দাঁড়িয়ে আছে চোখেমুখে ভয়ার্ত অভিব্যক্তি নিয়ে।

'আ-আবার কেন এসেছেন আপনারা?' একটু তোতলাল ভদ্রমহিলা।

'একটু জরুরি আলাপ আছিল,' বাহাদুর বলল।

ওয়ালির মা ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। 'ক-কিসের আলাপ?'

'সেইটা না-হয় ঘরে বইসাই বলি,' বেশ অমায়িকভাবে বলল ইন্সপেক্টর।

'ও,' বুঝতে পেরে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল ভদ্রমহিলা। 'ভেতরে আসুন।'

বাহাদুর গতকাল যেখানে বসেছিল, সেখানেই বসল সঙ্গীকে নিয়ে, কিন্তু ওয়ালির মা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

'আপনে কি ওয়ালির বাবারে ফোন কইরা বলছেন আমরা আবার আসছি?'

বাহাদুরের প্রশ্নটা শুনে কাঁচুমাচু খেল মহিলা। 'বাসায় আবার পুলিশ এসেছে...ওকে জানাব না?'

'উনি কী বললেন?'

ঢোঁক গিলল ওয়ালির মা। 'বলল, এক্ষুনি বের হচ্ছে...বাসায় চলে আসবে।'

'ওহ্,' একটা আক্ষেপ বেরিয়ে এল বাহাদুরের ভেতর থেকে। 'তা, ওনার অফিস কই?'

'রামপুরায়,' ছোট্ট করে বলল মহিলা।

হাঁফ ছাড়ল ইন্সপেক্টর। 'যাক, ওনার আসতে একটু সময় লাগব। এই ফাঁকে আপনের সাথে জরুরি আলাপটা সাইরা ফালাই।'

ওয়ালির মা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। 'কিসের জরুরি আলাপ?'

'বলতাছি,' বলেই মাথার টুপিটা খুলে ফেলল বাহাদুর, তবে আজকে আর এসিটা বাড়িয়ে দিতে বলল না। 'আপনে তো কাইল বাড়ির বাইরে গেছিলেন...আপনের ছেলে ওয়ালিও গেছিল...' এ পর্যন্ত বলে ভদ্রমহিলার ভড়কে যাওয়া অভিব্যক্তি দেখে নিল। এ রকমটাই প্রত্যাশা করেছিল সে। 'তাইলে আমার কাছে মিথ্যা বললেন ক্যান?'

'আ-আমি বাইরে গেছি!' অস্বীকৃতি আর বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে বলল ওয়ালির মা।

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'হ। আপনের ছেলেটাও বাইরে গেছিল। কারও সাথে দেখা করছে সে।'

'বলেন কী!' মহিলা এখনো অস্বীকার করার মেজাজেই আছে। 'এসব কী বলছেন!'

'আপনেরা যে বাড়ির বাইরে গেছিলেন, এইটা কিন্তু আমরা কাইলই জানবার পারছি,' কথাটা বলেই সাদা সুতির শার্ট পরা সঙ্গীর দিকে তাকাল বাহাদুর। 'কিন্তু আমি এইটা আপনের হাজব্যান্ডের সামনে জিগাইতে চাই নাই।'

মহিলা কী বলবে বুঝতে পারল না।

'এখন সত্যিটা বলেন, আপনে কাইল কার সাথে দেখা করতে গেছিলেন? ক্যান গেছিলেন?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘরে নেমে এল নিস্তব্ধতা।

'একটু তাড়াতাড়ি বলেন, এরপর আপনের ছেলেরেও জিগামু, আপনে বাইর হওনের পর সে ক্যান বাইরে গেছিল। আপনেরা দুইজনেই বিশ-পঁচিশ মিনিটের জন্য বাইরে গেছিলেন।'

'আ-আমি বাইরে গেছিলাম সত্যি...কিন্তু ওয়ালি তো বাসায়ই ছিল, বিশ্বাস করেন।'

মাথা দোলাল বাহাদুর। 'এইটা কেমনে বিশ্বাস করি, আমাগো কাছে তো প্রমাণ আছে,' চকিতে সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। 'আপনে বাইর হওনের পরপরই ওয়ালি বাইর হইছে...আবার আপনে বাসায় ফিরা আসনের আগে দিয়া বাড়িতে ঢুইকা পড়ছে।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল ওয়ালির মা। 'কিসের প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে?'

'আপনেগো ফ্ল্যাটের উল্টো দিকের বাড়িটার মেইন গেটের ওপরে সিসিক্যাম আছে...ওইখানকার ফুটেজ থেইকা আমরা সব দেখছি।'

ওয়ালির মা চোখ বন্ধ করে ফেলল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

'এখন বলেন, আপনে ক্যান বাড়ির বাইরে গেছিলেন? কার সাথে দেখা করতে গেছিলেন?'

'আ-আমি কারও সাথে দেখা করতে যাইনি....এ-একটু ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গেছিলাম...কিছু কেনাকাটা করতে।'

ওয়ালির মায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল বাহাদুর। 'আপনে বসেন। আরেকটু বুইঝা-শুইনা কথা কন। আমাগো কাছে আরও প্রমাণ আছে, আপনে কেনাকাটা করতে বাইর হন নাই। আপনে কারও সাথে দেখা করতে গেছিলেন। আপনের ছেলেও আরেকটা ছেলের সাথে দেখা করছে।'

গভীর করে দম নিয়ে নিল ওয়ালির মা।

'কথাটা আপনের হাজব্যান্ডের সামনে কইলে হয়তো ভুল-বোঝাবুঝি হইতো, তাই আমি ওনার অ্যাবসেন্সে আসছি...আর আপনে তারে ফোন দিয়া দিছেন।' একটু আক্ষেপ ঝরে পড়ল ইন্সপেক্টরের চোখেমুখে। 'এখন তাড়াতাড়ি বলেন, কার সাথে দেখা করতে গেছিলেন...ক্যান গেছিলেন।'

'আমার এক কাজিনের সাথে...' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে করে বলল ওয়ালির মা।

'ক্যান?'

'আশ্চর্য, আমি আমার কাজিনের সাথে দেখা করতে পারি না?' বিস্মিত হবার ভান করল মহিলা।

'তা তো পারেনই...তয় বাড়ির বাইরে ক্যান...? আর সেইটা আমার কাছে স্বীকারই-বা করলেন না ক্যান?'

মহিলা এবার জব্দ হয়েছে মনে হলো। কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলল না। 'আসলে,' অবশেষে ঢোঁক গিলে বলল ওয়ালির মা। 'আমার হাজব্যান্ড আমার ওই কাজিনকে খুব একটা পছন্দ করে না, তাই বাইরে দেখা করেছি।'

'কী জন্য দেখা করছেন? মাইনে, আপনের ওই কাজিন ক্যান দেখা করতে এল?'

ওয়ালির মা চোখ বন্ধ করে রাখল কয়েক মুহূর্ত। 'ওয়ালির খোঁজখবর নিতে...ও একসময় ওয়ালিকে পড়িয়েছে।'

'টিউটর ছিল?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মহিলা।

'এইটা কত বছর আগের ঘটনা?'

'ওয়ালির পড়াশোনার হাতেখড়ি ওর কাছেই হয়েছে।'

'ও,' তথ্যগুলো ডায়েরিতে টুকে নিল বাহাদুর। 'আপনের ওই কাজিনের নাম কী? সে কী করে?'

'আশ্চর্য, আপনাদের এটাও জানতে হবে?' অবাক হয়ে বলল মহিলা। 'আত্মীয়স্বজন কি বিপদ-আপদের সময়

BOIGHAR.COM

খোঁজ নিতে আসবে না? খোঁজখবর নেওয়াটা কি দোষের?'

'আমি কি বলছি দোষের,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল বাহাদুর। 'আপনে এই সামান্য কথাটা লুকাইলেন, তাই একটু খোঁজখবর নিতাছি। আপনে ওই কাজিনের সাথে দেখা করার পরই জুলকারনাইন খুন হইছে। তাই তার সাথে আপনের কী নিয়া কথা হইছে, এইটা যত প্রাইভেট আলাপই হোক, আমার জানতে হইব। দুই তরফ থেইকাই খোঁজ নিয়া শিওর হইতে হইব।'

'আপনি কি ওর সাথেও কথা বলবেন এটা নিয়ে?' বিস্ময় আর অবিশ্বাসে ভুরু কুঁচকে গেল ওয়ালির মায়ের।

'হুম, তার সাথেও কথা কইতে হইব।'

মহিলার ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। 'আপনারা কী ভাবছেন জানি না। আসলে ব্যাপারটা একেবারেই স্বাভাবিক। ওয়ালি কেমন আছে, কী হয়েছে...এসব জানতেই এসেছিল। ও আবার ওয়ালিকে খুব স্নেহ করে।'

'এই কথা তো ফোন কইরাই জিগাইতে পারত...বাড়ির কাছে আইসা দেখা করার কী দরকার পড়ল?'

বাহাদুরের প্রশ্নটা শুনে চুপ মেরে গেল ওয়ালির মা।

'আপনে সবকিছু খুইলা বললে, সত্যি বললে ওয়ালির বাবা আসার আগেই আমরা চইলা যামু।'

মহিলা আবারও গভীর করে দম নিয়ে নিল। 'আগেই তো বললাম, ওয়ালির বাবা আমার ওই কাজিনকে পছন্দ করে না, তাই বাসায় না এসে বাইরে দেখা করে...মানে, যখন দরকার পড়ে আর কি।'

'আপনের হাজব্যান্ড তারে দেখবার পারে না ক্যান? তারে নিয়া সমস্যাটা কী?'

ওয়ালির মা নিশ্চুপ রইল।

'ওই লোকের সাথে কি আপনার হাজব্যান্ডের সম্পর্ক খারাপ?'

'না। আসলে ব্যাপারটা তা নয়।'

'তাইলে?'

'আমি আর আমার ওই কাজিন একসাথে ভার্সিটিতে পড়তাম।'

'হুম?' বাহাদুর যেন আরও কিছু শুনতে চায় এমনভাবে বলল।

'বুঝতেই পারছেন, অনেক হাজব্যান্ডই স্ত্রীর ছেলেবন্ধুদের সহ্য করতে পারে না।'

'ওই লোক তাইলে আপনার বন্ধু আছিল!' কথাটা প্রশ্নের মতো শোনাল না।

ওয়ালির মা-ও এর কোনো জবাব দিল না।

'হুম। বুঝছি। আপনের ওই কাজিনের নামধাম আর ফোন নম্বরটা দেন...তারপর ওয়ালিরে পাঠায়া দেন। ওর সাথে একটু কথা বলতে হইব। একটু জলদি কইরেন।'

ওয়ালির মা একান্ত অনিচ্ছায় তার কাজিনের নাম-ঠিকানা আর ফোন নাম্বার বলে দিলে বাহাদুর সেসব তার জীর্ণ ডায়েরিতে লিখে রাখল। এরপর ভেতরের ঘরে চলে গেলে প্রায় পাঁচ মিনিট পর ছেলেকে নিয়ে ফিরে এল আবার।

ওয়ালি ভয়ার্ত চোখমুখ নিয়ে চুপচাপ বসে পড়ল বাহাদুরের মুখোমুখি। তার মা দাঁড়িয়ে থাকল ছেলের পাশে বটবৃক্ষের মতো।

'তসলিমা কই? তারে দেখতাছি না?'

বাহাদুরের কথা শুনে কপালে ভাঁজ পড়ল ওয়ালির মায়ের। 'তসলিমা?'

'ওই যে, আপনেগো এইখানে যে মাইয়াটা কাম করে...তার কথা বলতাছি।'

'ওহ্, বুচি?'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'হ। তারে কন এক গ্লাস পানি দিতে...আমার গলা শুকায়া কাঠ।'

ভদ্রমহিলা বুচিকে ডাক না দিয়ে নিজেই চলে গেল পাশের ঘরে।

'আপনে তো ওইদিন বাড়ির বাইরে গেছিলেন...আপনের মা বাইর হওনের পরপরই,' কথাটা প্রশ্নের মতো শোনাল না। 'কার সাথে দেখা করতে গেছিলেন...সত্য কইরা বলেন তো?'

ওয়ালি ঢোঁক গিলল। তার চোখেমুখে ভড়কে যাবার চিহ্ন সুস্পষ্ট। 'নাফি আসছিল...আমার বন্ধু...ওর সাথে দেখা করতে গেছিলাম।'

বাহাদুর মাথা নেড়ে সায় দিল। 'নাফি যে আপনের বাড়িতে আসব সেইটা কেমনে জানলেন? আপনের মোবাইল ফোন তো আপনের কাছে ছিল না...ওইদিন তো বললেন, বাবা নিয়া নিছে ফোনটা?'

ওয়ালি আবারও ঢোঁক গিলল।

'আপনের কাছে আরেকটা ফোন আছেনি?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলাল ছেলেটা।

'তাইলে কেমনে জানলেন আপনের বন্ধু আসছে বাড়ির নিচে?'

'আ-আমার ঘর থেকে নিচের রাস্তাটা দেখা যায়,' ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলল ওয়ালি।

'ও,' চোখ কপালে উঠে গেল বাহাদুরের। সে এ রকম জবাব আশা করেনি। 'এইবার বলেন, নাফি ক্যান আসছিল আপনার কাছে?'

এমন সময় ওয়ালির মা নিজেই এক গ্লাস পানি নিয়ে ফিরে এল ড্রয়িংরুমে। ঢকঢক করে সেই পানি পান করে প্রসন্ন হাসি দিল বাহাদুর ব্যাপারী, তারপর আবারও শুরু করল তার জিজ্ঞাসাবাদ।

'বলেন, নাফি ক্যান আসছিল?'

'ও আসছিল জুলকারনাইন আমার কাছে যে মাফ চাইতে চায়, সেটা জানাতে,' বলল ছেলেটা। 'আমার তো ফোন বন্ধ, তাই ওকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল।'

'জুলকারনাইন পাঠাইছিল ওরে?' সন্দেহগ্রস্ত চোখে তাকাল ইন্সপেক্টর।

মাথা নেড়ে সায় দিল ওয়ালি।

'তার মাইনে জুলকারনাইনের সাথে ওর যোগাযোগ আছিল?'

'না। মানে...' ওয়ালি আবারও ঢোঁক গিলল।

'না থাকলে সে কেমনে বলল জুলকারনাইন তারে মাফ চাওনের কথা বলছে?'

বাহাদুরের এমন প্রশ্নে ওয়ালি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। 'আ-আসলে, নাফিকে এ কথা বলেছে সাদিয়া।'

'সাদিয়া?' অবাক হলো ইন্সপেক্টর। সঙ্গীর দিকে চকিতে তাকাল। সে-ও খানিকটা বিস্মিত। 'যে মাইয়াটার কথা জুলকারনাইন ভিডিওতে বলছিল?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ওয়ালি। তাকে একটু লজ্জিত দেখাচ্ছে এখন।

'তাইলে তো সাদিয়ার সাথে জুলকারনাইনের যোগাযোগ আছিল,' কথাটা প্রশ্নের মতো শোনাল না অবশ্য।

ওয়ালি এ কথার কোনো জবাব দিল না।

BOIGHAR.COM

'আচ্ছা, আপনে তারে কী বললেন?'

'কারে?' বুঝতে না পেরে বলল ছেলেটা।

'নাফিরে...মাফ চাওনের প্রস্তাব শোনার পর...'

'ও...বলসি, ঠিক আছে। মাফ করে দিসি।'

'আর কিছু না?'

বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে আরও বেশি নার্ভাস হয়ে গেল ওয়ালি। 'ও বলছিল, জুলকারনাইন আমার কাছে মাফ চেয়ে একটা ভিডিও আপলোড দেবে ফেসবুকে...আমিও যেন তাকে মাফ করে দিসি এ রকম একটা ভিডিও আপলোড দিয়ে দিই, তাইলে ক্যাচালটা থেমে যাবে।'

'হুম,' মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'আপনে তখন কী বললেন?'

'আ-আমি বলসি...' ঢোঁক গিলল ছেলেটা, '...আমি কোনো ভিডিও-টিডিও দি-দিতে পারব না। মাফ করে দিসি...ব্যস।'

'আচ্ছা। আর কিছু বলেন নাই?'

'না।'

'তারপর কী করলেন?'

'বাসায় চলে আসি...আর কোথাও যাইনি।'

'আপনে তো নাফির সাথে বাইকে কইরা কই জানি গেছিলেন...এই কথা বলার জন্য অন্যখানে যাওনের কী দরকার পড়ল?'

'আ-আম্মুও ওই রাস্তায় ছিল...তাই...' কথা শেষ করল না ওয়ালি।

'তাই আপনে অন্য কোনোখানে গিয়া কথা বলছেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ছেলেটা।

'কিন্তু আপনে ক্যামনে বুঝলেন আপনের মা বাড়িতে ফিরা যাইতাছে? আপনে কিন্তু মা আসোনের আগে আগে বাসায় চইলা আসছিলেন...বাইকে কইরা...নাফি আপনেরে পৌঁছায় দিছে।'

ওয়ালি আবারও ঢোঁক গিলল। 'আমি রাস্তায় দেখছিলাম আম্মু ব্যাক করসে...তাই আম্মু যাতে আমারে না দেখে...'

'তাই আপনে ঘুরপথে বাসায় চইলা আসলেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ছেলেটা। ওয়ালির মায়ের চোখমুখ সতর্ক হয়ে উঠল। ভদ্রমহিলা অযাচিত কোনো প্রশ্নের আশঙ্কা করছে বোধ হয়।

কিন্তু বাহাদুর সে রকম কোনো প্রশ্ন না করে উঠে দাঁড়াল। 'আপনের ঘরে চলেন একটু...কোন জানলা দিয়া নাফিরে নিচে দেখছেন সেইটা আমারে একটু দেখান।'

ওয়ালি তার মা আর বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। তবে লেখক ভদ্রলোক বুঝে উঠতে পারল না তারও যাওয়া উচিত কি না। কারণ বাহাদুর ব্যাপারী তাকে কিছু বলেনি। এমনকি ইশারাও করেনি তার সাথে আসার জন্য, তাই চুপচাপ বসে রইল ড্রয়িংরুমে।

মিনিটখানেক পর আবার তিনজনই ফিরে এসে বসল আগের জায়গায়। ইন্সপেক্টরকে দেখে মনে হলো সে সন্তুষ্ট।

'এইবার নাফির ফোন আর তার বাসার ঠিকানাটা দেন আমারে,' ওয়ালিকে বলল বাহাদুর। ছেলেটা বলে গেলে ইন্সপেক্টর তার ডায়েরিতে লিখে রাখল তথ্যগুলো। 'আপনে এইবার নিজের ঘরে যান,' ডায়েরিটা বন্ধ করে বলল বাহাদুর। 'আপনের আম্মার সাথে কিছু কথা আছে আমার।'

ছেলেটা চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেলে বাহাদুর ব্যাপারী

বলল, 'আপনের হাজব্যান্ড বাসায় আসলে বইলেন ব্যাপার তেমন কিছু না, ওয়ালির এক বন্ধুর ব্যাপারে একটা ইনফরমেশন জানোনের লাইগা আসছিলাম,' এবার উঠে দাঁড়াল সে, তার দেখাদেখি তার সঙ্গীও। 'আর আপনের কাজিনের ব্যাপারে আমি আপনের হাজব্যান্ডরে কিছু বলুম না। এইটা নিয়া চিন্তা কইরেন না।' ফিরে তাকাল সঙ্গীর দিকে। 'চলেন। আমাগো কাজ শ্যাষ।'

ওয়ালির মায়ের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার আভাস দেখা গেল এ সময়।

বাহাদুর আর কিছু না বলে সঙ্গীকে নিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

৯

'আপনি খুবই বিচক্ষণ মানুষ,' আস্তে করে বলল সাদা শার্ট পরা বাহাদুরের সঙ্গী।

কথাটা শুনে বিগলিত হলো না ইন্সপেক্টর।

'ওয়ালির বাবার উপস্থিতিতে এটা করলে আসলেই পারিবারিক সমস্যা হতো।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর ব্যাপারী। তারা এখন রিকশায় করে যাচ্ছে লালমাটিয়ায় সাদিয়াদের বাসায়। 'অভিজ্ঞতা...বুঝলেন?' এই কথাটার সঙ্গী হলো ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস। পঁয়ত্রিশ বছরের পুলিশ-জীবনে এমন অভিজ্ঞতাও হয়েছে যে তার করা সামান্য একটা প্রশ্ন তছনছ করে দিয়েছে পুরো একটা পরিবারকে। এসব কথা অবশ্য স্বল্প পরিচিত কারোর সাথে শেয়ার করার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

'ওয়ালির মায়ের ওই কাজিনকেও তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন?'

'হুম...তারেও পুছতাছ করা লাগব। প্রাইমারি স্টেজে কাউরে বাদ দেওন যাইব না।'

'তা ঠিক।'

'এই কাজটা কিন্তু খুব কঠিন হইব...' মুখ কালো করে বলল বাহাদুর ব্যাপারী।

'কোন কাজের কথা বলছেন?' বাহাদুরের সঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই অবাক হলো কথাটা শুনে।

'সাদিয়ার কথা বলতাছি। আমি আগেই খবর নিছি, মাইয়াটার বাপে পলিটিকস করে।' দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল ইন্সপেক্টরের ভেতর থেকে।

'তাতে কী? ওই লোক কি আপনার কাজে বাধা দেবে ভাবছেন?'

'কী কন,' অবাকই হলো বাহাদুর। 'কোন দেশে থাকেন...বোঝেন না?'

'চিন্তা করবেন না, মেয়েটার বাবা যদি বাধা দেয়, আমি ফুফাকে বলে ম্যানেজ করে নেব।'

তরুণ সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রইল বাহাদুর। এ কথা শুনে তার খুশি হবার কথা, কিন্তু চাকরিজীবনের শেষে এসে বহিরাগত একজনের কাছ থেকে সাহায্য পাবে বলে নিয়তিকে দায়ী করছে যেন। পুলিশ হিসেবে নিজের আইজিই তাকে এই প্রটেকশনটা দেবার কথা...কিন্তু দেশটা ওভাবে চলে না। এটা চলে খুবই সহজ অঙ্কে—ক্ষমতার

BOIGHAR.COM

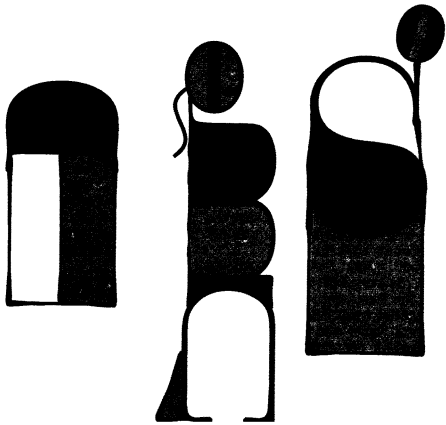

দাপটে। আরেকটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল বাহাদুরের ভেতর থেকে।

১০

লালমাটিয়ায় সাদিয়াদের ফ্ল্যাটটা দশ তলার ওপরে। বাহাদুর তার সঙ্গীকে নিয়ে এখন বসে আছে সেই ফ্ল্যাটের বিশাল ড্রয়িংরুমে। এখানে আসার পরই গুমোট এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সাদিয়ার পলিটিশিয়ান বাবা দেয়ালের মতো কঠিন বাধা হয়ে বসে আছেন তাদের সামনেই। ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো ফুঁসছে ভদ্রলোক।

'বললাম তো, ও বাড়িতে নেই। ওর নানুর বাসায় বেড়াতে গেছে,' কথাটা এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বললেন সাদিয়ার বাবা।

'নানুর বাড়ি তো ঢাকায়ই, নাকি?' বাহাদুর ভদ্রভাবেই জানতে চাইল। 'তাইলে ওরে বলেন এক ঘণ্টার জন্য চইলা আসতে। আমি কিছু কথা জিজ্ঞাস কইরাই চইলা যামু।'

ভদ্রলোক চুপ মেরে রইলেন। কিছু বলতে গিয়েও বলছেন না। এখানে বাহাদুর ব্যাপারী আসার পর এক

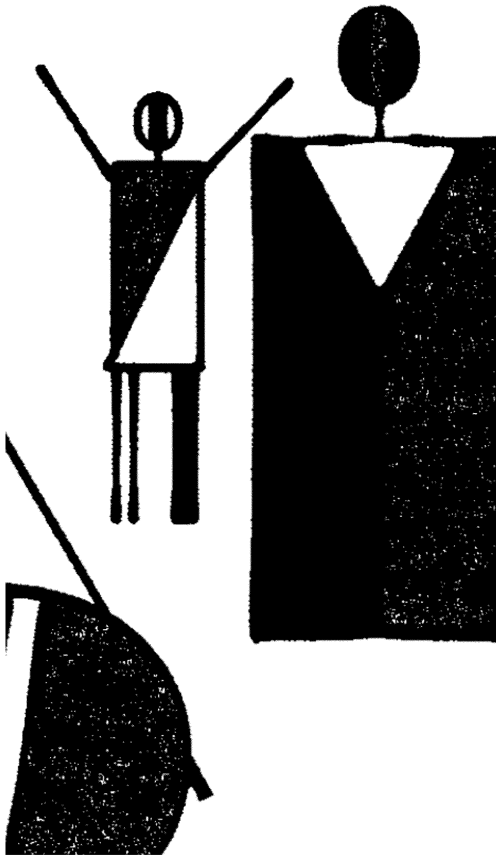

মন্ত্রীকে ফোন করে বলেছিলেন, তার মেয়েকে এক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে পুলিশ। এটা থামানো দরকার যেভাবেই হোক। মন্ত্রীও আশ্বাস দিয়েছিলেন তাকে কিন্তু তারপরও পুলিশের লোকটাকে এখনো ওপর মহল থেকে ফোন করেনি কেউ। অন্তত এখানে আসার পর তাকে কোনো ফোন রিসিভ করতে দেখেননি।

'আপনাকে কেউ ফোন দেয়নি?' অবশেষে ভুরু কুঁচকে কথাটা বলেই ফেললেন ভদ্রলোক।

'কিসের জন্য?' অবাক হলো বাহাদুর।

'এই তো...এই ব্যাপারে...?'

'নাহ্,' বলল বাহাদুর ব্যাপারী। 'এই ব্যাপারে কে ফোন দিব?' কথাটা বলেই সঙ্গীর দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর। এখানে আসার আগেই সে তার আইজি ফুফাকে ফোন করে বলে দিয়েছে, সাদিয়া নামের এক মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে কিন্তু তার বাবা রাজনীতি করে, সুতরাং ওপর মহল থেকে ফোন দিতে পারে এই কাজে বাধা দেবার জন্য। আইজি সাহেব নাকি বলেছেন, এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। ইন্সপেক্টরকে সে যেন বলে দেয় নির্ভয়ে তদন্তকাজ চালিয়ে যেতে।

বাহাদুরের এখন মনে হচ্ছে, ওপর মহল থেকে আর ফোন করা হবে না। ভদ্রলোকের ক্ষমতা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

BOIGHAR.COM

'আমার মেয়েকে কোন প্রমাণের ভিত্তিতে ইন্টেরোগেট করতে চাচ্ছেন?' জবাবদিহি চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন সাদিয়ার বাবা।

'আহা,' বাহাদুর আফসোসের মতো করে বলল, 'আপনে তো ব্যাপারটা বুঝবারই পারতাছেন না। জুলকারনাইন খুন হওনের আগে ওর লগে যোগাযোগ করছে...ও কিছু জানে কি না সেইটা একটু জানোন দরকার।'

'আমার মেয়ে ওই ছেলের সাথে যোগাযোগ করেছে আপনাদের কে বলল?' ভদ্রলোক ফুঁসে উঠলেন রীতিমতো, সেই সাথে বেশ অবাকও হলেন।

পানখাওয়া লালচে দাঁত বের করে হেসে ফেলল বাহাদুর। 'যে-ই বইলা থাকুক তার নামধাম আপনেরে বলা যাইব না এখন,' অমায়িক ভঙ্গিতেই বলল ইন্সপেক্টর।

সাদিয়ার বাবার চেহারা আরও বেশি লালচে হয়ে গেল, যেন মেয়ের ওপরও এখন তার রাগ হচ্ছে।

'শোনেন, সাংবাদিকেরা কইলাম কাইতলা মাছের মতো হাঁ কইরা আছে,' বলল বাহাদুর ব্যাপারী। 'বেশি দেরি করলে ঝামেলা হয়া যাইতে পারে।'

'ঝামেলা!' সাদিয়ার রাজনীতি করা বাপ যেন অপমানিত বোধ করলেন কথাটা শুনে। 'কিসের ঝামেলা?'

সঙ্গীর দিকে তাকাল বাহাদুর। সাংবাদিক নিয়ে এই ভয় দেখানোর আইডিয়াটা সে-ই দিয়েছে তাকে। 'এই ধরেন, তারা আমারে জিজ্ঞাসা করল কেসের অগ্রগতি কত দূর...আমি কইলাম, বেশি আগাইতে পারি নাই। সাদিয়া নামের মাইয়াটার বাপ...মাইনে আপনের কথা বললাম আর কি...উনি ওনার মাইয়ার সাথে কথা কইতে দিতাছেন না আমারে...এ রকম কিছু কইলে তো হেরা পেপারে সব লেইখা দিব।'

মনে হলো সাদিয়ার বাবার ভিত্তিটা একটু নড়ে উঠল কথাটা শুনে। 'আমি কথা বলতে দিচ্ছি না কে বলল আপনাকে? আমি কি বলেছি ওর সাথে কথা বলতে পারবেন না?' দুর্বল কণ্ঠে কিন্তু একটু কৃত্রিম ঝাঁজের সাথেই বললেন ভদ্রলোক।

'সেইটা এখনো বলেন নাই...তয় দেখাও তো করতে দিতাছেন না।'

বাহাদুরের দিকে চেয়ে রইল সাদিয়ার বাবা। 'বললাম না, ও ওর নানুর বাসায় গেছে।'

বাহাদুর ব্যাপারী সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলেন।

আর কথা খুঁজে না পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। 'একটু বসুন...আমি আসছি।'

এবার সঙ্গীর দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর। ঠোঁট উল্টে মাথা উঁচিয়ে বোঝাতে চাইল, কাহিনি কী?

'মনে হয় না ফোনটোন করবে,' বাহাদুরের তরুণ সঙ্গী আশ্বস্ত করে বললেন।

'আমার তো মনে হয়, আরও বড় কাউরে ফোন দিবার গেছে।'

'দেখা যাক।'

প্রায় দশ মিনিট পর ফিরে এলেন সাদিয়ার বাবা। 'আপনারা কাল সকালে আসেন...আমি ওকে ওর নানুর বাসা থেকে চলে আসতে বলেছি। আজ রাতেই চলে আসবে...আপনারা কষ্ট করে সকালের দিকে আসুন।'

বাহাদুর উঠে দাঁড়াল না, যেভাবে বসে ছিল, সেভাবেই বসে রইল। তার চোখমুখ নির্বিকার। সাদিয়ার বাবার দিকে চেয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। 'কাইল আবার কষ্ট কইরা

আসতে চাইতাছি না...আপনে ওরে এখনই ডাকেন...কিছু কথা জিজ্ঞাসা কইরা চইলা যাই। আপনের মানসম্মান নষ্ট হইব না। ভয়ের কিছু নাই।'

কথাগুলো শুনে সাদিয়ার বাবা যেমন অবাক হলেন, তেমনি অবাক হলো বাহাদুরের সঙ্গীও।

কিন্তু ইন্সপেক্টর ভাবলেশহীন মুখে আবার বলল, 'সাদিয়ারে ডাকেন।'

ভদ্রলোককে দেখে মনে হলো এক্ষুনি গর্জে উঠবেন, অপমান করে বের করে দেবেন ঘর থেকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত ভেবে চুপচাপ ভেতরের ঘরে চলে গেলেন তিনি।

বাহাদুরের দিকে তাকাল তার সঙ্গী। 'আপনি শিওর জানেন, মেয়েটা বাসায়ই আছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর।

'এতটা নিশ্চিত কীভাবে হলেন?'

'পলিটিশিয়ানরা কখনো সত্য কথা কয় না...বুঝলেন?' হেসে বলল পুলিশ ইন্সপেক্টর। 'উনি যখন বলছেন মাইয়াটা বাসায় নাই, তখনই ধইরা নিছি কথাটা মিছা।'

'টেকনিকটা তো দারুণ কিন্তু রিস্কিও...যদি মেয়েটা সত্যি সত্যি বাসায় না থাকত, তাহলে তো ভদ্রলোক ভীষণ খেপে যেতেন।'

'রিস্ক তো একটু নেওনই লাগে...তয় পলিটিশিয়ানরা যে সত্য কয় না, এইটার ব্যাপারে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর।'

বাহাদুরের সঙ্গী কিছু বলতে যাবে অমনি ঘরে ঢুকল সাদিয়া আর তার বাবা।

সদ্য এ লেভেলে ওঠা এক মেয়ে। পরনে গ্রে টি-শার্ট আর কালো ট্রাউজার। মাথার চুলগুলো ঝুঁটি করে বাঁধা। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত, সারা রাত ঘুমায়নি। আর তার শরীর বেশ হালকা-পলকা, প্রায় রোগাটেই বলা চলে।

'যা বলার আমার সামনেই বলুন,' সাদিয়ার বাবা বাহাদুরের মুখোমুখি একটা সোফায় বসে বললেন। মেয়েকেও ইশারা করলেন তার পাশে বসে পড়ার জন্য।

'আপনে ওইদিন জুলকারনাইনের সাথে কী নিয়া কথা বলছিলেন একটু বলবেন কি?' বাহাদুরও দেরি না করে তার পুছতাছ শুরু করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

মেয়েটা ডান হাতের বুড়ো আঙুল কামড়ে জবাব দিল, 'তে-তেমন কিছু না...ওয়ালিকে মারার ভিডিওটা কেন আপলোড করল, আমার নাম কেন মেনশন করল...এই সব জিজ্ঞেস করসিলাম।'

'আপনে কি জানতেন জুলকারনাইন কই লুকায়া আছে?'

মাথা দোলাল মেয়েটা। 'না।'

বাহাদুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ওইদিন...ওই সময় আপনে কই আছিলেন?'

মুখ তুলে তাকাল সাদিয়া। 'কোন দিনের কথা বলসেন?'

'জুলকারনাইন খুন হওনের সময়ের কথা বলতাছি।'

মেয়েটা মনে করার চেষ্টা করল। 'ও-ওই সময় তো আমি...' একটু ভেবে নিল আবার, '...কোচিংয়ে গেসিলাম।'

'আপনে কোন জায়গায় কোচিং করেন?'

'ধানমন্ডির সাতাশে।'

'কোচিং সেন্টারের নাম আর ওইখানকার ফোন নম্বরটা দেন তো।'

BOIGHAR.COM

কথাটা শুনে ভড়কে গেল সাদিয়া, আর তার বাবা রেগেমেগে একাকার। 'আশ্চর্য! আপনি আমার মেয়ের কথা বিশ্বাস করছেন না?...কোচিংয়ের নাম্বার চাচ্ছেন? ওখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে চাইছেন!'

'আপনের মেয়ে মিথ্যা বলতাছে কি না, সেটা যাচাই করুম না?' বাহাদুর যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠেই বলল। 'পুলিশ তো কারও কথা প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করে না...এইটা বুঝতে হইব আপনেগো।'

'আপনি কি সন্দেহ করছেন আমার মেয়ে ওই ডাবল মার্ডার কেসের সাথে জড়িত? কাজটা ও করেছে?' রাগের সাথে তাচ্ছিল্য মিশিয়ে বললেন সাদিয়ার বাবা। 'রিডিউকিলাস!'

'আরে, এইটুকুন একটা মাইয়া কেমনে দুইটা মার্ডার করব, কন দেহি...আমি তো অন্য কিছু—'

'অন্য কিছু মানে কী?' বাহাদুরের কথা শেষ করার আগেই বলে উঠলেন ভদ্রলোক।

'আপনের মেয়ে ওইদিন জুলকারনাইন খুন হওনের আগে পোলাটার সাথে কথা বলছে—'

'আশ্চর্য!' আবারও ইন্সপেক্টরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন সাদিয়ার বাবা, 'এ কথা তো ও নিজেই স্বীকার করল আপনার কাছে!'

'হ, তা করছে, তয় পুরাটা স্বীকার করে নাই।'

বাহাদুর ব্যাপারীর দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাবা আর মেয়ে।

'কী স্বীকার করেনি ও?' বাবাই জানতে চাইলেন প্রথমে।

'এই যে...ওইদিন জুলকারনাইনের সাথে দেখাও করছিল।'

'কী!' বাহাদুরের কথা শুনে ছ্যাৎ করে উঠলেন সাদিয়ার বাবা। নিজের মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়েটা ভড়কে গিয়ে মাথা নিচু করে ফেলায় আবারও তাকালেন ইন্সপেক্টরের দিকে। 'কী বলছেন এসব!'

বাহাদুরের সঙ্গীও কথাটা শুনে অবাক হয়েছে। তবে অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখতে পারল সে। এই তথ্যটা ইন্সপেক্টর তাকে আগে বলেনি।

'আপনের মাইয়া ওইদিন খুন হওনের আগে জুলকারনাইনের সাথে দেখা করছিল। সে ওইখান থেইকা চইলা যাওনের পরই খুনটা হইছে মনে হয়।'

'এসব কী বলছে এই লোক?' নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন ভদ্রলোক।

দুই পাশে মাথা দোলাল সাদিয়া, 'না, বাবা...আমি যাইনি। বিশ্বাস করো।'

'আপনে যে গেছেন তার কিন্তু প্রমাণ আছে,' বাহাদুর নাছোড়বান্দার মতো বলল। 'অস্বীকার করলে আপনে সমস্যায় পইড়া যাইবেন...আপনেরে নিয়া তখন ওইখানকার এক টং দোকানে যাইতে হইব। ওই টং দোকানি আমারে বলছে, সন্ধ্যার পরপর এক মাইয়া আসছিল জুলকারনাইনের বাসায়। রিকশাওয়ালার কাছে ভাংতি আছিল না, তাই টং দোকানে গিয়া মাইয়াটা কিছু কিইনা টাকা ভাঙাইছে।' ইচ্ছে করেই সিগারেট কেনার কথাটা এড়িয়ে গেল মেয়ের বাবার সামনে।

সাদিয়ার চোখেমুখে ভড়কে যাবার অভিব্যক্তি দেখা গেল এ সময়।

'ওই টং দোকানি যে ওকেই দেখেছে, সেটা কীভাবে নিশ্চিত হলেন?' সাদিয়ার বাবা বৃথা গর্জে ওঠার চেষ্টা

করলেন। 'অন্য কেউও তো হতে পারে?'

'তা তো হইবারই পারে,' সায় দিল বাহাদুর। 'এর জন্যই আমি নিশ্চিত হওনের লাইগা আপনের মাইয়ারে টং দোকানির কাছে নিয়া যামু। এখন আপনের মাইয়া যদি সব স্বীকার করে তো এই সবের কোনো দরকারই হইব না।'

মেয়ে আর বাবা যেন গভীর সংকটে পড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বাবা বললেন, 'তুমি কি আসলেই গিয়েছিলে ওখানে? সত্যি করে বলো!' শেষ কথাটা ধমকের মতো শোনাল।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে রাখল মেয়েটি।

'আপনে ওইখানে গিয়া কী দেখলেন...জুলকারনাইনের সাথে আপনার কী কথা হইলো একটু বলেন তো?' বাহাদুর ব্যাপারী অপেক্ষা না করে তার জেরা করা শুরু করে দিল আবার।

সাদিয়া মাথা নিচু করে রাখল আগের মতোই।

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাহাদুর তাকাল মেয়ের বাবার দিকে। 'আপনে একটু ভেতরের ঘরে যান, আমি ওর সাথে কিছুক্ষণ কথা কই।'

সাদিয়ার বাবা কথাটা শুনে পাথরের মতো বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

'আপনে এইখানে থাকলে ও কিছু কইব না। আর আপনেরও এইসব শুইনা ভাল্লাগব না।'

ইন্সপেক্টরের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই সবাইকে অবাক করে দিয়ে চুপচাপ উঠে চলে গেলেন ভেতরের ঘরে।

'এইবার কন, ওইখানে গিয়া কী দেখলেন?'

'জুলকারনাইনের সাথে দেখা করসি,' ঢোঁক গিলে মাথা নিচু করেই বলল সাদিয়া। 'ওকে বলসি ওয়ালির সাথে যা করসে খুব খারাপ করসে। ও যেন ওয়ালির কাছে মাফ চেয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলে। ফেসবুকে এটা নিয়ে বিশাল ক্যাচাল শুরু হয়ে গেসে।'

'ভালো কথা বলছেন। সে তো আপনের কথা রাখছে...ওয়ালির কাছে মাফ চায়া ভিডিও করছিল।'

মাথা নিচু করেই রাখল সাদিয়া।

'ওইখানে আর কে কে আছিল?'

'শুধু জুলকারনাইন...আর কেউ ছিল না।'

'কিন্তু খুন তো হইছে দুজন। সেইটা নিশ্চয় জানেন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটি। এরই মধ্যে এই খবর ফেসবুক থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি গণমাধ্যমেই প্রচারিত হয়ে গেছে।

'তাইলে ওই পোলাটারে আপনে দেখেন নাই?'

সাদিয়া কিছু না বলে আবারও মাথা নিচু করে রাখল।

'আপনে সত্যি কথা না কইলে তো আমারে বাধ্য হইয়া অনেক কিছু করা লাগব। এইটা কি আপনে বুঝতে পারতাছেন? যা জানেন সত্যি কইরা বলেন। খুনটা আপনে করেন নাই বুঝবার পারছি, কিন্তু আপনে কিছু জানেন...আমার কাছে লুকাইলে কিন্তু আপনের সমস্যা হইব।'

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল মেয়েটি। 'বিশ্বাস করেন, আমি আর কিছু দেখিনি। শুধু জুলকারনাইনের সাথে একটু কথা বলেই চলে আসছি। আর কিছু না।'

'এই কথা তো আপনে ফোনেই কইতে পারতেন...দেখা করনের দরকার হইলো ক্যান?'

সাদিয়া নিশ্চুপ।

BOIGHAR.COM

'জুলকারনাইন তো পলাইয়া আছিল...তার সাথে এত কষ্ট কইরা দেখা করতে গেলেন খালি এই কথাটা কওনের লাইগা?'

সাদিয়া এবারও নিশ্চুপ।

'জুলকারনাইনের ঘরে আরেকজন ছিল...তারে আপনে দেখেন নাই এইটা কেমনে বিশ্বাস করি।' সঙ্গীর দিকে তাকাল বাহাদুর। 'এইটা তো মিলতাছে না।'

মাথা নেড়ে সায় দিল লেখক।

'ওইখানে আসলে ক্যান গেছিলেন, বলেন?' চাপ দিল ইন্সপেক্টর।

সাদিয়া যেন পণ করেছে মুখ খুলবে না আর।

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের হতাশা প্রকাশ করল বাহাদুর ব্যাপারী। 'ইয়াবা খাইতে গেছিলেন, তাই না?'

মেয়েটা মাথা নিচু করেই রাখল।

'আপনেরা তিনজনে খাইছেন নাকি দুইজনে? আরেকটা পোলা যে মরছে সে ছিল না আপনেগো লগে?'

সাদিয়া এবার মাথা দুলিয়ে জবাব দিল। না।

'চিন্তার কিছু নাই, আমি আপনের বাবারে এইসব কিছু বলব না...যদি আপনে আমার সাথে কো-অপারেট করেন।'

মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল।

'আপনে নিশ্চিন্তে থাকেন,' বাহাদুর আশ্বস্ত করল তাকে। 'তাইলে ওই পোলাটা কই আছিল তখন?'

'মনে হয় আমি ওখান থেকে চলে আসার একটু পর...' ঢোঁক গিলল মেয়েটা, '...ওই ছেলেটা আসছিল।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'আপনে ওইখানে কতক্ষণ আছিলেন?'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়েটা। 'বিব্-বিশ-ত্রিশ মিনিট...।'

'তারপর ওইখান থেইকা কই গেলেন?'

'বা-বাসায়।' সাদিয়া এখন প্রতিটি কথায় তোতলাচ্ছে।

'এইবার কন, আপনে আবারও বাড়িটায় ঢুকছিলেন ক্যান?'

বাহাদুর ব্যাপারীর এ কথা শুনে মেয়েটার সাথে সাথে বাহাদুরের সঙ্গীও চমকে গেল।

'মা-মানে?' যুগপৎ বিস্ময় আর অবিশ্বাস সাদিয়ার চোখেমুখে।

'আপনে ওই বাড়ি থেইকা বাইর হওনের কিছুক্ষণ পর আবারও গেছিলেন...এইটাও ওই চায়ের দোকানদার বলছে...সে আপনেরে আবারও ঢুকতে দেখছে ওই বাড়িতে।'

মেয়েটা ঢোঁক গিলল। তার চোখেমুখে ভড়কে যাবার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

'আবার ক্যান গেছিলেন?' বাহাদুর যতটা সম্ভব বন্ধুভাবাপন্ন কণ্ঠই বজায় রাখল।

'আ-আমি আমার ফোনটা...মানে, ওটা...' ঢোঁক গিলল সে, '...ভুলে ফেলে গেসিলাম ওখানে।'

'আচ্ছা,' বাহাদুরকে দেখে মনে হলো কথাটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। 'ওইখানে যখন আবার গেলেন, কী দেখলেন, বলেন তো, মা?' ইন্সপেক্টর এখন পুরোপুরি পিতৃসুলভ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। 'তখন ওই দুইজন কী করতাছিল? ওইখানে কি আরও কেউ আছিল?'

সাদিয়া মাথা ঝাঁকাল।

'আর কেউ ছিল না? শুধু ওরা দুইজনই ছিল?'

এ কথা শুনে সাদিয়া আরও বেশি আড়ষ্ট হয়ে গেল।

বাহাদুর এবং তার সঙ্গী, কারও চোখেই এড়াল না সেটা।

'আপনে সব সত্য কথা কইতে হইব, মা...আপনের কোনো চিন্তা নেই। যা দেখছেন সব বলেন। আমি জানি, খুনটা আপনে করেন নাই...তয়...'

মেয়েটা এই অসমাপ্ত বাক্য শুনে মুখ তুলে তাকাল এবার। তার ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে।

'আমার মনে হয় খুনি আপনেরে ফলো কইরাই ওই বাড়ির খোঁজ পাইছে...তাই আপনে যা যা দেখছেন সব বলেন। চিন্তার কিছু নাই। মিথ্যা বলবেন না। মিথ্যা বললে বিপদ বাড়ব।'

মেয়েটার নিশ্বাস বেড়ে গেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এখন।

'আপনের বয়সী আমারও একটা মাইয়া আছে...আমি আপনের কোনো ক্ষতি হোক চাই না। আপনে আমার কাছে সব খুইলা বলেন।'

বাহাদুর ব্যাপারী যেন সত্যি সত্যি পিতা হয়ে উঠেছে এখন। তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে না, সে তদন্তের খাতিরে অভিনয় করছে, ভান করছে।

'আ-আমি যখন ওখানে ব্যাক করি...' আরেকবার ঢোঁক গিলল সাদিয়া, 'মা-মানে ফোনটা নেবার জন্য...' এবার গভীর করে নিশ্বাস নিল সে। '...তখন দেখি জুলকারনাইন...' কথাটা আর শেষ করতে পারল না।

'বলেন, মা,' আরও আর্দ্র কণ্ঠে তাগাদা দিল বাহাদুর ব্যাপারী। 'জুলকারনাইন তখন কি বাঁইচা আছিল?'

সাদিয়া মাথা দোলাল দুই পাশে। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে শুরু করল এবার।

'আর অন্য পোলাটা...?'

'আ-আমি আর কিচ্ছু দেখিনি...' ডান হাত দিয়ে চোখ মুছে নিল সাদিয়া। 'আ-আমি আমার ফোনটা নিয়ে চলে আসি।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। গভীর করে নিশ্বাস নিল সে। তাকাল সঙ্গীর দিকে। ভদ্রলোক একেবারে বাড়িঘরের আসবাবপত্রের মতোই স্থির হয়ে বসে আছে। তবে তার চোখেমুখে বিস্ময়টা লুকাতে পারছে না পুরোপুরি।

'আপনে কতক্ষণ পর ব্যাক করছিলেন ওইখানে?'

প্রশ্নটার জবাব দিতে বেগ পেল মেয়েটি। আবারও কপালের বাম পাশটা ঘষতে লাগল হাত দিয়ে। 'বুঝতে পারছি না...আমি অনেক দূর চলে যাবার পর মোবাইল ফোনটা ব্যাগ থেকে বের করতে গিয়ে দেখি ওটা নাই...তখনই মনে পড়ল, ওই বাসায় ফেলে আসছি।'

'আনুমানিক দশ-পনেরো মিনিট হইব কি?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটা। 'হতে পারে।'

তথ্যটা টুকে নিল ইন্সপেক্টর। 'আচ্ছা, এখন বলেন, আপনি ওই জায়গাটা চিনলেন ক্যামনে? আপনেরে কে ওই জায়গার খোঁজ দিছে?'

'জুলকারনাইন আমাকে ফোনে বলে দিয়েছিল সে কোথায় আছে...কীভাবে যেতে হবে ওখানে।'

ইন্সপেক্টর নড়েচড়ে বসল। চকিতে তাকাল তার সঙ্গীর দিকে। ভদ্রলোক ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকিয়ে আছে।

'জুলকারনাইনের কাছে ফোন আছিল?'

মাথা নেড়ে সায় দিল সাদিয়া। 'আ-আমি ওই ফোনটা দিয়েই ওর ভিডিওটা রেকর্ড করেছিলাম।'

ভুরু কপালে উঠে গেল বাহাদুরের। 'মাইনে, জুলকারনাইনের মাফ চাওনের ভিডিওটা?'

'হুম,' মাথা নেড়ে বলল মেয়েটি।

BOIGHAR.COM

'তাইলে ভিডিওটা আপলোডও কি আপনেই করছেন!' ইন্সপেক্টর বাহাদুর নড়েচড়ে বসল আবার। তার সঙ্গীও অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে জবাবটা শোনার জন্য। দুজনেরই হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে।

১১

যে জবাবের আশা করেছিল বাহাদুর আর তার সঙ্গী, সেটা তারা পেল না। বরং মেয়েটার কথা শুনে ক্ষণিকের জন্য হলেও চুপসে গেল তারা।

আত্মগোপনে থাকা জুলকারনাইন অন্য একটা নাম্বার থেকে সাদিয়ার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে। মেয়েটার অনেক গালমন্দ হজম করার পর সে রাজি হয় ক্ষমা চেয়ে ভিডিওটা রেকর্ড করার জন্য। এরপরই সাদিয়া তাকে বলে সে দেখা করতে চায়। কেন চায় তা স্পষ্ট করে বলেনি মেয়েটি। তবে ইন্সপেক্টরের ধারণা, ইয়াবা সেবন সেই সাথে অন্য কিছুর তাড়না বোধ করেছিল বলেই ওখানে গিয়েছিল মেয়েটি। ইয়াবা আসক্তদের কী কী আনুষঙ্গিক কু-অভ্যাস গড়ে ওঠে সে জানে।

যা-ই হোক, মেয়েটা হাজারীবাগের গজমহল এলাকায় ওই ফ্ল্যাটে যাবার পর জুলকারনাইনের সাথে ইয়াবা সেবন করে। ওই ফ্ল্যাটে তখন জুলকারনাইন একাই ছিল। সব শেষে সাদিয়াই ক্ষমা চাওয়ার ভিডিওটা করার পর আপলোড করতে বলে জুলকারনাইনকে, কিন্তু দেখা যায়, তার ওই নতুন সিমে কোনো ইন্টারনেট ডেটা নেই। ব্যালান্সও তেমন ছিল না যে, ডেটা কিনে আপলোড দেবে। তবে জুলকারনাইন মেয়েটাকে আশ্বস্ত করে, একটু পর তার বন্ধু চলে এলে তাকে দিয়ে ব্যালান্স ভরিয়ে নেবে, তারপর ডেটা কিনে আপলোড দিয়ে দেবে ভিডিওটা—এ নিয়ে সে যেন চিন্তা না করে। এ কথা বলার পরই সাদিয়া ওখান থেকে চলে আসে, কিন্তু নিজের ফোনটা ভুলে রেখে আসে জুলকারনাইনের ঘরে।

সম্ভবত সাদিয়া চলে যাবার পরপরই ফ্ল্যাটটা যে ভাড়া নিয়েছিল, সেই আলতাফ বাবু নামের ছেলেটা চলে আসে। তারপর হয়তো ওখানে হানা দেয় খুনি। কিংবা এমনও হতে পারে, ওই ছেলেটা আসার আগেই জুলকারনাইনকে হত্যা করা হয়। তারপর খুনিকে চমকে দিয়ে উপস্থিত হয় বাবু। সাক্ষী-প্রমাণ না রাখার জন্য কিংবা আকস্মিক ভড়কে গিয়েও দ্বিতীয় খুনটা করা হতে পারে।

'আচ্ছা, আপনে ক্যামনে শিওর হইলেন জুলকারনাইন মারা গেছে?' সাদিয়ার কাছ থেকে সবকিছু শোনার পর জিজ্ঞেস করল বাহাদুর ব্যাপারী, 'ও তো নেশা কইরা বেঁহুশ হইয়াও থাকবার পারত তখন?'

মেয়েটা গভীর করে নিশ্বাস নিল। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা হচ্ছে এখন। 'আমি ওকে ডাকাডাকি করসিলাম...জাগানোর চেষ্টা করসিলাম...' কথাটা শেষ না করে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল সে।

'বুঝছি,' আস্তে করে বলল ইন্সপেক্টর। 'এরপর আপনে কী করলেন?'

'আ-আমি কিছুই বুঝতে পারসিলাম না...খুব ভয় পেয়ে

ওখান থেকে চলে আসি।'

একটু গাল চুলকে নিল বাহাদুর। 'আপনে যখন সেকেন্ড টাইম ওই বাসায় ঢুকলেন, তখন দরজা খুইলা দিছিল কে?'

সাদিয়ার ভুরু কুঁচকে গেল। কিছু মনে করার চেষ্টা করল সে। 'দ্-দরজা তো খোলাই ছিল!'

তথ্যটা আরও অনেক তথ্যের সাথে টুকে রাখল বাহাদুর। 'প্রথমবার যখন ওইখান থেইকা বাইর হন, তখন কি দরজা খোলাই আছিল?'

আরেকবার ঢোঁক গিলল মেয়েটা। 'এটা আমার মনে নেই।'

বাহাদুর বুঝতে পারল, মেয়েটা নেশাগ্রস্ত ছিল, দরজা লাগানোর মতো সামান্য বিষয় খেয়াল থাকার কথা নয়। 'আপনে জুলকারনাইনরে মরা দেইখা ভয় পাইয়া ফোনটা নিয়া ঘর থেইকা বাইর হওনের সময় কি কিছু দেখছিলেন? উল্টাপাল্টা কিছু? আপনেরে আসা-যাওয়া করার সময় কেউ দেখছিল? আপনে কাউরে দেখছিলেন?'

মেয়েটা আবারও নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'ভালা কইরা মনে কইরা দেখেন...এইটা খুবই জরুরি।'

'এমন কিছু তো চোখে পড়েনি...' বলল সাদিয়া। '...শুধু সেকেন্ড টাইম যখন উঠতেসিলাম, তখন এক ছেলেকে দেখছি ওপর থেকে নিচে নামতেসে। সম্ভবত ওপরতলায় থাকে। এ ছাড়া আর কিছু দেখিনি।'

'পোলাটা দেখতে কেমন?'

'চুলগুলো কেমন জানি...মানে, নোংরা...এলোমেলো...চোখে হেভি পাওয়ারের গ্লাস।'

'চশমা?'

মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটি।

'তার গায়ের রং কেমন?'

'শ্যামলা মতোন।'

'আর কিছু?' ডায়েরিতে লিখতে লিখতেই জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর।

বাহাদুরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সাদিয়া। 'আর কিছু মানে?'

'মাইনে, পোলাটার মইদ্যে কোনো অস্বাভাবিক কিছু দ্যাখছেন?'

মাথা দোলাল মেয়েটা। 'না। শুধু আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়েছিল। এই...আর কিছু না।'

'আচ্ছা।' একটা তরুণী মেয়েকে কোনো ছেলের ফ্ল্যাটে যেতে দেখলে যে কেউই বাঁকা চোখে তাকাবে। এটা এমন কিছু না। তারপরও তথ্যটা বাহাদুর ব্যাপারী গুরুত্বের সাথেই দেখছে। 'এইবার বলেন, জুলকারনাইন যে ওই বাড়িতে লুকায়া আছিল, এই কথাটা আপনে আর কাউরে বলছেন কি না?'

সাদিয়া অবাক হয়ে তাকাল। 'নাহ্। আমি কাউকে বলিনি।'

'আপনে একটু ভালা কইরা ভাইবা দেখেন...কাউরে কোনোভাবে বলছিলেন কি না?'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'না...কাউকে বলিনি। বিশ্বাস করেন!'

'জুলকারনাইন যে হাজারীবাগের গজমহলের একটা বাসায় লুকায়া আছে এইটা কিন্তু বেশি কেউ জানত না।'

মাথার এক পাশ হাত দিয়ে ডলতে লাগল সাদিয়া, যেন চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে, কিংবা স্মৃতি থেকে তুলে আনার চেষ্টা

BOIGHAR.COM

করছে কোনো অংশ। 'আ-আমি আসলে এটা কাউকে বলিনি। তবে নাফিকে বলসিলাম, ওয়ালির ফোন বন্ধ তাই জুলকারনাইন ওর কাছে মাফ চাইতে পারছে না, ও যেন দেখা করে ওয়ালিকে এটা জানিয়ে দেয়।'

'হ, এইটা আমরা জানি,' বাহাদুর তার সঙ্গীর দিকে তাকালে মাথা নেড়ে সায় দিল সে। এবার মেয়েটার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনে ওই নাফিরে আর কিছু বলেন নাই?'

'না।'

'ওই নাফির সাথে আপনে কোনখানে দেখা করছিলেন? ওর সাথে কি তখন বাইক আছিল?'

বাহাদুর ব্যাপারীর প্রশ্নে মাথা নেড়ে সায় দিল সাদিয়া। 'বাইক ছিল। আমরা দেখা করি ধানমন্ডির সাতাশে।'

বাহাদুর তার জীর্ণ ডায়েরিতে তথ্যটা টুকে নিতে নিতে জানতে চাইল, 'আপনে ওর সাথে দেখা করার পর কি সোজা হাজারীবাগে চইলা গেছিলেন?'

'হুম।'

ইন্সপেক্টর আবারও টুকে নিল তথ্যটা। 'আপনার কি মনে হয় নাফি আপনেরে ফলো করছিল বাইক নিয়া?'

কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইল মেয়েটি। 'নাহ্,' তারপর আবার কী মনে করে যেন বলে উঠল, 'আমি সে রকম কিছু দেখিনি। ও কেন আমাকে ফলো করবে? ও তো ওয়ালির বাসায় চলে গেসিল তখন।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'আচ্ছা, এইবার আপনে আপনার ফোনটা নিয়া আসেন তো।'

সাদিয়া বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল। 'কেন?'

'আপনেরে জুলকারনাইন যে নম্বর থেইকা কল দিসিল ওইদিন...ওইটা আমার লাগব।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা দামি স্মার্টফোন বের করল সাদিয়া। কল লিস্ট চেক করে একটা নাম্বার বলে দিল সে, আর বাহাদুর সেটা টুকে নিল তার ডায়েরিতে। 'এইবার বলেন, জুলকারনাইন কি আপনাগো স্কুলে ইয়াবা সাপ্লাই দিত?'

সাদিয়া চুপ মেরে রইল।

'আমাগো কাছে অভিযোগ আছে, পোলাটা এই কাজ করত। স্কুলের অনেকেই এইটা স্বীকার করছে।'

মাথা নিচু করে ফেলল মেয়েটি।

'কদ্দিন ধইরা আপনে এইসব খাওয়া শুরু করছেন?'

সাদিয়া নিশ্চুপ।

'চুপ থাকলে তো হইব না...আমার কথার জবাব দিতে হইব,' তাড়া দিল বাহাদুর।

'বেশি দিন না...লাস্ট ইয়ার থেকে,' কাঁচুমাচু হয়ে বলল মেয়েটা।

'আপনে ছাড়া আর কয়জনরে সে এই নেশায় টাইনা আনছে?'

'স্কুলের বিশ-পঁচিশ জন ওর কাছ থেকে নেয়...' ঘাড়ের পেছনে একটু চুলকে নিল এবার।

'জুলকারনাইন ছাড়া আর কেউ এইসব জিনিস সাপ্লাই দিত?'

মাথা দোলাল মেয়েটি।

'এই ইয়াবা সাপ্লাই নিয়া কি জুলকারনাইনের সাথে কোনো গন্ডগোল হইছিল স্কুলের কারও সাথে?'

'না।'

'জুলকারনাইন তাইলে ওয়ালিরে মারপিট করল ক্যান?' ইন্সপেক্টর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে।

'ভিডিওতে সে বলতাছিল, ওয়ালি একটা গুটিবাজ...সে কী গুটিবাজি করছে?'

গভীর করে দম নিয়ে নিল সাদিয়া। 'ও আমাকে বলসিল জুলকারনাইন বাজে ছেলে, নেশা-টেশা করে, অনেক মেয়ের সাথে ওর রিলেশন আছে,' একটু থামল সে। 'ও আবার জুলকারনাইনরে বলসে...' গভীর করে দম নিয়ে নিল, '...আমার নাকি ক্যারেক্টার খারাপ।'

'ওয়ালি ক্যান এইটা করল?'

কপালের ডান পাশটা চুলকে নিল সাদিয়া। 'ও আমাকে লাইক করত, কিন্তু আমি ওরে পাত্তা দিতাম না।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'এই কথাটা জুলকারনাইনরে আপনে বইলা দিছিলেন?'

অনুশোচনায় ঢোক গিলল মেয়েটি।

'তাইলে এই বিষয়টা নিয়াই গন্ডগোল...আর কোনো বিষয় নাই?'

'না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' কথাটা বলেই ডায়েরিটা বন্ধ করে দিল বাহাদুর। তার জেরা করা শেষ। 'আপনে এখন যাইতে পারেন। পরে দরকার হইলে আমি আবার আপনের সাথে কথা বলুম।'

মেয়েটা ভয়ার্ত হরিণের মতো দ্রুত চলে গেল পাশের ঘরে, সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলেন তার রাজনীতি করা বাপ।

'আমরা তাইলে উঠি,' বাহাদুর উঠে দাঁড়িয়ে বলল। তার সঙ্গীও উঠে দাঁড়িয়েছে। 'পরে দরকার হইলে আবার আসুমনে।'

ভদ্রলোকের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। কোনো কিছু না বলে আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলেন কেবল।

'আপনের মাইয়া তো অ্যাডিক্টেড...ইয়াবা খায়,' বাহাদুর বেশ সহজ ভঙ্গিতেই কথাটা বলল। 'তারে রিহ্যাব করান। দেরি কইরেন না।'

সাদিয়ার বাবা বিব্রত হলেন নাকি বিরক্ত হলেন, বোঝা গেল না।

'এমন সময় সন্তানের পাশে বাবা-মায়ের থাকন লাগে...আপনারা এইটা নিয়া এমন কিছু কইরেন না, যাতে মাইয়াটা খারাপ রাস্তা থেইকা ফিরা আসার আগ্রহ হারায়া ফালায়।'

মেয়ের বাবা অবাক হলেন পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে এমন কথা শুনে।

'যা-ই হোক, সন্তানই তো...তার পাশে দাঁড়ান। তারে এই বিপদ থেইকা উদ্ধার করেন। সে খারাপ পোলাপানের খপ্পরে পড়ছে, তার এখন আপনাগো সাপোর্ট দরকার।'

গভীর করে দম নিলেন ভদ্রলোক, তারপর মাথা নেড়ে সায় দিলেন, যদিও প্রসঙ্গটা তার কাছে প্রীতিকর বলে মনে হচ্ছে না। 'এই কেসে ওর কি ইনভলভমেন্ট, অফিসার?' প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলেন সাদিয়ার বাবা।

'সেইটা তো তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাইব না।'

বাহাদুরের দিকে আতঙ্কভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন ভদ্রলোক।

'আপনের মাইয়া যেন এই সময়ের মইদ্যে ঢাকার বাইরে না যায়।'

আক্ষেপে মাথা দোলালেন সাদিয়ার বাবা।

'আমরা তাইলে যাই,' কথাটা বলেই উদ্বিগ্ন এক পিতাকে মূর্তির মতো দাঁড় করিয়ে রেখে সঙ্গীকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল ইন্সপেক্টর বাহাদুর ব্যাপারী।

BOIGHAR.COM

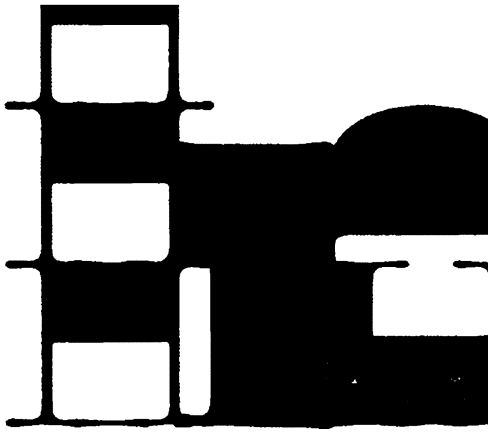

১২

'আপনি কি শিওর, এই মেয়েটাকে ফলো করেই খুনি জুলকারনাইনের খোঁজ পেয়েছে?' সাদিয়াদের বাড়ি থেকে বের হতেই প্রশ্নটা করল বাহাদুরের সঙ্গী।

মাথা নেড়ে সায় দিল ইন্সপেক্টর। 'এখন পর্যন্ত তা-ই মনে হইতাছে।'

'তাহলে ওয়ালির বন্ধু নাফি, তাকে সন্দেহ করছেন না?'

'ওই ছেলেটা তো তখন ওয়ালির বাসায় গেছিল...টাইমিংও তা-ই কয়। তারপরও দরকার পড়লে তারেও পুছতাছ করুম।'

'হুম। তা ঠিক।'

বাহাদুর আস্তে ধীরে হাঁটছে। 'আইজকার মতো কাজ শ্যাষ...আবার কাইল শুরু করতে হইব।'

'আপনি কি এখন থানায় ফিরে যাবেন?'

'নাহ্। বাসায় যামু। একটু বিশ্রাম নিতে হইব।'

'আপনার বাসা কোথায়? খুব কাছে নাকি?'

দাঁত বের করে হাসল ইন্সপেক্টর। 'আমি থাকি জিগাতলায়...এইখান থেইকা বেশি দূরে না।' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনে কই থাকেন?'

'উত্তরা...নয় নাম্বার সেক্টরে।'

'তাইলে তো অনেক দূর। যে জ্যাম পড়ে...দুই ঘণ্টার আগে ওইখানে যাইতে পারবেন না।'

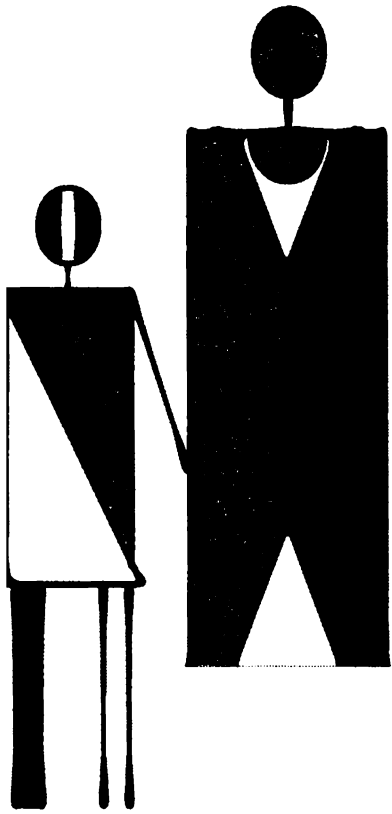

'আমি অবশ্য এখনই বাসায় যাচ্ছি না। সন্ধ্যার পর যাব।'

'ও,' বলল ইন্সপেক্টর।

'সিগারেট খাবেন?'

'নাহ্। ইচ্ছা করতাছে না।'

কিছুটা পথ কোনো কথা না বলেই চুপচাপ হেঁটে গেল তারা দুজন।

'আমি তো ভাবছিলাম আপনেরে লইয়া বিপদেই পড়ুম,' বাহাদুর বলল হাঁটতে হাঁটতেই।

'কিসের বিপদ?' অবাক হলো তার তরুণ সঙ্গী।

'এই যে...লেখক মানুষ...লোকজন আপনেরে চিইনা ফালাইব।'

হেসে ফেলল লেখক। বিনয়ের সাথে বলল, 'আমি অত বিখ্যাত লেখক নই যে পথেঘাটে আমাকে দেখেই পাঠক চিনে ফেলবে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'এইটা এক দিক থেইকা ভালাই হইছে। চিইনা ফালাইলে তো বিপদ। নানান কথা উঠব...পুলিশের সাথে আপনে ঘোরাঘুরি করতাছেন ক্যান...এই কেসে আপনের কাজটা কী,' কথাটা বলে তাকাল লেখকের দিকে। 'বুঝলেন না?'

মাথা নেড়ে সায় দিল তরুণ। 'তা তো ঠিকই। তবে বইতে আমার যে ছবি দেওয়া আছে, সেটা দেখে আমাকে চেনার সম্ভাবনা খুবই কম। দু-একজন যদি চিনেও ফেলে, আমি খুব সহজেই অস্বীকার করতে পারব।'

অবাক হলো বাহাদুর। 'বইতে যে ছবি দিছেন, সেইটার সাথে আপনের মিল নাই?'

'মিল তো আছেই...তবে এই যে, এখন আমি ক্লিন শেভ্ড...বইতে কিন্তু হালকা চাপদাড়ি আছে। আর চুলও সেখানে একটু বড়, এখন ছোট করে ফেলেছি। তার

BOIGHAR.COM

চেয়েও বড় কথা, এখন আমি চশমা পরছি না।'

'আগে কি চশমা পরতেন?'

'আগে পরতাম, বইতে সেই ছবিই দেওয়া আছে।'

'এখন পরেন না ক্যান?'

'গত মাসে ল্যাসিক করিয়েছি।'

'কী করাইছেন?' স্পষ্টই বোঝা গেল ল্যাসিক শব্দটার সাথে বাহাদুর পরিচিত নয়।

'একধরনের চোখের অপারেশন...ওটা করলে আপনার চোখ আবার স্বাভাবিক পাওয়ার ফিরে পাবে।'

'কন কী?' অবাক হলো ইন্সপেক্টর। 'ছানি অপারেশনের মতো নাকি?'

'না না, সে রকম কিছু না। এটা লেজার ট্রিটমেন্ট। কোনো কাটাছেঁড়া নেই। দশ-পনেরো মিনিটের ব্যাপার।'

'ও,' বাহাদুরকে দেখে অবশ্য মনে হলো না সে বুঝতে পেরেছে, তবে এই বিষয় নিয়ে যে সে খুব আগ্রহী বোঝা গেল। 'খরচ কিমুন?'

'পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজারের মতো।'

অঙ্কটা শুনে বাহাদুর চুপসে গেল যেন। 'যা-ই হোক, আপনেরে যে চিনতে পারে নাই এইটা ভালাই হইছে।'

'আপনি এটা নিয়ে একদমই ভাববেন না।' লেখক তাকে আশ্বস্ত করল।

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। তারা দুজন মেইন রোডের কাছে চলে এসেছে। সেখান থেকে আগামীকাল কখন আবার কাজ শুরু করবে, সেটা জেনে নিয়ে একে অন্যকে বিদায় জানিয়ে তারা দুজন চলে গেল দুদিকে।

১৩

হাজারীবাগের সদরঘাট-গাবতলী রোডের কাছে একটা মেসে থাকে রাহাত আহমেদ—ওয়ালির ছোটবেলার শিক্ষক—তার মায়ের দূর সম্পর্কের এক কাজিন। পরদিন সকালে, প্রথমে ফোন করে ভদ্রলোকের সাথে যখন বাহাদুর যোগাযোগ করে, তখন সে খুবই অবাক হবার ভান করেছিল—জুলকারনাইনের হত্যাকাণ্ডের কেসে তাকে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এটা নিয়ে বারবার জানতে চেয়েছিল। বাহাদুর অবশ্য সে ব্যাখ্যা দেয়নি। বলেছে, দেখা করেই সবটা বলবে। ভদ্রলোক এটা শোনার পর আর কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। এরপরই লেখককে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এসেছে এই এক কামরার ঘরে।

রাহাত আহমেদকে দেখেই চমকে ওঠে লেখক আর বাহাদুর ব্যাপারী। তারা একে অন্যের দিকে চকিতে দৃষ্টি বিনিময়ও করে। তবে এ পর্যন্তই। এর বেশি কিছুর দরকারও নেই, যা বোঝার দুজনই বুঝে গেছে।

লোকটা যেখানে থাকে, সেখান থেকে জুলকারনাইনের হত্যাকাণ্ডের জায়গাটা খুব কাছেই—মাত্র সাত-আট মিনিটের হাঁটাপথ। হাজারীবাগের মধ্যে হলেও সদরঘাট-গাবতলী রোডের কাছে।

এই লোকটা একই এলাকায় থাকে, আর তাকে দেখে যে বাহাদুর ও লেখক চমকে গিয়েছিল—এ দুটো কারণে এখন সন্দেহের তির তার দিকেই নিবদ্ধ হচ্ছে।

রাহাত আহমেদের বয়স পঁয়তাল্লিশের নিচে হবে না,

তবে তাকে দেখে আরও বেশি বয়স্ক মনে হয়। লোকটা সত্যিকার অর্থে কোনো পেশার সাথে জড়িত নয়—এখনো টিউশনি করেই চলে—যে কাজ সে করত আজ থেকে এক-দেড় যুগ আগেও।

ঘরে ঢুকেই ভালো করে দেখে নিয়েছিল বাহাদুর। ঘরের এক কোণে একটা আমকাঠের সস্তা চৌকি আর রিডিং টেবিল-চেয়ার, স্টোভের একটা চুলা আর ছোট্ট একটা বুকশেলফ। তাতে প্রচুর বই দেখে বাহাদুর ফিরে তাকিয়েছিল তার সঙ্গীর দিকে। ইন্সপেক্টরকে আশ্বস্ত করার ইশারা করেছিল লেখক।

এই ঘরটাই রাহাত আহমেদের সংসার। এখানেই শোয়, রান্নাবান্না করে। তবে টয়লেটটা চোখে পড়ল না। সম্ভবত আশপাশে কোথাও টয়লেট আছে। এ রকম ছোট ছোট বেশ কিছু ঘর নিয়ে একটা কলোনির মতো তৈরি করা হয়েছে। নিশ্চয় সকালবেলা একমাত্র টয়লেটটাতে যাবার জন্য এখানকার ভাড়াটেদের বদনা হাতে লাইন ধরতে হয়। দৃশ্যটা লেখক কল্পনা করে নিল।

'আপনে ওইদিন ওয়ালির মায়ের সাথে দেখা করতে গেছিলেন ক্যান?' বাহাদুর জিজ্ঞেস করল তাকে। সে এবং লেখক বসেছে আমকাঠের চৌকিতে, আর রাহাত আহমেদ বসেছে ঘরের একমাত্র চেয়ারটাতে। একটু নড়াচড়া করলেই সেই চেয়ার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে আর্তনাদ করছে।

'ও আমার কাজিন হয়...ওর সাথে আমি দেখা করতে পারি না? আশ্চর্য!' বাঁকা হাসি দিয়ে বলল লোকটা। তার কণ্ঠ দুর্বল, জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মতো একটু কুঁজোও, তবে কণ্ঠে আর ভাবভঙ্গিতে ভয়ের লেশমাত্র নেই। ওয়ালির মায়ের মতোই এই লোক প্রমিত বাংলায় কথা বলে।

'তা তো করবারই পারেন,' সহমত পোষণ করল বাহাদুর।

রাহাত আহমেদ মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'ওয়ালিকে আমি বেশ কয়েক বছর পড়িয়েছি। ওর পড়াশোনার হাতেখড়ি আমার কাছেই। ওকে আমি খুব স্নেহও করি। তাই যখন ওর মার খাওয়ার ভিডিওটা দেখলাম, তখন স্বাভাবিক কারণেই খোঁজখবর নিতে গেছিলাম।'

'তাইলে বাড়িতে না গিয়া বাড়ির বাইরে দেখা করলেন ক্যান?'

প্রশ্নটা শুনে ভদ্রলোক অবাক হলো না। সম্ভবত ওয়ালির মা তাকে ফোন করে আগেভাগে বলে দিয়েছে সবকিছু। 'ওয়ালির বাবা আমাকে পছন্দ করে না।'

'হুম,' বাহাদুর এ জবাবে সন্তুষ্ট হলো। 'আপনি যখন ওয়ালিরে পড়াইতেন, তখন ওয়ালির বাবা কই আছিল?'

প্রশ্নটা বেখাপ্পা লাগাতে রাহাত সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেল, তবে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিল, 'জাপানে।'

'ভদ্রলোক কি ছেলের জন্মের পরপরই জাপানে চইলা গেছিলেন?'

গভীর করে দম নিল রাহাত আহমেদ। 'না। বিয়ের আগেও জাপানেই ছিল...বিয়ের পরপর আবার চলে যায়।'

'পুরোপুরিভাবে দেশে আসছেন কবে?'

রাহাত আহমেদ এমন ভাব করল, যেন তাকে অবান্তর সব প্রশ্ন করা হচ্ছে। একান্ত অনিচ্ছায় জবাব দিল, 'ওয়ালির বয়স যখন আট কি নয়, তখন।'

BOIGHAR.COM

'ও,' তথ্যটা ডায়েরিতে টুকে নিল বাহাদুর। 'আপনার সাথে কি ওয়ালির মায়ের অ্যাফেয়ার ছিল?'

এ রকম সরাসরি প্রশ্ন শুনে রাহাত আহমেদ এবং লেখক দুজনই অবাক হলো।

'ওই ছেলেটার খুনের সাথে এসবের কী সম্পর্ক?' একটু চটেই গেল ভদ্রলোক। 'আপনি মানুষের ব্যক্তিগত সব বিষয় জানতে এসেছেন নাকি?'

বাহাদুর প্রসন্নভাবে হাসল। 'সম্পর্ক না থাকলে তো খামোখা জিগাইতাম না। এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার শুনতে আমারও ভালা লাগে না। কিন্তু চাকরি করি পুলিশের...ইচ্ছা না থাকলেও অনেক সময় অনেক কিছু জিগাইতে হয়।'

ভদ্রলোক অনেক কষ্টে নিজের রাগ দমন করে বলল, 'ওরকম কিছু না...আমরা সমবয়সী, একসাথে পড়াশোনা করেছি...এ-ই।'

'তাইলে ওয়ালির বাবা আপনেরে অপছন্দ করার কারণ কী? আপনের সাথে তার কোনো সমস্যা হইছিলনি?'

মাথা দোলাল রাহাত আহমেদ। 'না। কোনো সমস্যা হয়নি। আর সে আমাকে কেন অপছন্দ করে, সেটাও আমি জানি না।'

মাথা নেড়ে সায় দিল বাহাদুর। 'ওইদিন ওয়ালির মায়ের সাথে দেখা করবার পর আপনে কই গেছিলেন?'

'আমার ঘরে চলে আসি...এখানে।'

বাহাদুরের চোখ কপালে উঠে গেল। চকিতে তাকাল পাশে বসে থাকা লেখকের দিকে। তারপর আবারও ভদ্রলোকের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'আপনে যে ঘরে চইলা আসছিলেন তার কি কোনো সাক্ষী আছে? মাইনে, কেউ দ্যাখছে?'

'কী বলতে চাইছেন?' লোকটার চোখেমুখে অবিশ্বাস। 'আমি আমার ঘরে কখন এলাম না এলাম এটার আবার সাক্ষী রাখতে হবে? আজব কথা তো!'

'আহা,' মৃদু প্রতিবাদ করে উঠল বাহাদুর। 'সাক্ষী রাখতে হইব বলি নাই তো...বললাম, কেউ দ্যাখছে কি না।'

'না, বুঝলাম না। তবে যেটা বুঝতে পারছি, সেটা হলো আপনারা আমাকে সন্দেহ করছেন ওই খুনের ব্যাপারে।'

'তদন্তের সময় এই রকম সন্দেহ পুলিশ করতেই পারে,' আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল বাহাদুর। 'এইটাই পুলিশের কাজ। এইখানে দোষের কী আছে।'

'তাই বলে এ রকম হাস্যকর সন্দেহ?' লোকটা একটু তেতে উঠল। 'আমার দূর সম্পর্কের এক কাজিন...তার ছেলের সাথে এক সহপাঠীর ঝগড়া হয়েছে...ঝগড়ার পর ওই ছেলেটা খুন হয়েছে...আর সেই কেসে কিনা সন্দেহ করা হচ্ছে আমাকে!' মাথা দোলাল রাহাত আহমেদ। 'আমার আর কিছু বলার নেই।'

লোকটার কথা শুনে বাহাদুর হাসল নিঃশব্দে। 'আপনে তো পুলিশ না...পুলিশ হইলে বুঝতেন কত জ্বালা। পুলিশ যদি আগে থেইকা ভাইবা বইসা থাকে, এই লোক এমন কাজ করবার পারে না, ও খুনটা করে নাই, তাইলে খুনির নাগাল ক্যামনে পাইব?'

রাহাত আহমেদ কিছু না বললেও একধরনের তাচ্ছিল্যের হাসি লেগে আছে তার মুখে।

'একটা বাচ্চা খুন হইলে আমরা মায়েরেও সন্দেহ করি...কাউরে ছাড়ি না।' একটু থেমে আবার বলল বাহাদুর, 'এখন আপনেই কন, মা কি নিজের বাচ্চারে খুন

করবার পারে? এইটা এক্কেবারে আজগুবি চিন্তা না?'

এবার রাহাত সাহেবের তাচ্ছিল্যভরা হাসি মিইয়ে গেল। সে-ও জানে, নানান কারণে মা-বাবারাও নিজের সন্তানকে হত্যা করছে আজকাল—এ রকম খবর পত্রিকার পাতায় মাঝেমধ্যেই ঠাঁই পায়।

বাহাদুর এবার লেখকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিল কেবল।

'তা ছাড়া,' ইন্সপেক্টর আবার রাহাত আহমেদের দিকে ফিরে তাকাল। 'আমার সন্দেহটা কিন্তু একদম এমনি এমনি হইতাছে না...এইটার পিছনে কিছু কারণও আছে।'

'কী কারণ আছে?' ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল।

'আছে আছে...সব কারণ বলা যায় না।'

'তাহলে যেগুলো বলতে পারবেন সেগুলো অন্তত বলেন?' তির্যকভাবে বলল রাহাত আহমেদ।

'এই যে, ভিকটিম যেখানে খুন হইছে তার খুব কাছাকাছি থাকেন আপনে।'

'এটা একটু বেশি হাস্যকর হয়ে গেল না?' অবিশ্বাসে মাথা দোলাল ওয়ালির একসময়কার টিউটর।

বাহাদুর অভিব্যক্তি না পাল্টে বলল এবার, 'ওয়ালিরে আপনে খুব স্নেহও করেন...নিজের সন্তানের মতো দেখেন...' শেষ কথাটা বলে স্থির দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইল সে।

মনে হয় ইঙ্গিতটা ধরতে পারল রাহাত আহমেদ। ভুরু কুঁচকে বলল সে, 'আমি কি আপনাকে বলেছি, ওয়ালিকে আমি নিজের সন্তানের মতো দেখি?'

'না, তা কন নাই। তয়, ছাত্রগো তো শিক্ষকেরা সন্তানের মতোই দেখে, নাকি?' সমর্থন পাবার জন্য পাশে বসা লেখকের দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর। লেখক অবশ্য কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

নিজের রাগ দমন করে রাহাত সাহেব বলল, 'এখন বলেন, আর কী জানতে চান?'

'ওইদিন ওইখান থেইক্যা সোজা নিজের ঘরেই ফিরা আসছিলেন...আর কোথাও যান নাই?'

'এটা তো বললামই একটু আগে,' ভদ্রলোক কাটাকাটাভাবে জবাব দিল।

মাথা দোলাল বাহাদুর। 'ঠিক আছে। আমরা তাইলে যাই। পরে দরকার পড়লে আবার আসব।'

বাহাদুর আর লেখক একই সাথে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু রাহাত আহমেদ চেয়ারেই বসে রইল। তার চোখেমুখে চাপা রাগ।

১৪

হাজারীবাগের সদরঘাট-গাবতলী রোডে এসে রিকশা খোঁজার আগে একটা সিগারেট ধরাল বাহাদুর ব্যাপারী। একটা টান দিয়েই লেখকের দিকে তাকাল সে।

'কী বুঝলেন?'

কাঁধ তুলল লেখক। 'কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে অনেক কিছুই মাথায় ঘুরছে।'

'কী ঘুরতাছে?' হেসে জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

'লোকটার চেহারা...ওয়ালির সাথে বেশ মিল আছে।'

BOIGHAR.COM

মাথা নেড়ে ধোঁয়া ছাড়ল বাহাদুর। 'হুম। মিলটা একটু বেশিই...যে কেউ দেখলেই বুঝবার পারব।'

'এ কারণেই তাহলে ওয়ালির বাবা লোকটাকে দেখতে পারে না?'

বাঁকা হাসি দিল ইন্সপেক্টর। 'বিয়া কইরা বউ রাইখা বিদেশে গেলে এমনই হয়।' যেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে কথাটা বলল সে।

লেখক অবশ্য কিছুই বলল না। তবে তার মনেও একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ওয়ালির মায়ের কাজিন হয় লোকটা, দুজনই সমবয়সী, একসাথে পড়াশোনাও করেছে। তারপর বিদেশে থাকা পাত্রের কাছে বিয়ে দেওয়া হয়েছে ভদ্রমহিলাকে—চালচুলোহীন কারোর সাথে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে এটাই সঠিক কাজ বলে মনে করেছে তার অভিভাবকেরা। একটা অসমাপ্ত প্রেমের গন্ধ পাচ্ছে লেখক। যে প্রেম বিয়ের পরও পুরোপুরি বিচ্ছেদের শিকার হয়নি, সঙ্গোপনে চলেছে বহুকাল ধরে। হয়তো সেটার ক্ষীণ ধারা এখনো বজায় আছে।

মাথা থেকে এই চিন্তাটা বাদ দিয়ে লেখক তাকাল বাহাদুরের দিকে। সিগারেট টেনে যাচ্ছে আর কী যেন ভাবছে। 'আপনার কী মনে হচ্ছে, ইন্সপেক্টর সাহেব?'

লেখকের দিকে না তাকিয়েই বলল বাহাদুর, 'অনেক কিছু।' তারপর সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'ওয়ালি যদি এই লোকের সন্তান হইয়া থাকে, তাইলে জুলকারনাইনের ওপরে তার রাগ হওনেরই কথা।'

'হুম, কিন্তু তাই বলে খুন করার মতো কিছু করতে যাবে?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল লেখক।

'যাইতেই পারে, তারে কে সন্দেহ করব? সে কে? ওয়ালির মায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়...তারে নিয়া কে মাথা ঘামাইতে যাইব, কন?'

মাথা নেড়ে সায় দিল লেখক। এ রকম অবস্থানে থাকার সুযোগ নিতেই পারে লোকটা।

'আবার জুলকারনাইন যেইখানে খুন হইছে, সেই এলাকায়ই থাকে।'

'যদি তা-ই হয়, তাহলে এই লোক কীভাবে জানতে পারল জুলকারনাইন ওই বাড়িতে লুকিয়ে আছে?'

লেখকের দিকে তাকাল বাহাদুর। 'হয়তো তারে এই এলাকায় ঢুকতে দেখছে? এইটার চান্স তো আছেই, আছে না?'

'তা আছে,' সায় দিল লেখক। 'ভিডিওটা দেখার কারণে জুলকারনাইনকে তার চেনারই কথা।'

'হুম,' বাহাদুর ব্যাপারী উদাস হয়ে বলল।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কিছু বলল না।

'এখন কোথায় যাবেন?' অবশেষে লেখকই মুখ খুলল।

'একটু বাসায় যাইতে হইব আমার...' বাহাদুর হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল। 'একটা ওষুধ খাওনের টাইম হইয়া গেছে। ভুলে সেইটা নিয়া বাইর হই নাই আইজ।'

'ও,' ছোট্ট করে বলল লেখক। 'তাহলে কি আমি আজকে চলে যাব?'

'আরে না, আমার সাথে চলেন...ওষুধটা খাইয়া একটু জিরামু...তারপর আবার কাজে নামুমনে।'

লেখক কিছু বলল না।

বাহাদুর একটা রিকশা ডেকে উঠে বসল, তাকে অনুসরণ করল লেখক। তাদের রিকশাটা চলতে শুরু করল জিগাতলার উদ্দেশে।

'আমি তো ভাবছিলাম এইবার বুঝি আপনেরে চিইনা ফালাইব।'

হেসে ফেলল লেখক। 'ওই লোকের বুকশেলফ দেখে আমি কিন্তু বুঝে গেছিলাম, আমাকে চিনবার কথা না।'

'ক্যান?' অবাক হলো বাহাদুর।

'সে অন্য ধরনের বই পড়ে। আমি যে ধরনের লিখি, সেগুলো সাধারণত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাই বেশি পড়ে।'

'আপনে আসলে কী ধরনের লেখেন?' অবশেষে এ কয়দিন পর জানতে চাইল বাহাদুর ব্যাপারী।

'এই ধরুন, আপনি যে ধরনের কাজ করেন...সে রকম।'

অবাক হলো ইন্সপেক্টর। 'বুঝলাম না?'

'গোয়েন্দা গল্প বলতে পারেন,' লেখক বলল। যদিও নিজের লেখাকে গোয়েন্দা গল্প বলতে তার ভীষণ অনীহা। তারপরও বাহাদুর ব্যাপারীর মতো লোকজনকে সহজে বোঝানোর জন্য এটা বলাই সব দিক থেকে ভালো।

'ও,' মাথা নেড়ে সায় দিল ইন্সপেক্টর। 'কিরীটী রায় টাইপের?'

হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল লেখক। যদিও এই তুলনাটাও তার অপছন্দের।

বাহাদুর ব্যাপারী দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আপনে এই কেসটা নিয়া এত ইন্টারেস্টেড হইলেন ক্যান?'

ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল লেখক। সত্যিটা বলবে কি না দ্বিধায় পড়ে গেছে খানিকটা। 'আসলে,' অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কী বলবে, 'দীর্ঘদিন ধরে লিখতে লিখতে হঠাৎ করেই মনে হলো, এবার একটু সত্য কাহিনির ওপর ভিত্তি করে কিছু লিখব...মানে, একদম রিয়েল স্টোরি...রিয়েল ডিটেক্টিভ...তাদের ইনভেস্টিগেশন প্রক্রিয়াটা যেমন হয়...সে রকম কিছু আর কি।'

'ও,' বাহাদুর আর কিছু বলল না।

কিন্তু লেখক আসলে যা বলল, সেটা পুরোপুরি সত্য নয়। বাহাদুরকে যা বলেছে সেটা ঠিকই আছে, কিন্তু এর পাশাপাশি আরও যে সত্যটা আছে সেটা হলো, তার খুব ইচ্ছে ছিল এমন একজন সত্যিকারের পুলিশ ইন্সপেক্টরকে খুব কাছ থেকে তদন্ত করতে দেখা, যার মধ্যে কোনো গ্ল্যামার নেই; তথাকথিত স্মার্টনেসও নেই যার মধ্যে; চৌকস গোয়েন্দা বলতে যা যা বোঝায় তার সবকিছু অনুপস্থিত। কিন্তু অভিজ্ঞতায় বেশ সমৃদ্ধ। আর অবশ্যই সৎ একজন মানুষ। নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান। সাধারণ জনগণ পুলিশ নিয়ে যা-ই ভেবে থাকুক না কেন, লেখকের ধারণা, পুলিশেও অনেক সৎ আর নিষ্ঠাবান লোকজন আছে। তাদেরই একজনকে খুব কাছ থেকে তদন্ত করতে দেখার ইচ্ছে ছিল। এ কারণে তার মেজ ফুফা, আইজি সাহেবকে নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল সে। তার এমন আবদার শুনে ফুফা হেসে বলেছিলেন, 'লেখকের গল্পের ভান্ডার এত সহজে ফুরিয়ে গেল!' যা-ই হোক, সেই ফুফাই খোঁজখবর নিয়ে বাহাদুর ব্যাপারীসহ চার-পাঁচজন অফিসারের কথা তাকে জানান। তাদের মধ্য থেকে বাহাদুরকে বেছে নেওয়ার কারণটা ছিল একেবারেই অদ্ভুত—লোকটার অপ্রচলিত নাম!

বাহাদুরকে বেছে নেবার পর আইজি সাহেব হাজারীবাগ থানায় ফোন করে ওসিকে বলে দিয়েছিলেন, এই ইন্সপেক্টর এরপর নতুন কোনো মার্ডার কেসের দায়িত্ব পেলেই যেন

BOIGHAR.COM

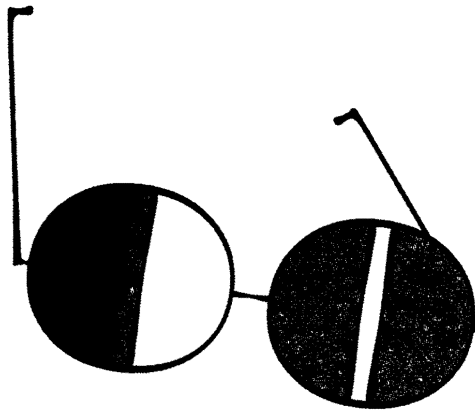

তাকে জানানো হয়। তার ওয়াইফের এক লেখক ভাতিজা...

রিকশাটা থামতেই লেখকের চিন্তাভাবনা থমকে গেল। তারা এসে পড়েছে জিগাতলার এক গলির শেষ মাথায়।

'নামেন,' লেখককে বলে বাহাদুর রিকশা থেকে নেমে পড়ল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গলির বাম দিকের একটা বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল সে। 'দুই বছর আগে হাজারীবাগ থানায় বদলি হইয়া আসার পর থেইকা এইখানেই থাকি। আমার থানা থেইকা খুব কাছে।' একটা পুরোনো আমলের বাড়ির দুয়ার পেরিয়ে যেতে যেতে বলল।

বাড়িটা দেখে লেখকের মনে হলো এটা স্বাধীনতার পর নির্মাণ করা হয়েছে। তিন দিকে চার-পাঁচটা ঘর আর মাঝখানে ছোট্ট একটা দুয়ার। দোতলা বাড়িটার সিঁড়ি দুয়ারের বাম পাশের একটা ঘর ঘেঁষে উঠে গেছে ওপরে। বাহাদুর সেই সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। ওঠার সময় বেশ বেগ পেল সে। বোঝাই যাচ্ছে হাঁটুতে সমস্যা আছে।

'আমার আবার বাতের সমস্যা...' লেখকের উদ্দেশে বলল ইন্সপেক্টর। 'হোমিপ্যাথি খাইতাছি দুই মাস ধইর‍্যা...' দোতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে এসে একটা দরজায় টোকা দিল সে। 'এর আগে অনেক ডাক্তার দেখাইছি...ওষুধ খাইছি...কাজ হয় নাই।'

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দিল এক বৃদ্ধ মহিলা। বাহাদুরের সাথে লেখককে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরের ভেতরে চলে গেল। বয়স দেখে লেখক আন্দাজ করল ইন্সপেক্টরের মা হতে পারে।

'আমার ওয়াইফের বড় বইন...' বাহাদুর বলল। 'আমাগো সাথেই থাকে এখন।'

দোতলার দুটো ঘর নিয়ে থাকে হাজারীবাগ থানার ইন্সপেক্টর বাহাদুর ব্যাপারী। ঘরের সাজসজ্জা আর্থিক অসচ্ছলতার সাথে সাথে সততাকেও ফুটিয়ে তুলেছে।

প্রথম ঘরটা একই সাথে ড্রয়িংরুম এবং বাহাদুরের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয় সম্ভবত। দেয়ালে টাঙানো হ্যাঙ্গার আর তাতে বাহাদুরের জামাকাপড় দেখে তা-ই মনে হলো লেখকের। দুটো চেয়ার, একটা স্টিলের আলমারি আর সিঙ্গেল খাট ছাড়া ঘরে কিছু নেই।

'বসেন,' ফ্যানের সুইচ অন করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লেখককে বসতে বলল ইন্সপেক্টর। 'আমি একটু

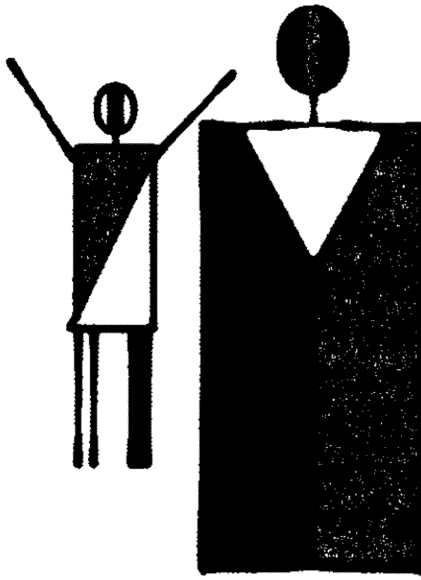

আসতাছি,' কথাটা বলেই ভেতরের ঘরে চলে গেল সে।

চেয়ারে বসে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল লেখক। সে যখন এই তদন্ত শেষে বাহাদুর ব্যাপারীর ঘরের বর্ণনা দেবে, তখন যেন কোনো ডিটেইল বাদ না যায়। ঘরের ডান দিকে পুরোনো দিনের লোহার শিকের একটা খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জিগাতলার অপরিকল্পিত ঘনবসতি আবাসিক এলাকার একটি অংশ দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু বাড়ির বাইরের অংশ পলেস্তারা করা নেই, যেগুলোর আছে সেগুলোও মলিন আর রং উঠে যাওয়া। তবে এসব জীর্ণ বাড়িঘরের মাঝেমধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে তেড়েফুঁড়ে উঠছে নতুন নতুন সব দালান, আর সেগুলোর প্রায় সব কটাই পাঁচ-ছয়তলার নিচে নয়।

একটা শব্দ হতেই দরজার দিকে তাকাল লেখক। সাদা কলেজ ড্রেস আর মোটা কাচের চশমা পরা এক তরুণী এইমাত্র প্রবেশ করেছে ঘরে। লেখককে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে সে। তার চোখেমুখে অপার বিস্ময়।

'আপনি!'

১৫

বাহাদুর ব্যাপারীর একমাত্র মেয়ে নিঝুমের বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, তার বাসায় বসে আছে তারই প্রিয় লেখক অনুপম হাসান। কলেজ থেকে বাসায় ফিরে এসে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছে সে। কয়েক মুহূর্ত পর যখন সত্যি সত্যি বুঝতে পারল লেখকই বসে আছে, তখন আনন্দে আর বিস্ময়ে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল। মেয়ের চিৎকার শুনে বাহাদুর পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে। তারও বুঝতে কয়েক সেকেন্ড লেগেছিল যে, সঙ্গে করে যাকে নিয়ে এসেছে সে তার মেয়ের প্রিয় লেখক।

এ কদিনে বাহাদুরের ধারণা ছিল, যাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে লেখক হিসেবে তেমন একটা পরিচিত নয়। এ পর্যন্ত যতগুলো জায়গায় গেছে, যত মানুষের সাথে কথা হয়েছে, তাদের কেউই ভদ্রলোককে চিনতে পারেনি। অথচ

BOIGHAR.COM

নিজের বাড়িতেই যে তার ভক্ত আছে, সেটা কে জানত!

বাহাদুর আরও বুঝতে পারছে তার মেয়ে নিঝুমের সাথে লেখকের আগে থেকেই পরিচয় আছে—ফেসবুক নামে যে জিনিসটার প্রতি বর্তমান তরুণসমাজ আসক্ত, সেখানেই তাদের টুকটাক আলাপ হয় মাঝেমধ্যে।

'আব্বু, তুমি ওনাকে চিনতে পারোনি! উনি অনুপম হাসান! আমার প্রিয় লেখক!' নিঝুমের এমন কথায় বাহাদুর কেবল বিব্রতকর হাসি দিতে পেরেছিল।

এখন তার মেয়ে ঘরে গিয়ে দ্রুত জামা পাল্টে একগাদা বই নিয়ে হাজির হয়েছে লেখক অনুপম হাসানের সামনে। সবগুলো বই নাকি এই লেখকেরই।

'গত মেলায় তো আপনার মাত্র একটা বই বেরিয়েছিল,' হড়বড় করে বলল নিঝুম। 'ওটার অটোগ্রাফ নেবার সময় আপনার সাথে মেলায় দেখা হয়েছিল আমার।'

লেখক মাথা নেড়ে সায় দিয়ে শুধু হেসে গেল।

'এখন বাকি বইগুলোর অটোগ্রাফ দিয়ে দেন,' আনন্দ উপচে পড়ছে বাহাদুরের মেয়ের চোখেমুখে।

অনুপম হাসানের দিকে তাকাল বাহাদুর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভক্তের এমন উচ্ছ্বাসের সাথে বেশ পরিচিত। সাবলীল ভঙ্গিতেই পাঁচ-ছয়টা বই হাতে নিয়ে অটোগ্রাফ দিতে শুরু করেছে।

'শুধু শুভ কামনা লিখবেন না...আরও কিছু লিখবেন...প্লিজ?'

নিঝুমের আবদার শুনে লেখক হেসে ফেলল। 'ঠিক আছে,' কথাটা বলে চকিতে বাহাদুর ব্যাপারীর দিকে তাকাল হাসিমুখে।

'আব্বুর সাথে আপনার পরিচয় কীভাবে হলো?' নিঝুম প্রশ্ন করল, এরপর তাকাল বাবার দিকে। 'আব্বু, তুমি তো আগে বলোনি আমাকে!'

'দু-তিন দিন ধরে ওনার সাথে আমি একটা কাজ করছি,' অটোগ্রাফ দিতে দিতে বলল অনুপম হাসান।

'কী কাজ?!' মেয়ের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল।

'আছে একটা কাজ...' বাহাদুর জবাব দিল। 'আপনেরে আমি পরে সব বলবনে।'

বাহাদুর যে নিজের মেয়েকে 'আপনি' করে সম্বোধন করে, সেটা খেয়াল করে অনুপম হাসান একটু অবাকই হলো।

'এখন বললে কী সমস্যা, আজব!' নিঝুম কপট অভিমানে বলল।

'আছে আছে,' বাহাদুর আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল মেয়েকে। 'কাজটা শ্যাষ হওনের আগে এইটা বলা যাইব না।'

'বলো কী!' নিঝুম এবার আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠল। 'কী করছ তোমরা, হুমম? প্লিজ, বলো না আব্বু! প্লিজ!'

মেয়ের এমন বালখিল্য আবদারে বিব্রত বোধ করল বাহাদুর ব্যাপারী। তার এই মেয়েটা এমনিতে খুব বেশি কথা বলে না। বিশেষ করে, তিন বছর আগে তার স্ত্রী যখন দীর্ঘদিন কিডনি সমস্যায় ভুগে মারা গেল, তারপর থেকে কেমন মনমরা হয়ে থাকে। সব সময় একধরনের বিষণ্ণতা লেগে থাকে মেয়েটার চোখেমুখে। কিন্তু আজকে তাকে দেখে মনে হচ্ছে স্কুলজীবনের সেই উচ্ছল দিনগুলোতে ফিরে গেছে।

'আমি বলছি। তুমি কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না...'

অনুপম হাসান বলল মেয়েটাকে। 'প্রমিজ করতে হবে।'

'ওকে, প্রমিজ,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল নিঝুম।

বাহাদুর কিছু না বলে চুপচাপ দেখে যেতে লাগল ওদের।

'তোমার আব্বু একটা কেস ইনভেস্টিগেশন করছেন...আমি ওনার সাথে থেকে সেটা দেখছি...মানে, উনি কীভাবে কী করছেন...এসব কিছু।'

'কেন?' মেয়ের আগ্রহের পারদ এবার আরও তুঙ্গে উঠে গেল।

হেসে ফেলল লেখক। 'এবার আমি একেবারে সত্যিকারের কোনো ডিটেক্টিভের ইনভেস্টিগেশন নিয়ে একটা বই লিখব, তাই।'

হাঁ হয়ে গেল নিঝুমের মুখ। 'বলেন কী!'

মাথা নেড়ে সায় দিল অনুপম হাসান। তার মুখে এখনো হাসি লেগে আছে।

'আব্বু...উনি যা বলছেন সত্যি বলছেন?'

বিব্রতকর হাসি দিল বাহাদুর। 'জি, আম্মা...উনি ঠিকই বলছেন।'

'ইয়াল্লা!!' নিঝুম যারপরনাই বিস্মিত। 'আমার আব্বুকে নিয়ে গল্প লিখবেন!'

অনুপম হাসান একটু কাঁচুমাচু খেলেন। 'আসলে, ঠিক ওনাকে নিয়ে তো লিখতে পারব না, তবে উনি যে কেসটা ইনভেস্টিগেট করছেন, সেটা নিয়ে লিখব।'

'তাহলে আব্বুর জায়গায় অন্য কোনো নাম বসিয়ে দেবেন?' আশাহত হলো নিঝুম।

অনুপম হাসান হেসে ফেলল। 'অবশ্য উনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে ওনার নামটাই ইউজ করতে পারব।'

'আব্বু অনুমতি দেবে না কেন, আশ্চর্য?' প্রতিবাদ করে বলল নিঝুম। 'আব্বু, ওনাকে তুমি অনুমতি দেবে না?'

'আমার আম্মাটা দেখি কিছুই বুঝতে চাইতাছে না। আমি সরকারি চাকরি করি...অনেক বাইন্ডিংস আছে না?'

'কয়েক মাস পর তো রিটায়ারই করবে,' নিঝুম নাছোড়বান্দা। 'তখন যদি উনি লেখেন, তাহলেও কি সমস্যা হবে?'

বাহাদুর বিব্রত হাসি দিয়ে লেখকের দিকে তাকাল।

'উনি অনুমতি দিলে আমি ওনার নামটাই ব্যবহার করব,' বলল অনুপম হাসান। 'আর বইটাও বের হবে ওনার রিটায়ারমেন্টের পরই।'

'ওয়াও!' নিঝুম আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না!'

'আরে, এইসবের আগে কেসটা সল্‌ভ করা লাগব না?' বাহাদুর বলে উঠল। 'কেসটার তো এখনো কূল-কিনারা করবার পারি নাই।'

'আমি কেসটা সল্‌ভ হবার পরের কথাই বলছি,' শেষ বইটাতে অটোগ্রাফ দিতে দিতে লেখক বলল। 'আগে সল্‌ভ হোক, তারপর দেখা যাবে।'

বইগুলো সব হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল নিঝুম। 'আপনি যখন সাথে আছেন আব্বু অবশ্যই সল্‌ভ করতে পারবেন। আপনি কত জটিল কেস সল্‌ভ করেছেন...ওই যে, আশ্রিতা নামের এক মডেল খুন হলো...কত জটিল একটা কেস ছিল...আপনি তো দারুণভাবে ওটা সল্‌ভ করেছিলেন।'

বাহাদুরের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। গোয়েন্দা কাহিনির লেখকদের গোয়েন্দা ভেবে বসা যে পাঠকের বহু পুরোনো একটি অভ্যাস, সেটা তারও জানা আছে।

BOIGHAR.COM

'আরে, কী বলো!' হাসতে হাসতে বলল অনুপম হাসান। 'ওগুলো তো সল্‌ভ করেছে আমার গোয়েন্দা টি এম হায়দার...আমি না।'

'আজব কথা বললেন তো,' নিঝুম কপট রাগ দেখাল। 'টি এম হায়দার বলে কেউ আছে? ওটা তো আপনারই লেখা একটি চরিত্র।'

এবার লেখক বোকার মতো হাসি দিল।

'আম্মা, আপনে মেহমানরে একটু চা-নাশতা খাওয়াইবেন না? খালি কথা বললে হইব?'

বাবার এমন কথা শুনে নিঝুম জিব কাটল। 'সরি সরি!' বলেই বইগুলো নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

লেখকের দিকে তাকাল বাহাদুর ব্যাপারী। 'আপনে কিছু মনে কইরেন না, মাইয়াটার বয়স কম...বোঝেনই তো।'

'আরে, আমি আবার কী মনে করব?' হাসি হাসি মুখে বলল অনুপম হাসান। 'ওকে তো আমি আগে থেকেই চিনি। ও আমার অনেক পুরোনো ফ্যান।'

'ও ছোটবেলা থেইকাই বই পড়ে,' ইন্সপেক্টর বাহাদুর ব্যাপারী বলে উঠল। '...পড়তে পড়তেই চোখ দুইটা খাইছে।'

লেখকের মনে পড়ে গেল ল্যাসিক নিয়ে বাহাদুরের আগ্রহের কথাটা। কত খরচ হয় সেটা জানার পর চুপসে গেছিল ভদ্রলোক। পিতা হিসেবে মেয়েকে নিয়ে এমন দুশ্চিন্তা করাটা স্বাভাবিক। আর কয়েক বছর পরই মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে, চোখের এই হাল বিয়ের জন্য সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বাহাদুরের মতো সৎ পুলিশ অফিসারের জন্য অতগুলো টাকা খরচ করাটাও সহজ কথা নয়।

ঠিক এমন সময় একটা ভাবনার উদ্রেক হলো লেখকের মনে। বাহাদুর ব্যাপারীকে নিয়ে বই লিখলে সেই বইয়ের রয়্যালটি থেকে...

'কী ভাবতাছেন?'

বাহাদুরের কথায় সংবিৎ ফিরে পেল অনুপম হাসান। 'না, কিছু না।'

ইন্সপেক্টর কিছু বলতে যাবে অমনি ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল নিঝুম। টোস্ট বিস্কুট, এক প্লেট চানাচুর আর চা।

চা খেতে খেতে নিঝুমের আরও অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল অনুপম হাসান। লেখক আর তার ভক্তের এই আলাপচারিতায় দর্শক হয়ে থাকল বাহাদুর ব্যাপারী। চলে যাবার আগে সস্তা চায়নিজ মোবাইল ফোনে লেখকের সঙ্গে বেশ কয়েকটি সেলফিও তুলল মেয়েটি।

১৬

'আমার কিন্তু ওয়ালির মায়ের ওই কাজিনকে বেশি সন্দেহ হচ্ছে এখন,' বলল অনুপম হাসান। বাহাদুরের বাড়ি থেকে বের হয়ে ইন্সপেক্টরের সাথে হাঁটছে সে।

'তদন্তের যে অবস্থা, আমি সবতেরেই সন্দেহ করতাছি,' বাহাদুর আবারও একই রকম জবাব দিল। 'তয়, ওই লোকটার খুনি হওনের চান্স যে বেশি, তার অনেক কারণ আছে।'

'হুম,' সায় দিল অনুপম হাসান।

'ওয়ালি যদি তার ছেলে হইয়া থাকে, তাইলে বাবা হিসেবে তার তো জুলকারনাইনের ওপরে রাগ থাকনটা স্বাভাবিক। তার ওপর ধরেন, নিজের এলাকায় জুলকারনাইনরে দেইখা সে হয়তো হুট কইরাই খুন করার কথাটা ভাবছে। মাইনে হইল, চান্স পাইছে আর কাজে লাগাইছে...' একটু থেমে আবার বলল, 'তয়, আসলে কী হইছে কে জানে। শেষে কোন সত্য বাইর হইয়া আসে কেউ জানে না।'

মাথা নেড়ে সায় দিল লেখক। 'তদন্তে এ রকম ঘটনা বোধ হয় প্রায়ই হয়, তাই না?'

মাথা নেড়ে সায় দিলেও বাহাদুরের চোখ রিকশা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'যাকে প্রাইম সাসপেক্ট হিসেবে সন্দেহ করলেন, দেখা গেল আসলে সে খুনি নয়। খুনি একেবারেই অন্য কেউ, যার কথা চিন্তাও করেননি।'

হাসল বাহাদুর। 'এই রকম তো হয়ই।' একটা খালি রিকশা দেখে ডাকল সে। 'চলেন, একটু ক্রাইম সিনে যাই।'

রিকশায় উঠে বসে অনুপম হাসান জানতে চাইল, 'ওখানে কেন?'

'আমি কাইল জুলকারনাইনের ওই নম্বরটা মোবাইল অপারেটররে দিয়া রিকোয়েস্ট করছিলাম, তারা যেন আমারে জানায় কোন আইপি অ্যাড্রেস থেইকা ভিডিওটা আপলোড দেওয়া হইছে।'

'বলেন কী,' অবাক হলো অনুপম হাসান। এতটা দ্রুত কাজ এগোবে, সে আশা করেনি।

বাহাদুর একটা কাগজ বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল। 'এইখানে সব ডিটেইল আছে।'

লেখক কাগজটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল। তাদের রিকশা ছুটে চলছে হাজারীবাগের গজমহলের সেই বাড়িটার দিকে।

'ওখানকার একটা ইন্টারনেট প্রোভাইডারের সার্ভারের আইপি ব্যবহার করা হয়েছে। পারসোনাল আইপি অ্যাড্রেসটাও আছে। ওখানকার ইন্টারনেট প্রোভাইডার বলতে পারবে এটা তাদের কোন ক্লায়েন্টের কানেকশন।' লেখকের উত্তেজনা বেড়ে গেছে।

বাহাদুর কিছু বলল না। এসব ইন্টারনেটের ব্যাপার-স্যাপার তার মাথায় ঢোকে কম, বোঝে আরও কম। তবে এটা জানে, এগুলো বেশ কাজে দিচ্ছে আজকাল। খুব দ্রুত চিহ্নিত করা যাচ্ছে খুনিকে। এমনকি তার অবস্থানও।

'এটা কিন্তু আপনার তদন্তে বেশ কাজে দেবে।'

'হুম,' মাথা নেড়ে সায় দিল ইন্সপেক্টর। এ ব্যাপারে তার মনেও কোনো সন্দেহ নেই।

জুলকারনাইন যে বাড়িতে খুন হয়েছে তার এক সহযোগীর সাথে, সেখানে পৌঁছে প্রথমেই বাহাদুর খোঁজ নিল ওই এলাকার ইন্টারনেট প্রোভাইডার কতগুলো আছে। আশার কথা হলো, মাত্র দুটো প্রতিষ্ঠান এ কাজ করে—সুমিত সাইবার কানেকশন আর ডি-লিঙ্ক। দুটো প্রতিষ্ঠানের অফিসই বলতে গেলে পাশাপাশি অবস্থিত। এলাকার সব ইন্টারনেট সংযোগ তারাই সরবরাহ করে থাকে। প্রথমে তারা গেল সুমিত সাইবারে, ওরা বলল এটা ওদের আইপি অ্যাড্রেস নয়। ফলে বাহাদুর আর অনুপম হাসান বুঝতে পারল ডি-লিঙ্ক নামের প্রোভাইডারের আইপি অ্যাড্রেসটাই ব্যবহার করেছে সম্ভাব্য খুনি।

BOIGHAR.COM

ডি-লিঙ্কের মালিক হিসেবে পরিচয় দেওয়া এক তরুণ বাহাদুরের কাছ থেকে অ্যাড্রেসটা নিয়ে কম্পিউটারে থাকা তাদের ক্লায়েন্ট লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখল। কাজটা করতে লাগল মাত্র পাঁচ মিনিট।

'ক্লায়েন্টর নাম হইলো জুলকারনাইন।'

ছেলেটার কথা শুনে ভিরমি খেল বাহাদুর আর লেখক। তারা একে অন্যের দিকে তাকাল। এ রকম কিছু মোটেও প্রত্যাশা করেনি। বাহাদুর ব্যাপারী মাথার টুপিটা খুলে ফেলল। 'জুলকারনাইন নিজে আপলোড দিছে!' অবিশ্বাসে বলে উঠল সে।

'এটা কী করে সম্ভব!' অনুপম হাসান বলল। বিশ্বাসই করতে পারছে না সে।

'বুঝবার পারতাছি না,' বলল ইন্সপেক্টর।

এমন সময় ডি-লিঙ্কের তরুণটি বলে উঠল, 'আরে এইটা ওই জুলকারনাইন না!'

বাহাদুর আর লেখক ভ্যাবাচেকা খেয়ে চেয়ে রইল ছেলেটার দিকে।

'এইটা আমাগো এলাকার জুলকারনাইন। ফেসবুকে যে পোলাটা মাইরপিট কইরা ফেমাস হইছে ওয় তো বহিরাগত...এই এলাকার না।'

১৭

আরেকজন জুলকারনাইনের খোঁজ পেয়ে বাহাদুর আর লেখক কয়েক মুহূর্তের জন্য পরাবাস্তব জগতে চলে গেছিল যেন।

'একটু আগে আমারে ফোন দিসিল,' ডি-লিঙ্কের তরুণ জানাল। 'তার লাইন নাকি পরশু থিকা বন্ধ...কমপ্লেইন দিসে আমারে।'

'একটু আগে মানে? কখন?' অনুপম হাসান নড়েচড়ে উঠল।

'এই তো...আপনারা আসার দশ-পনেরো মিনিট আগে হইব।'

লেখক তাকাল ইন্সপেক্টরের দিকে।

'আমারে দুনিয়ার ঝাড়ি মারল ফোনে। কয়, আমাগো লাইন নাকি ফালতু। সার্ভিস ভালা না। কানেকশন কাইটা গেলে আমরা নাকি দু-তিন দিন লাগাই ঠিক করতে,' ডি-লিঙ্কের তরুণ বলে যেতে লাগল, 'আমাগো ফোন দিলেও নাকি ধরি না...চৌদ্দবার ফোন দেওন লাগে।'

'তারপর?' জানতে চাইল অনুপম হাসান।

'আমি তারে কইলাম, লাইনটা কাটা পড়ছে কাইল রাইত একটার দিকে...পরশু না। অত রাইতে আমি ফোনের সামনে বইসা থাকুম নাকি! আর সকালে আমার অনেক লাইন ঠিক করন লাগছে...ওই সময় ফোন দিসিল বইলা আমি ধরি নাই। কামের সময় এত দিকদারি ভালা লাগে, কন?'

বাহাদুর আর লেখক উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল ছেলেটার দিকে। তারা বুঝতে পারছে না কী করবে এখন।

'আমার কথা তার ভালা লাগে নাই...হে চেইত্যা-মেইত্যা কয় আইতাছে...আমার মতো বেয়াদ্দপরে নাকি উচিত শিক্ষা দিব। পুরাই তার ছিঁড়া।'

বাহাদুর আর অনুপম হাসান বুঝতে পারল না তারা কি এখানেই অপেক্ষা করবে নাকি ওই জুলকারনাইনের বাড়িতে চলে যাবে।

'ওয় কী করছে?' আস্তে করে জানতে চাইল ছেলেটা।

কিন্তু ইন্সপেক্টর সেটা শুনতে পেল না। তার মনে একটা আশঙ্কা জেঁকে বসেছে: সম্ভবত জুলকারনাইন তাদের এখানে ঢুকতে দেখেছে। হয়তো দূর থেকে দেখেই সটকে পড়েছে ওই খুনি।

বাহাদুর দ্রুত ডি-লিঙ্কের ছেলেটার কাছ থেকে জেনে নিল ওই জুলকারনাইনের বাসার নম্বরটা। তারপর একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ল তাতে। দ্রুত হেঁটে গেলেও পারত কিন্তু সময়টা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক মুহূর্তও নষ্ট করতে চাইল না সে।

পাঁচ মিনিট পর তারা হাজারীবাগের গজমহল এলাকার ৪২৪ নাম্বার বাড়িতে এসে পৌঁছাল। বাড়ির দারোয়ান গেটের বাইরে ছোট্ট একটা টুলে বসে আছে। পুলিশ দেখে উঠে দাঁড়াল সে।

'এইখানে কি জুলকারনাইন থাকে?' রিকশা ভাড়া না দিয়েই বাহাদুর নেমে পড়ে জানতে চাইল। ভাড়া মিটিয়ে দিল লেখক।

ইন্সপেক্টরের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাল দারোয়ান। 'হ। এইটা ওরই বাড়ি।'

'একটু আগে কি সে বাসায় এসেছিল?' অনুপম হাসান জানতে চাইল এবার। তার মধ্যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে।

'আইছিল তো...আবার চইলাও গ্যাছে।'

'কোথায় গেছে...কোন দিক দিয়া গেছে?' বাহাদুর অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি কেমতে কমু! আমারে তো কিছু কয় নাইক্কা।'

'তার সঙ্গে কি কিছু ছিল?'

অনুপম হাসানের দিকে তাকাল দারোয়ান। 'হ। একটা ব্যাগ আছিল।'

কিন্তু দারোয়ানের কথা বিশ্বাস না করে তাকে সঙ্গে নিয়েই দোতলায় উঠে গেল বাহাদুর আর লেখক। জুলকারনাইনের ঘরের দরজায় তালা দেখে হতোদ্যম হয়ে পড়ল তারা।

পুরো বাড়িটাই ভাড়াটে দিয়ে ভর্তি। পাঁচতলার প্রতিটি তলায় দুটি করে ইউনিট, শুধু দোতলার এই ফ্ল্যাটে বাড়ির মালিক জুলকারনাইন বসবাস করে। ঘণ্টাখানেক সময় ধরে বিভিন্ন ভাড়াটেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক কিছুই জানতে পারল বাহাদুর আর লেখক।

চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের জুলকারনাইন এখনো বিয়ে করেনি। তার বাবা-মা দশ-বারো বছর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর থেকে একমাত্র সন্তান হিসেবে পাঁচতলার একটি বাড়ির মালিক বনে গেছে সে। বাবার ব্যবসা ছিল ইট-বালু-সিমেন্টের, সেটা বিক্রি করে দিয়েছে বহু আগেই। প্রতি মাসে যা ভাড়া পায়, তা দিয়ে বেশ সচ্ছলভাবেই চলে যায় জুলকারনাইনের দিনকাল।

তার বিয়ে না করা নিয়ে ভাড়াটেদের একেকজনের একেক অভিমত। কেউ বলে, বেশ অনেক বছর আগে এক মেয়ের সাথে প্রেম ছিল তার। সেই প্রেমিকার সাথে সম্পর্ক টেকেনি বলে বিয়ে-থা আর করেনি। আরেক পুরোনো ভাড়াটের মতে, মামা-বাবার মৃত্যুর পর ছেলেটা একেবারেই অসামাজিক হয়ে পড়ে। কারও সাথে তাকে মিশতে দেখা যায় না। আর তাকে কেউ ঘাঁটানোর সাহসও করে না মাথায় ছিট আছে বলে।

BOIGHAR.COM

এই ছিটের ব্যাপারটা কী? এমন প্রশ্নের জবাবে ওই পুরোনো ভাড়াটে জানিয়েছে, কয়েক বছর আগে নাকি জুলকারনাইন একবার জ্বালাতন করার কারণে একটা বিড়ালকে দড়ি দিয়ে ফাঁসি দিয়েছিল দোতলার জানালা দিয়ে। বিড়ালটা ঝুলে থাকার দৃশ্য অনেকেই দেখেছে।

তবে বেশির ভাগ ভাড়াটের অভিমত, জুলকারনাইন ছেলে হিসেবে নিরীহ গোছের। কাউকে সে ঘাঁটায় না। আর বাড়িওয়ালা হিসেবে ভাড়াটেদের সাথে তার সম্পর্কও তেমন নেই। বাড়ির দারোয়ান হোসেনই ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে। বাড়ির সবকিছু সে-ই দেখাশোনা করে, জুলকারনাইন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কখনো।

পঞ্চাশোর্ধ্ব হোসেনের সাথে কথা বলে অবশ্য তেমন কিছু পাওয়া গেল না। ভাড়াটেরা যা বলল সে বলল আরও কম। বাপ-মা মরা এতিম ছেলে, একা একা থাকে, কারও সাতে-পাঁচে নেই। মা-বাবা হারিয়ে ছেলেটা অনেক দুঃখ পেয়েছে, সে জন্যে নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে সব সময়।

'তার মধ্যে কি কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে?' লেখক জিজ্ঞেস করল হোসেনকে।

'নাহ্,' জোর দিয়ে বলল দারোয়ান।

কিন্তু আরেক ভাড়াটে জানাল, নাম নিয়ে এই ছেলের মধ্যে একটু সমস্যা আছে।

'কী রকম?' বাহাদুর আগ্রহী হয়ে জানতে চাইল।

ভাড়াটে যা বলল, তা অনেকটা এ রকম: কেউ যদি ভুলেও জুলকারনাইন নামটা নিয়ে ব্যঙ্গ করে, কিংবা সংক্ষেপে ডাকে, তাহলে ছেলেটার মাথায় রক্ত উঠে যায়। একবার পাড়ার এক ইঁচড়ে পাকা ছেলে তাকে জুলকা বলে খ্যাপালে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের প্রস্রাব একটা বোতলে ভরে ওই ছেলের মুখে ছুড়ে মেরেছিল।

আরেক ভাড়াটে নাকি ভুলে জুলকার ভাই বলে ডেকে বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিল একবার। বেচারাকে পারে তো বাড়ি থেকেই বের করে দেয়। হোসেন মিয়া হস্তক্ষেপ করায় ঘটনা আর বেশি দূর এগোয়নি।

নাম নিয়ে এ রকম বাতিক ছাড়া জুলকারনাইন বলতে গেলে একেবারেই মুখচোরা একজন মানুষ।

'ওয় কি মোটা কাচের চশমা পরে?' অবশেষে বাহাদুর জানতে চেয়েছিল।

'হ্যাঁ। তার চোখে সব সময়ই মোটা কাচের চশমা থাকে।'

এ কথা শোনার পর অনুপম হাসান আর ইন্সপেক্টর একে অন্যের দিকে তাকাল।

দারোয়ান আরও জানাল, মাঝেমধ্যেই জুলকারনাইন এভাবে হুটহাট নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কোথায় যায় কাউকে বলে যায় না। তবে খুব বেশি দিন উধাও হয়েও থাকে না, আবার ফিরে আসে।

কিন্তু বাহাদুর নিশ্চিত, এবার এই ছেলে আর ফিরে আসবে না।

যা-ই হোক, থানার ওসিকে ফোন করে সবটা জানানোর পর হোসেনের উপস্থিতিতে জুলকারনাইনের ঘরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকল বাহাদুর আর অনুপম হাসান।

আর সব ব্যাচেলরের ফ্ল্যাটের মতোই যথেষ্ট নোংরা আর অগোছালো। তিন-তিনটা ঘর—তার বাবা-মায়ের ঘরটা একেবারে আগের মতোই আছে শুধু মোটা আস্তরণের ধুলো পড়ে থাকা ছাড়া। ঘরের দরজা খুলতেই ভেতর থেকে বোটকা গন্ধ নাকে এল।

জুলকারনাইন থাকে দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে। সেই ঘরে একটা বেড, টিভি, ক্লোজিট, বুকশেলফ, ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবিল আর কম্পিউটার টেবিল আছে। পিসিটা পলিথিনের কাভার দিয়ে ঢেকে রাখা।

ঘরের দক্ষিণ দিকের বড় জানালাটা দিয়ে তাকাল বাহাদুর আর লেখক। এখান থেকে নিহত জুলকারনাইনের ঘরের জানালা দেখা যায়!

কম্পিউটার টেবিলের পাশে একটা বাইনোকুলার দেখার পর লেখক আর ইন্সপেক্টরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

'তাইলে কী দাঁড়াইল?' হোসেন নামের কেয়ারটেকারকে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে জিজ্ঞেস করল বাহাদুর।

'এখান থেকে জুলকারনাইন ওই ঘরটা ভালোমতোই দেখতে পারত এটা দিয়ে,' অনুপম হাসান বাইনোকুলারটা তুলে নিয়ে একবার দেখে নিল।

'হুম। কিন্তু তার সাথে ওই জুলকারনাইনের কী সমস্যা?' যথার্থ প্রশ্নটা করল ইন্সপেক্টর। 'ওই ইয়াবা ডিলারেরই-বা কী সম্পর্ক?'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর লেখক বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এই জুলকারনাইন ছেলেটা মেন্টালি সিক।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল বাহাদুর ব্যাপারী।

'জটিল কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত। সোশ্যাল ডিজঅর্ডার যে তার আছে, সেটা পরিষ্কার...তবে আরও কিছু কমপ্লেক্সও গ্রো করেছে তার মধ্যে।'

'কী রকম?' বাহাদুর জানতে চাইল।

'এই ধরেন, তার নাম নিয়ে যে বাতিকের কথা শুনলাম...আমার তো মনে হয় শুধু নামের মিল থাকার কারণেই সে খুনটা করেছে।'

অবিশ্বাসে মাথা দোলাল ইন্সপেক্টর বাহাদুর। 'কী বলেন! আজব কথা!'

'আজব হলেও এ রকম নজির কিন্তু আছে। মানসিক বিকারগ্রস্তরা যে কত তুচ্ছ কারণে খুনখারাবি করতে পারে, আপনি শুনলে অবাকই হবেন।'

বাহাদুর চুপ মেরে রইল।

'আমি এক সিরিয়াল কিলারের কথা পড়েছিলাম...জেফরি নামের সেই সিরিয়াল কিলার এক শর ওপরে খুন করেছিল ধরা পড়ার আগে। তার খুনের হাতেখড়ি কীভাবে হয়েছিল জানেন?'

বাহাদুর মাথা দোলাল।

'এক বন্ধুকে নিজের বাসায় দাওয়াত দিয়েছিল সে...তারা দুজন ডিনার করার পর বেশ কিছুটা মদ্যপান করে। রাতের কোনো এক সময় সেই বন্ধুকে খুন করে ওই সিরিয়াল কিলার।'

'কী জন্য?' বাহাদুর অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'পুলিশ তাকে ধরার পর এটাই জানতে চেয়েছিল—কেন সে তার বন্ধুকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে হত্যা করল?...ওই খুনি জবাবে বলেছিল, তার বন্ধু যেন বাড়ি থেকে চলে না যায়, সে জন্য তাকে খুন করেছে।'

'কী!' বাহাদুর অবিশ্বাসে বলে উঠল। 'কী কন এইসব!' সে মেনে নিতে পারছে না এমন কথা।

'অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি,' বলল লেখক। 'মানসিক বিকারগ্রস্তরা এ রকম তুচ্ছ কারণেও খুনখারাবি করতে পারে।'

বাহাদুর একমত হতে না পারলেও মুখে কিছু বলল না।

BOIGHAR.COM

জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল সামনের বাড়িটার দোতলার জানালার দিকে, যে ঘরে খুন হয়েছিল জুলকারনাইন।

'ভিডিওতে দেখা গেছে, নিহত জুলকারনাইন ওয়ালিকে মারধর করার সময় বারবার বলছিল—আমি জুলকারনাইন! আমাকে চিনিস! আমার সাথে গুটিবাজি করিস!' একটু থামল অনুপম হাসান। 'এই ভিডিও ফেসবুকে আপলোড দেবার পর জুলকারনাইন নামটা নিয়ে বেশ ট্রল করা হয়।'

বাহাদুর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল লেখকের দিকে।

'ট্রল মানে, ঠাট্টা-তামাশা আর কি,' ব্যাখ্যা করল অনুপম হাসান।

আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাহাদুর।

'নিজের প্রিয় নামটাকে এভাবে পচাতে দেখে এই জুলকারনাইন হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে নিহত জুলকারনাইনকে যখন পাশের বাড়িতে আবিষ্কার করল, তখন হয়তো সে খুন করার সুযোগটা নিয়েছে। আউট অব অ্যাডভেঞ্চার থেকেও হতে পারে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল ইন্সপেক্টর বাহাদুর।

'এই যে দেখেন,' বাহাদুরকে বলল লেখক। 'বলেছিলাম না, নাম নিয়ে তার মধ্যে একধরনের ফ্যাসিনেশন আছে।'

ইন্সপেক্টর দেখতে পেল লেখকের হাতে একটা বই, কম্পিউটার টেবিলের পাশে ছোট্ট একটা বুকশেলফ থেকে তুলে নিয়েছে এইমাত্র।

অ্যান অ্যাকাউন্ট অব জুলকারনাইন!

লেখকের নাম হায়াত আল কুলুব।

অনুপম হাসান আরেকটা বই তুলে ধরল বাহাদুরের সামনে।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের লেখা *দ্য ওয়াল অব জুলকারনাইন।*

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল বাহাদুরের ভেতর থেকে। সম্ভবত লেখকের কথাই ঠিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, খুনি তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে এখন। আর কোনো দিন তার দেখা পাবে কি না, কে জানে।

১৮

প্রায় আট মাস পরও জুলকারনাইনের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। ইন্সপেক্টর বাহাদুর ব্যাপারী স[illegible]জন খুনির ছবি দেশের বিভিন্ন থানা আর বর্ডার [illegible] পাঠিয়ে দেবার পরও কোনো লাভ হয়নি, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে জুলকারনাইন।

এই আট মাসে অনেক কিছু ঘটে গেছে। হাজারীবাগ থানার ইন্সপেক্টর বাহাদুর ব্যাপারী রিটায়ার করে অবসর জীবনযাপন করছে এখন। পেনশনের টাকা থেকে মেয়ের ল্যাসিক অপারেশনও করেছে। নিঝুম নিজে ফেসবুকে এটা জানিয়েছে লেখককে। মোটা কাচের চশমা ছাড়া নিঝুমকে এখন আরও বেশি সুন্দর দেখায়। তার সাথে প্রায়ই চ্যাট করে অনুপম হাসান। ফোন করে বাহাদুর ব্যাপারীর খোঁজখবরও নেয় মাঝেমধ্যে। এ কয় মাসে জিগাতলার

কাছাকাছি দু-একবার কাজের প্রয়োজনে গেলে বাহাদুরের সাথে দেখা করে চা-টা খেয়ে একটু আলাপও করে এসেছে, তবে জুলকারনাইনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সাবেক ইন্সপেক্টরের মধ্যে কোনো আগ্রহ নেই। খুনি জুলকারনাইন ধরা পড়ল কি না, সেটা নিয়ে কথাও বলে না সে, যেন নিজের শেষ কেসটা অমীমাংসিত রইল বলে একধরনের আক্ষেপ আছে, আর সেটা নিয়ে আলাপ করতে বড্ড অনীহা তার।

তবে বাহাদুরের মেয়ে নিঝুমের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। তার বাবাকে নিয়ে যে বইটা লেখক লিখছে, সেটা কবে প্রকাশিত হবে, লেখা কত দূর এগোচ্ছে—এসব বিষয়ে প্রায়ই জানতে চায় ফেসবুকে। হচ্ছে হবে—এসব বলে বলে সময়টা পার করেছে লেখক। তবে ফেব্রুয়ারির বইমেলার আগে দিয়ে নিঝুমকে সুখবরটা দিতে পেরেছিল সে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। বাহাদুর ব্যাপারী নামই ব্যবহার করা হচ্ছে জেনে সেই আনন্দ অনেক গুণ বেড়ে যায় নিঝুমের।

অনুপম হাসান যে গল্পটা লিখেছে, সেখানে দেখানো হয়েছে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর ইন্সপেক্টর বাহাদুর ব্যাপারী জুলকারনাইনকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ফিকশন লেখার এইটুকু স্বাধীনতা যে লেখকের রয়েছে, সেটা বাহাদুরকে বোঝাতে গিয়ে অবশ্য বেগ পেতে হয়েছিল তাকে।

বইমেলার তৃতীয় দিনে *নাম তার জুলকারনাইন* বইটা বেরোলে প্রায়ই মেলায় গিয়ে ভক্তদের অটোগ্রাফ দিল, সেলফি তুলল লেখক। বাহাদুর ব্যাপারীর মতো এমন অদ্ভুত নামের ডিটেক্টিভ আর গ্ল্যামারবিহীন চরিত্রকে সব পাঠক সাদরে গ্রহণ না করলেও অনুপম হাসান বেশ সন্তুষ্ট ভিন্ন ধরনের গল্প লিখতে পেরে।

বইটা বের হবার পর মেলার শেষের দিকে এক শুক্রবার যখন পাঠকের সমাগমে গিজগিজ করছে বইমেলা, অনুপম হাসান তখন প্রকাশনীর স্টলে বসে ভক্তদের অটোগ্রাফ দিচ্ছে। প্রকাশনীর এক কর্মচারী একটা একটা করে বই তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নাম বলে দিলে লেখক অটোগ্রাফ দিচ্ছিল তাতে। এমন সময় *নাম তার জুলকারনাইন* বইটা বাড়িয়ে দিল সেই কর্মচারী।

'জুলকারনাইন,' কর্মচারীটি বলল।

দীর্ঘক্ষণ ধরে অটোগ্রাফ দেবার কারণে সম্ভবত অনুপম হাসান খেয়াল করতে পারল না—তবে সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। দ্রুত নামটা লেখার পর যখন শুভেচ্ছাসহ কিছু লিখতে যাবে তখনই থমকে গেল তার কলম। চমকে উঠল সে। পাঠকের ভিড়ে তার চোখ খুঁজে বেড়াল জুলকারনাইনকে।

'এই বইটা কার?' অনুপম হাসান সেই কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পাঠকদের ভিড়ে খুঁজেও একটু আগে যে ছেলেটা বইটা কিনেছে তাকে পেল না। 'স্যার, ছেলেটাকে তো দেখছি না!' অবাক হয়ে বলল সে।

নামটার দিকে তাকাল লেখক।

যুলকারনাইন!

প্রথমেই তার মনে হলো, নামের বানানটা ভুল লিখে ফেলেছে সে।

তারপরই অজ্ঞাত একটা ভয় জেঁকে বসল তার মধ্যে।

BOIGHAR.COM